সকালের শিরোনাম

শনিবার

বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর! ● পৃষ্ঠাঃ ০৫ ● অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল হাইকোর্ট, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্দারমণিতে কোনও হোটেল ভাঙা যাবে না! ● পৃষ্ঠাঃ ০২ ● ইরানে হামলা করেই মোদিকে ফোন নেতানিয়াহুর! কী কথা দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে? ● পৃষ্ঠা ০৫ ●

দৈনিক বাংলা পত্রিকা • ১৪ জুন ২০২৫ • বর্ষঃ- ০২ • সংখ্যাঃ- ৩৮৬ • মূল্যঃ- ০৫ • Title Code - WBBEN16056 • DL.No - 250, Dated : 03-05-23 • www.sakalershironam.com • sakalershironam@gmail.com

এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র ভাতা নিয়ে হাইকোর্টে ফের মামলা, স্থগিত রায়দান

আজকের খবর

ইরানে হামলা ইজরায়েলের

আশঙ্কা সত্যি করেই ইরানের উপর হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। দেশের একাধিক জায়গায় হামলা। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স-এর তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আমরা নিশ্চিত করতে পারি, ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, আইআরজিসির কমান্ডার এবং ইরানের এমারজেন্সি কমান্ডের কমান্ডার ইরান জুড়ে ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন।'

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ইরানের একাধিক সরকারি লক্ষ্যবস্তু, ঘাঁটি এবং পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। ইজরায়েলের তরফে জানানো হয়েছে ২০০টি বিমান হামলা হয়েছে ইরাজ জুড়ে। প্রাণ গিয়েছে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, আইআরজিসির কমান্ডার এবং ইরানের এমারজেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের।অন্যদিকে দেশজুড়ে হামলার পরেই বার্তা দিয়েছেন খ ামেনেইয়ের। হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, 'এই কাজ যারা করল, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনল। এর বদলা নেওয়া হবে। এই হামলায় দেশের শীর্ষ কমান্ডার থেকে শুরু করে বিজ্ঞানী,অনেকেই শহিদ হয়েছেন। এই রক্তের বদলা রক্ত দিয়েই নেওয়া হবে। যারা শহিদ হলেন তাদের সহকর্মীরাই এই বদলা নেবেন ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।এবার দু' দেশকে বার্তা দিল ভারত। এর আগেই ভারতীয় দূতাবাস সেখানে থাকা ভারতীয়দের সাবধানে, সতর্কে থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। এবার বিবৃতি দিয়েছে ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক। জানানো হয়েছে, ইরান -ইজরায়েলের সাম্প্রতিক ঘটনায় উদ্বিগ্ন ভারত। পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে হামলা-সহ সব বিষয়ের দিকে নজর রাখছে দেশ। একই সঙ্গে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'ভারত দু' পক্ষকে যেকোনও উত্তেজনাকর পদক্ষেপ এড়াতে আহ্বান জানিয়েছে। পরিস্থিতির উত্তেজনা কমানো এবং দু দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের জন্য কথোপকথন এবং কূটনৈতিক আলোচনার কথাও বলেছে ভারত। ভারত দু' দেশের সঙ্গে সু সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, যে কোনও পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। দু' দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সঙ্গে দেশ যোগাযোগ রাখছে এবং ওই অঞ্চলে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সতর্কতা অবলম্বন, নিরাপদে থাকার এবং স্থানীয় সুরক্ষা পরামর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া দিয়েছে ভারত।উল্লেখ্য, হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না ইরান। ইজরায়েলের হামলার পরেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ইরানের শীর্ষ নেতা আলি খামেনেই। আর সেটাই হল হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। ১০০,রও বেশি ড্রোন নিয়ে হামলা চালাল ইরান। ইজরায়েলে কতটা ক্ষয়ক্ষতি করতে পেরেছে তারা, তা এখনও জানা যায়নি।

ইজরায়েলে প্রবল প্রত্যাঘাত শুরু করলো ইরান

ইজরায়েল তাদের বহুদিনের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল ইরান আক্রমণ করে। শুক্রবার ভোররাতে ইরানের সরকারি ঘাঁটি, পরমাণু ঘাঁটি-সহ দেশের একাধিক জায়গায় হামলা চালায় ইজরায়েল। ঠিক তার পরেই ইরানের শীর্ষ নেতা আলি খ ামেনেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ' এই কাজ যারা করল, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনল। এর বদলা নেওয়া হবে।' খামেনেইয়ের হুঁশিয়ারির কয়েকঘণ্টার মধ্যেই প্রবল প্রত্যাঘাত ইরানের। একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা প্রাথমিকভাবে ইরানের পাল্টা হামলার কথা জানিয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। ইতিমধ্যেই হামলার বিষয় নিশ্চিত করেছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেস। বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলের নাগরিকরা এই মুহূর্তে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্যবস্তু। অন্য একটি পোস্টে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলের দিকে কয়েক ডজন ক্ষেপনাস্ত্র ছুড়েছে ইরান।

বিতর্কিত হুমায়ুন কবীরকে ফের কড়া বার্তা তৃণমূলের বিধানসভা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল
কলকাতা

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বারে বারেই যেন ফিরে আসছেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তার জেরে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ফের কড়া বার্তা তৃণমূলের বিধানসভা শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির। আগের শোকজ ও সতর্কবার্তা উপেক্ষিত হওয়ায় এবার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল কড়া ভাষায় লেখা চিঠি। দলীয় সূত্রের খবর, চিঠিতে স্পষ্ট লেখা; 'লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ওয়ার্নিং।' গত কয়েকদিন ধরে হুমায়ুনের একাধিক মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে তৃণমূলকে। জনসমক্ষে ও সংবাদমাধ্যমে তাঁর বক্তব্য ঘিরে বিড়ম্বনায় পড়েছে দল। একাধিকবার দলের বিরুদ্ধে মুখ খ ুলে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। তবে সম্প্রতি কাসেম সিদ্দিকীর তৃণমূলে যোগদানের পর হুমায়ুনের মন্তব্যে চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েছে শাসকদল। পরিস্থিতি সামাল দিতেই নড়েচড়ে বসে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। শুক্রবার বিধানসভায় হুমায়ুনকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠান কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম ও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সেই বৈঠকেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় চূড়ান্ত সতর্কবার্তার চিঠি। আগে শোকজ করে কমিটির সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল হুমায়ুনকে। তিনি হাজিরাও দেন।

কিন্তু তার পরেও আচরণে পরিবর্তন না আসায় এবার কড়া পদক্ষেপ। তৃণমূল সূত্রে ইঙ্গিত, এবারও দলের নির্দেশ অমান্য হলে বিধায়ক পদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নিতে পারে নেতৃত্ব। তৃণমূলের অন্দরমহলের মতে, হুমায়ুন কবির দীর্ঘদিন ধরেই নানা মন্তব্যে দলকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। কখনও দলের নীতির বিরুদ্ধে মুখ খ ুলেছেন, তো কখনও দলের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রকাশ্যে। দল বারবার তাঁকে সতর্ক করেও কোনও লাভ হয়নি। এবার তাই চূড়ান্ত পদক্ষেপের পথে হাঁটছে ঘাসফুল শিবির।

রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, লোকসভা ভোটে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে এবং ভেতরের বিশৃঙ্খলা ঠেকাতেই এমন কড়া বার্তা দিল তৃণমূল। এখন দেখার, শেষ ওয়ার্নিংয়ের পরও হুমায়ুন কবির নিজের অবস্থানে অনড় থাকেন, নাকি নিজেকে শুধরে ফেরেন দলে। একদিকে দলবিরোধী মন্তব্য, অন্যদিকে শৃঙ্খলা লঙ্ঘন-এই দুইয়ে জর্জরিত বিধায়ক ভবিষ্যতে কী করেন, তার দিকেই এখন নজর গোটা রাজনৈতিক মহলের।

চাকরি ফিরে পেতে বিধানসভায় 'চাকরিহারারা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হওয়া চাকরি ফেরতের দাবিতে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বিধানসভায় গেলেন চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল। স্পিকারের হাতে তুলে দিলেন পাঁচ দফা দাবি সম্বলিত একটি দাবিপত্র। বিকাশ ভবনের উলটো দিকে গতকাল রাত থেকে চাকরিহারাদের প্রতিনিধি দল আমরণ অনশনে বসেছেন। তাঁরা চেয়েছিলেন ন্যায্য চাকরি ফেরত পেতে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুক স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের আবেদনে সাড়া দেন স্পিকার। এদিন দুপুরে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল পৌঁছয় বিধানসভাতে। সেখানে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন স্পিকারের সঙ্গে। তুলে দেন তাঁদের দাবিপত্র। সূত্রের খবর, যে পাঁচ দফা দাবিতে অনশন চলছে সেই পাঁচ দফা দাবিই এদিন স্পিকারকে জানিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, যাঁরা 'যোগ্য' শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী তাঁদের শংসাপত্র ও ওএমআরের মিরর ইমেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। তবেই কোর্টের কাছে পরিষ্কার হবে, কারা অযোগ্য। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আইনি প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে, তার আগে যেন কোনওভাবেই এই পরীক্ষার আবেদন শুরু করা না হয়। এবং নতুনদের জন্য স্বচ্ছভাবে শূন্যপদে

নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে মুখ ্যমন্ত্রীকে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। সূত্রের খবর, স্পিকার চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন, তবে সরকারের তরফে আইন মেনে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে। অন্যদিকে, সোমবার মধ্যরাত থেকে আমরণ অনশনে বসেছেন এসএসসি মামলায় চাকরিচ্যুত 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আন্দোলনকারীদের সংগঠন 'যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ' জানিয়েছে, এসএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বারবার আলোচনার পরেও কোনও রফাসূত্র বেরোয়নি, তাই বাধ্য হয়েই অনশন শুরু করা হয়েছে। তাঁদের দাবি-রিভিউ ও কিউরেটিভ পিটিশনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনও ফর্ম ফিলআপ বা পরীক্ষা গ্রহণ করা চলবে না। ওএমআর শিট ও প্রার্থী তালিকার 'মিরর ইমেজ' প্রকাশ করতে হবে, প্যানেলের মাধ্যমে ফের যাচাই করে যোগ্যদের নাম প্রকাশ করতে হবে এবং সরকারি স্বীকৃতি দিতে হবে। অনশনরত চাকরিহারারা বলছেন, পরীক্ষার আলোচনা কেন আসছে।

হদিশ মিলল দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্সের

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

বিধ্বস্ত আমেদাবাদ-লন্ডন এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা হয়েছে। অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সূত্র শুক্রবার ইন্ডিয়া টুডে টিভিকে এমনই জানিয়েছে। বিমানের লেজের কাছে থাকা কমলা রঙের ডিভাইসটি দুর্ঘটনার তদন্তে সহায়তা করবে। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় খন পর্যন্ত কমপক্ষে ২৬৫ জন নিহত হয়েছে।আমেদাবাদে যে আবাসিক ডাক্তারদের হোস্টেলের উপর বিমানটি ভেঙে পড়েছিল তারই ছাদ থেকে ব্ল্যাক বক্সটি উদ্ধার করে এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) দল।ব্ল্যাক বক্স উদ্ধারের ফলে দুর্ঘটনার তদন্ত সুবিধা হবে। স্পষ্ট হবে দুর্ঘটনার মুহূর্তে কী অবস্থা হয়েছিল।

অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল হাইকোর্ট

সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মন্দারমণিতে কোনও হোটেল ভাঙা যাবে না!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্তের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, আপাতত আরও তিন মাস, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে। এই সময়ের মধ্যে কেন্দ্রের কাছে হাই কোর্ট কয়েকটি বিষয়ে জানতে চেয়েছে। কেন্দ্রের কাছে বিচারপতি অমৃতা সিনহার প্রশ্ন, সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা (কোস্টাল রেগুলেশন জোন)-য় কত দূর পর্যন্ত স্থায়ী নির্মাণ করা যায় না? আইন অনুযায়ী সেখানে হোটেল চালানো যায় কি না? আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। মন্দারমণিতে সৈকত লাগোয়া এলাকার প্রায় ১৪০টি হোটেল ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে জাতীয় পরিবেশ আদালত। অভিযোগ, বেআইনি ভাবে ওই হোটেলগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনে ওই হোটেলগুলি ভাঙার নির্দেশ দেন জেলাশাসক। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলা দায়ের করেন কয়েক জন হোটেল মালিক। তার ভিত্তিতে জেলাশাসকের নির্দেশের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত।

শুক্রবার ওই মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের কাছে বিচারপতি জানতে চান, এই রাজ্যে সমুদ্রপাড়ের কত দূর পর্যন্ত নির্মাণ করা যাবে, তা নিয়ে কোনও নির্দেশিকা রয়েছে কি না? কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) অশোককুমার চক্রবর্তী জানান, বিষয়টি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে তাঁরা জানিয়েছেন, এ রকম ভাবে কোনও এলাকা চিহ্নিত করা নেই। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে তিনি আরও বলতে পারবেন। পাশপাশি, এএসজির বক্তব্য, জাতীয় পরিবেশ আদালতের মূল বেঞ্চ দিল্লিতে রয়েছে। এই মামলার শুনানি হাই কোর্টে হতে পারে না। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা বলেন, ''বেআইনি নির্মাণ বলেই ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্য হোটেল মালিকদের সমর্থন করছে। আর কেন্দ্র কোনও সদুত্তর দিতে পারছে না। এই অবস্থায় আদালত দেখবে আইন অনুযায়ী হোটেল চালানো যায় কি না।'' মামলার সূত্রপাত মাস কয়েক আগে। মন্দারমণিতে উপকূলে গড়ে ওঠা হোটেল ও রেস্তরাঁগুলিকে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে নোটিশ পাঠানো হয়। সেগুলি ভেঙে ফেলার কথা জানানো হয়। পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনের ওই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। এদিকে, বিষয়টিও আদালতে পৌঁছায়।

এদিন রাজ্যের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশ সংক্রান্ত নির্মাণ অনুমতির দায়িত্ব একান্তই কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের অধীনে। রাজ্যের ভূমিকা এখানে সীমিত। যদিও শুনানিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশকে কীভাবে রাজ্যের হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায়, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রের আইনজীবী। বিচারপতি অমৃতা সিনহা জানান, আইন মেনে হোটেলগুলি চালানো যায় কি না, তা দেখবে আদালত।

এদিন, মামলার শুনানি শেষে হোটেল ভাঙা নিয়ে অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা বাড়িয়েছে আদালত। নির্দেশ অনুযায়ী, ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁ ভাঙা যাবে না। সেই সময়ের মধ্যেই কেন্দ্রকে অবস্থান স্পষ্ট করে জানাতে বলেছে হাইকোর্ট।

এসএসসি গ্রুপ সি ও ডি'র ভাতা নিয়ে হাইকোর্টে ফের মামলা, স্থগিত রায়দান

সকালের শিরোনাম
কলকাতা

এসএসসির গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের ভাতা নিয়ে ফের মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসেই মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার সওয়াল-জবাবের পর এই মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি সিনহার বেঞ্চে ভাতা সংক্রান্ত অন্য একটি মামলারও শুনানি হয়েছিল দিন কয়েক আগে। সেই মামলায় রায়দান স্থগিত রয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হওয়া নতুন এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে রাজ্য। তাদের বক্তব্য, তভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গে মামলাকারীদের স্বার্থ আদৌ জড়িয়ে রয়েছে? কেন মামলাকারীরা ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করবেন? হাইকোর্টে মামলাকারীদের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিম। তাঁর বক্তব্য, তসুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে ওই কর্মীদের। সেই নির্দেশের অন্য মানে করা হচ্ছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ রয়েছে এমন বিষয়ে আইনসভা বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আইনজীবীর যুক্তি, কর দেন এমন যে কোনও নাগরিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। জনগণের টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে, তা জানার অধিকার রয়েছে। ফলে মামলাকারীদের স্বার্থও জড়িত।দ দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর মামলার রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। এর আগে একটি শুনানিতে ভাতা দেওয়ার বিষয়ে বিচারপতি অমৃতা সিনহা রাজ্যকে প্রশ্ন করেছিলেন, যাঁরা এই টাকা পাবেন, তাঁদের থেকে রাজ্য প্রতিদানে কী পাবে? সুপ্রিম কোর্টে একটার পর একটা রিভিউ পিটিশন হতে থাকবে, আর এরা টাকা পেতে থাকবেন? বেকারদের জন্য কি রাজ্য এই ধরনের কোনও প্রকল্প চালু করেছে বা চালু করার কথা ভাবছে?ক্ষ্ম এরপরই মামলার রায়দান স্থগিত রাখেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। প্রসঙ্গত, এসএসসির ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় ডিসেম্বর পর্যন্ত 'যোগ্য' শিক্ষকদের বেতন দিতে বলেছে দেশের শীর্ষ আদালত। যদিও চাকরিহারা গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা নেই।

কারণ শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি। এই অবস্থায় তাঁদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছিলেন, গ্রুপ সি কর্মীরা মাসিক ২৫ টাকা ও গ্রুপ ডি কর্মীরা মাসিক ২০ হাজার টাকা করে ভাতা পাবেন। গত ১৫ মে ওই ভাতা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। নবান্ন জানিয়েছে, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভলিহুড অ্যান্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টেরিম স্কিম, ২০২৫' প্রকল্পের অধীনে ওই ভাতা দেওয়া হবে। তা কার্যকর করা হবে গত এপ্রিল মাস থেকে। গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আগেও কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল।

ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা মামলা করেছিলেন। মামলাকারীদের দাবি ছিল, রাজ্যের সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ জারি করুক হাইকোর্ট। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অমৃতা সিনহা

প্রশ্ন তুলেছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর কোনও রকম আলোচনা বা স্ক্রুটিনি ছাড়াই কেন তড়িঘড়ি এই ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? সেই মামলারও রায়ও দেননি বিচারপতি সিনহা।

লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে বিধানসভায় তথ্য পেশ রাজ্য সরকারের

২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

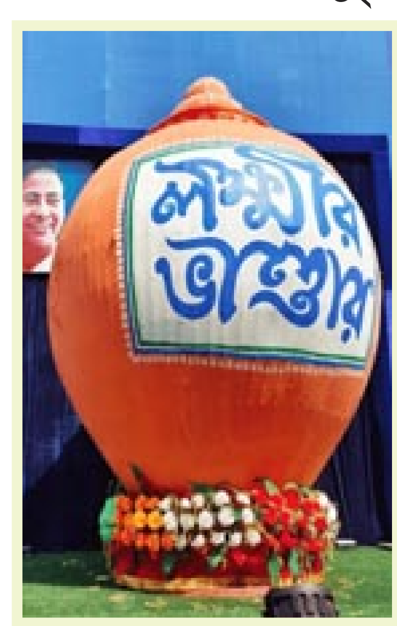

বাংলার ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। শুক্রবার রাজ্য বিধানসভায় রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে এই পরিসংখ্যান পেশ করলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শশী পাঁজা। শুক্রবার প্রশ্নোত্তর পর্বে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পে উপভোক্তার সংখ্যা নিয়ে আলোচনার সময় মন্ত্রী এই পরিসংখ্যান পেশ করেন।

সেখানেই লক্ষ্মীর ভান্ডার কতজন পাচ্ছেন বিষয়টি উঠে আসে। এই প্রকল্পটি চালাতে রাজ্য সরকারের খরচের খতিয়ানও তুলে ধরা হয়েছে। শুক্রবার বিধানসভায় এই প্রকল্প নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যের নারী ও শিশু সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ২০২৪ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৭৫ জন মহিলা লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের আওতায় সুবিধা নিতে পেরেছেন। প্রকল্পটি সফল করতে ৪৮ হাজার ৯৭২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ২৫ বছর বয়সী থেকে ৬০ বছর হওয়ার আগে পর্যন্ত সকল মহিলারাই এই প্রকল্পে আবেদন জানাতে পারেন। ৬০ বছর হয়ে গেলে সরাসরি তা বার্ধক্য ভাতায় স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মন্ত্রী জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৮৩৭ জনকে লক্ষ্মীর ভান্ডার-র পরিবর্তে বার্ধক্য ভাতায় টাকা পাচ্ছেন। একইসঙ্গে মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, ক্ষ্মএর পিছনে কোনও রাজনীতি নেই। এখানে পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি নেই।ক্ষ্ম বাংলার রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রকল্পটি হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মহিলাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের অধীনে মহিলারা যদি পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী একজন মহিলা হন এবং 'স্বাস্থ্য সাথী' স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে নথিভুক্ত হন, তিনি মাসে মাসে সরকারের কাছ থেকে পাবেন ১,০০০ টাকা থেকে ১,২০০ টাকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম চর্চিত এই প্রকল্প নিয়ে শাসক-বিরোধী তরজাও চলতে থাকে সমানে।

সমাজের ভিন্নস্তরের দুই 'রোজগেরে গিন্নীর' কর্মব্যস্ত জীবনের ওঠাপড়ার এক সমৃদ্ধময় কাহিনী 'আপিস'

সকালের শিরোনাম
শুভব্রত মুখোপাধ্যায
কলকাতা

আমাদের রেটিং- ৩/৫

'আপিস' অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে অফিস। চলতি বাংলাতে যাকে আমরা অনেক সময়েই 'আপিস' বলি। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে এই আপিস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রোজকার বেঁচে থাকার যে মূল রসদ অর্থাৎ জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসে এই অফিস থেকে প্রাপ্ত বেতন থেকেই। আধুনিক সমাজে পুরুষদের পাশাপাশি এই আপিসে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছেন নারীরাও।আপিস বলতে তথাকথিত অফিস বাড়িতে কাজের পাশাপাশি বিভিন্ন বাড়ি বাড়ি গিয়ে যারা ঘর গৃহস্থের কাজ সামলান তাদের আপিসের কথাও তুলে ও ধরা হয়েছে। সমাজের বিশেষত বাঙালি সমাজের ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা দুই নারীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্রে করেই তৈরি হয়েছে বাংলা ছবি 'আপিস' ।যা বাংলা ও বাঙালির দুই 'রোজগেরে গিন্নির' দৈনন্দিন লড়াই, জীবনের ওঠাপড়ার এক সমৃদ্ধময় কাহিনী ।ছবিতে দেখানো হয়েছে এই দুই নারীর মধ্যে একজন কর্পোরেট জগতে কর্মরতা।

এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সন্দীপ্তা সেন। তাঁর স্বামীর ভূমিকায় এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে প্রখ্যাত ডাক্তার কিঞ্জল নন্দকে। প্রসঙ্গত আরজিকরে অভয়া খুন এবং ধর্ষনকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য যে প্রতিবাদী আন্দোলন দেখেছিল তার অন্যতম পুরোধা বলা চলে। তিনিও এই ছবিতে কর্পোরেট জগতে কর্মরত। তাঁর স্ত্রী এবং তিনি যৌথভাবে কলকাতাতে তিন কামরার এক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট লোনে কিনলেও ছবিতে তাঁকে তাঁর স্ত্রীর এই ভূমিকাকে জনসমক্ষে কার্যত অস্বীকার করতে দেখা গিয়েছে। অপরজন নারী প্রান্তিক পটভূমির ।সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষদের প্রতিনিধি ।এই ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে প্রথিতযশা অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে ।যিনি প্রথমজন নারীর সন্তানের আয়ার ভূমিকায় নিয়োজিত ।কর্পোরেট নারী যখন 'সুটেড বুটেড' হয়ে তার স্বামীর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাতানুকুলীন ঝাঁ চকচকে অফিসে একের পর এক চ্যালেঞ্জ সামলাচ্ছেন, তখন অন্যদিকে তার বাড়িতে তাঁর অবর্তমানে তার সংসার,ছেলেকে দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন সেই প্রান্তিক নারী। কর্পোরেট নারী যখন লোন নিয়ে তিন কামরার ফ্ল্যাট কেনার থেকে শুরু করে গাড়ির লোনের মাসিক কিস্তি চোকাতে তাঁর স্বামীর পাশে ডাল হয়ে দাঁড়ান ,তখন অন্যদিকে প্রান্তিক নারী নিজের রিক্সা চালিয়ে উপার্জন করা স্বামীর প্রত্যেক দিনের উপার্জন এক এক করে জুড়ে তাদের একটু ভালো করে বাঁচার স্বপ্নকে প্রতিদিন বাঁচিয়ে রেখেছেন ।আর এই দুই বিপরীত সামাজিক অবস্থান সত্ত্বেও, দুই নারী একই রকম সংগ্রামের মুখে ।মুখি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দৈনন্দিন লড়াই এবং সমাজের চোখে তাদের অবস্থানও এই ছবির মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে ।এক মধ্যবিত্ত বাঙালি নারী এবং এক নিম্নবিত্ত বাঙালি নারীর বলা ভালো 'রোজগেরে গিন্নির' দৈনন্দিন জীবনের ওঠাপড়ার এক সমৃদ্ধময় কাহিনী 'আপিস' আপনাকে নাড়া দিতে বাধ্য। বেশ ভিন্ন স্বাদের,ভিন্ন ধারার এক প্রতিদিনের লড়াইকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন পরিচালক অভিজিৎ গুহ এবং সুদেষ্ণা রায়। বিরতির পরে এই ছবিটি আত্মসমীক্ষার মাধ্যমও হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে। যা নাগরিক সমাজের মানবিক মূল্যবোধকেও জাগ্রত করবে।১৩ জুন (২০২৫) 'আপিস' বাণিজ্যিক ভাবে মুক্তি পেয়েছে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। 'ম্যাকনেল ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড'-এর ব্যানারে তৈরি হয়েছে এই ছবিটি। ছবিটির প্রযোজনা করেছেন প্রদীপ চুড়িয়াল। 'আপিস' ছবিতে মুখ্য দুই নারী চরিত্রে রয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী এবং সন্দীপ্তা সেন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তথাগত চৌধুরি, কিঞ্জল নন্দ, সৌম্যদীপ উরাং, মৃণাল হালদার, রঞ্জিৎ চক্রবর্তী, দেবাঞ্জন মিত্র, প্রিয়ংকা ভট্টাচার্য, বিদিশা চক্রবর্তী, অর্পিতা বোস এবং তৃষাণ পাল।'আপিস'র চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন কৌস্তভ মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনার দায়িত্বে সামলেছেন সুজয় দত্ত রায়। ছবিতে ব্যবহৃত গানগুলি লিখেছেন দুর্বা সেন বন্দ্যোপাধ্যায় ।গানের সুর দিয়েছেন রণজয় ভট্টাচার্য। গান গেয়েছেন পেশায় অধ্যাপক এবং প্রথমবার প্লেব্যাক করা ঐন্দ্রিলা মুখোপাধ্যায়। ছবিটির আবহ-সংগীত পরিচালনা করেছেন শুভদীপ গুহ। শিল্প নির্দেশনায় রয়েছেন সুভাষ সাহা। ছবির শিল্পীদের মেক-আপ করেছেন তন্ময় রায়। কস্টিউমের দায়িত্ব সামলেছেন পল্লবী চৌধুরি ।কেশ সজ্জায় রয়েছেন হেমা মুন্সি ।বাণী বসুর লেখা গল্প অবলম্বণে তৈরি হয়েছে এই ছবিটি ।হলে গিয়ে সপরিবারে দেখার মতন একটি ছবি। মাঝেমধ্যে ছবিতে কিছু চলতি বাংলা অপশব্দের ব্যবহার করা হলেও তা খুবই সামান্য।

আধুনিক জীবনে বলা ভালো আধুনিক সমাজে নারীর যে অবস্থান, তাদের যে চোখে দেখা হয়, আর্থিক কিংবা সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বিচার করা হয়, সেই সবকিছু গুরুত্ব পেয়েছে এই ছবির চিত্রনাট্যে। ছবি ঃ সৌজন্য ঋত্বিকা চ্যাটার্জি।

মালদহের আমের এই প্রথম সফর নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

মালদহ জেলায় ৩১ হাজার ৮১২ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে। জেলা উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার জেলায় প্রায় তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়েছে। জেলায় উৎপাদিত আম জেলার বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডেও বিক্রি হচ্ছে। চলতি মরশুমে মালদহের আম এই প্রথম পাড়ি দিল নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে। জেলা উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই দেশে আপাতত প্রায় সাড়ে দশ কুইন্টাল আম রফতানি হয়েছে। মালদহের বিখ্যাত হিমসাগর, ল্যাংড়া ও মল্লিকা আম রফতানি হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় নিউজিল্যান্ডে আরও পাঁচ কুইন্টাল আম চলতি সপ্তাহের শেষে রফতানি হবে। এ ছাড়া এবার ভুটানে ২ টন আম খুব শীঘ্রই রফতানি হচ্ছে। এছাড়া বাহারিন, সৌদি আরব এবং লন্ডনেও আম পাঠানোর জন্য তোড়জোড় চলছে বলে দফতর সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডে হিমসাগর ও ল্যাংড়া মিলিয়ে চার কুইন্টাল আম রফতানি হয়েছে। নিউজিল্যান্ড থেকে ফের দ্বিতীয় দফার বরাত মিলেছে এবং দ্বিতীয় দফায় হিমসাগর, ল্যাংড়া ও লক্ষণভোগ মিলিয়ে ৫ কুইন্টাল আম রফতানি হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবার সেই আম নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে পাড়ি

দেবে। এদিকে সুইডেনে তিন কুইন্টাল হিমসাগর, আড়াই কুইন্টাল ল্যাংড়া এবং এক কুইন্টাল মল্লিকা আম ইতিমধ্যে রফতানি হয়েছে। ভুটানেও দুই টন আম রফতানি হতে চলেছে। সেখানে হিমসাগর, ল্যাংড়া, লক্ষণ ভোগ মল্লিকা এবং রাখাল ভোগ-এই পাঁচ প্রজাতির আম রফতানি হবে। জুন মাসের মাঝামাঝি ভুটানে আম রফতানি হবে বলে খবর। মালদহ জেলা উদ্যানপালন আধিকারিক সামন্ত লায়েক বলেন, পরিমাণে কম হলেও এই প্রথম মালদহের আম নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে পাড়ি দিল। ভুটানেও দুই টন আম রফতানি হবে। সৌদি আরব, বাহারিন এবং লন্ডনে আম রফতানির জন্য কথাবার্তা চলছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই দেশগুলোতেও এবার পরিমাণে কম হলেও মালদহের আমার রফতানি হবে। এবার যদি ভাল বাজার হয়, তবে আগামী বছর বেশি পরিমাণে আম রফতানির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হবে।

মালদহ ম্যাঙ্গো মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলেন, এই প্রথম মালদহের আম নিউজিল্যান্ড ও সুইডেনে রফতানি হল। আর কয়েক বছর ধরে মালদার আম বিদেশে বাজারে রপ্তানি হচ্ছে। আরও বিভিন্ন দেশের রপ্তানির জন্য চেষ্টা চলছে।

উন্নত প্রজাতির বাদাম বীজ তৈরির গবেষণা খড়িবাড়িতে, যৌথ উদ্যোগ ভাবা ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিদ্যালয়ের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খড়িবাড়ি

উত্তরবঙ্গে বাদাম চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাইছে ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের মুম্বাই শাখা ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা ইতিমধ্যেই যৌথভাবে কম সময়ে উন্নত প্রজাতির অধিক ফলনশীল বাদাম বীজ তৈরির গবেষণা শুরু করেছে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি গবেষণা কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কৃষকদের স্বার্থে কম সময়ের উন্নত প্রজাতির ও অধিক ফলনশীল বাদাম বীজ তৈরির গবেষণা শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খড়িবাড়ি গবেষণা কেন্দ্র মোট সাত বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বাদাম চাষ করেছে। সেখানে মুম্বাইয়ের ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র থেকে

আনা হয়েছে বাদামের বিভিন্ন জার্মপ্লাজম। বিজ্ঞানীরা বাদাম গাছগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। এদিন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ অধ্যাপক অশোক চৌধুরী, ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের একটি দল বাদাম চাষের খামার পরিদর্শন করেন। এই চাষের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। পরিদর্শনের পর উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ অধ্যাপক অশোক চৌধুরী বলেন, বাদামের কোন জার্মপ্লাজম উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার অনুকূল, কোনটি অধিক ফলনশীল, তেল উৎপাদনের পরিমান বেশি কিংবা কোন ভ্যারাটির ফসল দ্রুত উৎপন্ন হবে তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এদিন বাদাম বীজ তৈরির অগ্রগতি ও গবেষণার পর্যায় খতিয়ে দেখতে খড়িবাড়ি আসেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর অফ রিসার্চ অধ্যাপক অশোক চৌধুরী, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ড. সৈকত দাস, ড. শুভ্রজ্যোতি সেন, ড. ওয়াসিম রেজা এবং ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র বিজ্ঞানীরা।

তৃণমূলের মহামিছিল

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদহ

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও গঙ্গা ভাঙ্গন কে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার ইংলিশবাজার শহরে মহা মিছিল করল তৃণমূল। বেলা তিনটা নাগাদ মালদহ কলেজের মাঠ থেকে ওই মিছিল শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে তা শেষ হয়ে ফোয়ারা মোড়ে। সেখানে মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তৃণমূলের ও জেলা নেতৃত্ব। সেখানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম ভক্তি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, পৌর প্রধান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, রাজ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, আমরা বিধানসভায় একটা পাগলকে দেখতে পাচ্ছি। বিজেপির বিরোধী দলনেতা পাগলের প্রলাপ বকছেন। তিনি যেভাবে সাম্প্রদায়িক কথা বলছেন, জাত পাতের কথা বলছেন, সাম্প্রদায় বিদ্বেয়ে ভরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করছেন, তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। বিজেপির দক্ষিণ মালদহ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূলের জেলা সভাপতি বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে তিনি শুভেন্দু কে ভয় পাচ্ছেন। তিনি কেন গোটা তৃণমূল দলটাই এখন শুভেন্দু অধিকারী কে ভয় পাচ্ছে। সেজন্য শুভেন্দু বাবুকে নিয়ে উল্টোপাল্টা মন্তব্য করছেন। এদিন বক্তব্য রাখ

তে গিয়ে শেষ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মালদহ জেলার অন্যতম সমস্যা গঙ্গা ভাঙ্গন, অথচ গঙ্গা জাতীয় নদী হওয়া সত্যেও কেন্দ্রীয় সরকার ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে এক টাকাও বরাদ্দ করছে না। রাজ্য সরকার তার সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও ভাঙ্গন প্রতিরোধে যতটুকুটা কাজ করছে। ভাঙ্গন পিরিতদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করেছে।

মালদহের বিজেপি এক সংসদ রয়েছে, কিন্তু তিনি গঙ্গা ভাঙনের সংসদে কোন কথাই বলেন না। এই নিয়ে সাংসদ খোকেন মুর্মু বলেন, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন কথা বলা হচ্ছে।

জাতপাত ভুলে রক্তদান মুসলিম কন্যার, মুসকানের রক্তে প্রাণ বাঁচল ফনির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
সামসী

রক্ত মানে না জাতপাত। প্রাণ বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজন পড়লে মানুষ তখন ভুলে যায় কে কোন জাতের। অথচ ধর্মের লড়াই বিশ্বজুড়ে। এরমাঝেই এক হিন্দু রোগীকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন এক এক মুসলিম ছাত্রী। সেই সঙ্গে তিনি দিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা। মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। কাজী নজরুল ইসলামের এই কবিতাটির স্বার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠে সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা। এর মাঝেই রক্তদানের মধ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির গড়লেন এক কলেজ ছাত্রী মুসকান পারভিন। জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অধীন ইসলামপুরের বাসিন্দা ৫৮ বছর বয়সী ফনি সাহা আক্রান্ত থ্যালাসেমিয়া রোগে। চিকিৎসার জন্য তিনি বর্তমানে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর এবি নেগেটিভ এক ইউনিট রক্তের প্রয়োজন পড়ে। তাঁকে রক্ত দিতে এগিয়ে আসেন মুসকান। তিনি থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে এক ইউনিট রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচান। হরিশ্চন্দ্রপুরের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা মুসকান পারভিন চাঁচল কলেজের ছাত্রী। জাতি বা ধর্মের কথা না ভেবে রক্তদানে এগিয়ে আসায় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছেন মেয়েটি। তিনি বলেন, 'রক্তদান একটি মহৎকর্ম। এমন কাজে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের বিভেদ আনা অন্যায়।

প্রাণ বাঁচাতে প্রয়োজন রক্তের, জাতপাতের নয়। আমি কোনও হিন্দু ব্যক্তির প্রাণ বাঁচাইনি, প্রাণ বাঁচিয়েছি এক মুমূর্ষ রোগীর। সকলেরই উচিত জাতপাত না ভেবে এগিয়ে আসা রক্তদানে।' বাবার নাম বদলে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস!

১১ বছর পর পুলিশের জালে বাংলাদেশি যুবক

অবৈধ উপায় ভারতে এসে বসবাস

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হলদিবাড়ি

কিশোর বয়সে অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে পিতৃ পরিচয় পাল্টে দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলেন বাংলাদেশের নাগরিক রূপকচন্দ্র সেন(২৬)। পাতানো বাবার পরিচয়ে অবৈধভাবে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে বহাল তবিয়তে চলছিল কর্মজীবন। কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। বুধবার রাতে হলদিবাড়ি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় সেই বাংলাদেশি যুবক। ঠাঁই হয় হলদিবাড়ি থানায়। তাকে মদত দেওয়ার অভিযোগে পাতানো বাবা উমেশচন্দ্র সেনকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজত করেন রূপক। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনি ভোট দান করেন বলেও অভিযোগ। পেশায় কাঠমিস্ত্রি এই যুবক আর ফিরে যাননি বাংলাদেশে। ভেবেছিলেন তিনি ভারতের নাগরিক হয়েই থেকে যাবেন এদেশে। এদিকে পাতানো বাবা উমেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে আবাস যোজনার ঘরের কাজ শুরু হয়েছে। সেই ঘরের কাঠের কাজ করতে বুধবার সকালে শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফিরে আসে রূপক। তারপরেই পুলিশের খপ্পরে পড়ে সে। বুধবার গভীর রাতে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের সীমান্ত এলাকায়। কিভাবে একজন বাংলাদেশি নাগরিকের ভারতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্র আধার কার্ড ও ভোটের কার্ড তৈরি করা হলো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সে বিষয়ে তদন্তের দাবি উঠেছে। জাল নথি তৈরির ক্ষেত্রে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও

মঞ্জুর করেন। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে অবৈধ উপায়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আসে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বকুয়া এলাকার বাসিন্দা রূপকচন্দ্র সেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে এসে দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মাদ্রাসা মোড় এলাকার বাসিন্দা সম্পর্কে মেসো উমেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে উঠে। এরপর অবৈধ উপায়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড তৈরি উঠেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, আদপে উমেশচন্দ্র সেনের এক ছেলে ও এক মেয়ে। অথচ ভোটার তালিকা অনুযায়ী তার দুই ছেলে উমাপদ ও রূপক। তারপরেও বিষয়টি কি করে স্থানীয় নেতৃত্বের নজর এড়িয়ে গেল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উমেশচন্দ্র সেনের দাবি, রূপক তাকে বাবা বলে ডাক দিয়েছে। সে তার পালিত পুত্র। সেই হিসেবেই তার পরিচয়ে বড় হয়েছে রূপক। অন্য কোনও বিষয় নেই। আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, বিচারক ৫ দিনের পুলিশি হেপাজত মঞ্জুর করেন।

জমি-বাড়ি লিখে দিতে আপত্তি, জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধ দুই ছেলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

জমি ছেলেদের নামে লিখে দিতে মা আপত্তি করেছিলেন। অভিযোগ, সেই আপত্তির কারণে মা'কে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন দুই ছেলে এবং তাঁদের স্ত্রীরা। এমনকি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে জীবিত মায়ের শ্রাদ্ধশান্তিও করেছেন দুই ছেলে। এমনটাই অভিযোগ মায়ের। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি এসডিও আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে এমনই আক্ষেপের কথা জানান শিবমন্দির সংলগ্ন কদমতলা ইন্দিরাপল্লির বাসিন্দা বছর ৬৪-র হীরণ রায়। ইতিমধ্যে মহিলা তাঁর ছেলেদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। বাড়িতে ঢুকতে না পেরে মহিলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে দাবি তাঁর। প্রবীণ নাগরিক হয়ে বিচার চেয়ে তিনি এসডিও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও মায়ের তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে বলে দাবি করেছেন ছেলেরা। ওই বৃদ্ধা বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে স্ব-ইচ্ছায় বেরিয়ে গিয়েছে বলেও ছেলেদের দাবি। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি হীরণ রায়ের স্বামী ভবেশ রায় স্ত্রীর নামে ছয় কাঠা জমি সহ বাড়িটি লিখে দেন। অভিযোগ, এরপর থেকে সেই জমিটি নিজের নামে করতে চেয়ে ছেলেরা হীরণের উপর চাপ দিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে মহিলার ওপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয় বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে বিষয়টি নিয়ে তিনি ২৫ ফেব্রুয়ারি মাটিগাড়া থানাতে ছেলে ও তাঁদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। হীরণের কথায়, 'ছেলেরা বাড়িঘর বিক্রি করে দিতে চায়। আমি তা হতে দিতে চাই না। আমায় রড দিয়ে মেরেছে। মুখ চেপে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত না পেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।' মহিলার আরও অভিযোগ, 'জীবিত থাকা অবস্থায় বড় ও মেজো ছেলে আমার নামে শ্রাদ্ধ করেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছি। মানুষ যা খেতে দিচ্ছে তাই খাচ্ছি। বাড়িতে ফিরে শান্তিতে থাকতে চাই।' অন্যদিকে, এদিন হীরণের স্বামী ভবেশ রায়কে নিয়ে তাঁর ছেলে ও তাঁদের স্ত্রীরা এদিন আদালতে আসেন। সেখানে ভবেশ বলেন, 'স্ত্রী যা বলছে তা পুরোপুরি ঠিক না।'

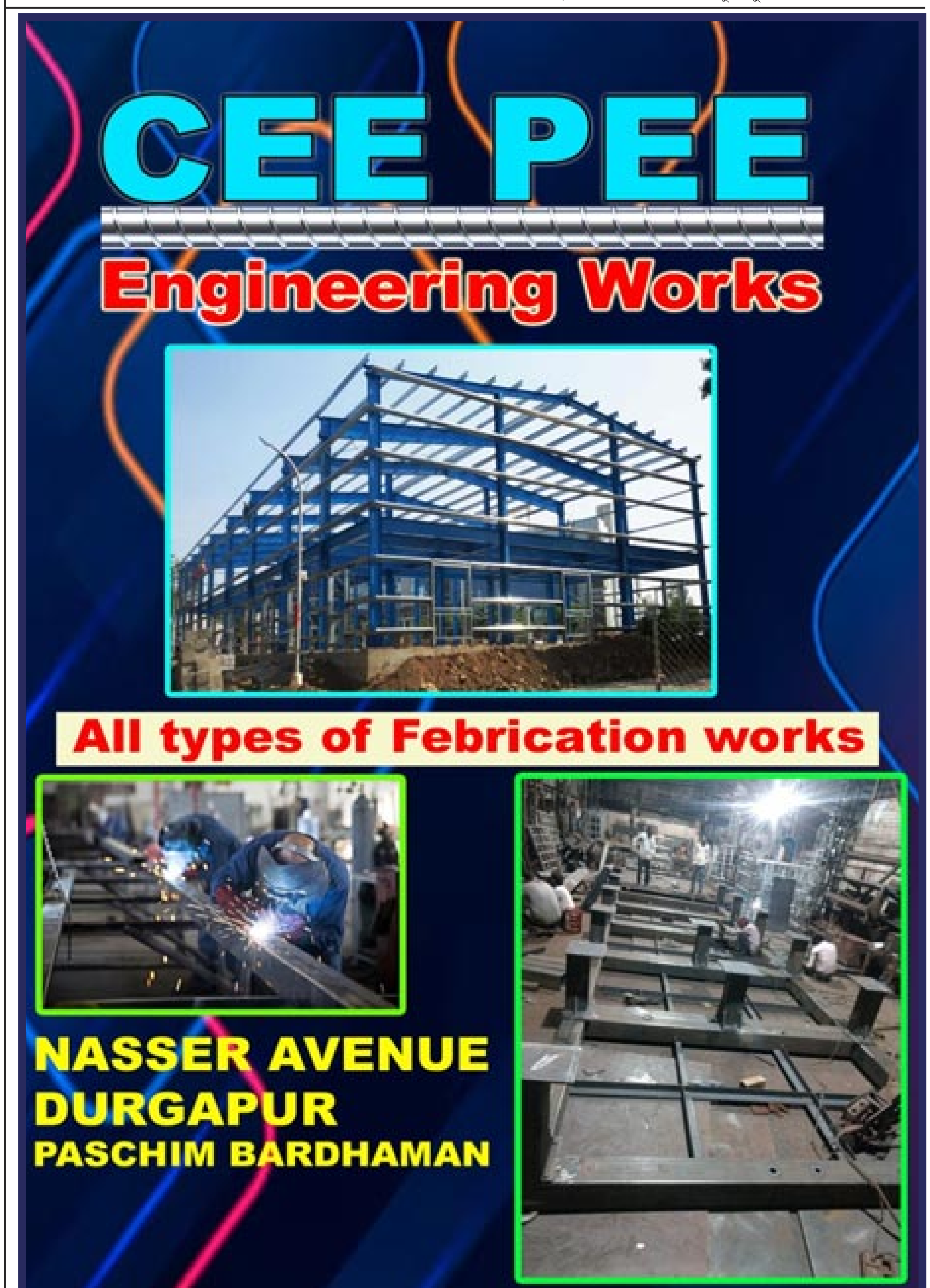

ফসলবিমা যোজনার আওতায় ক্ষুদ্র চা চাষিরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নাগরাকাটা

বাগিচা ক্ষেত্রকে আবহাওয়াভিত্তিক ফসলবিমা যোজনার আওতায় আনার কথা ঘোষণা করল কৃষিমন্ত্রক।

এর ফলে গোটা দেশের আড়াই লক্ষ সহ উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি উপকৃত হবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহল জানিয়েছে। চলতি বছরের খরিফ মরশুম থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে।

ইতিমধ্যে কৃষিমন্ত্রকের তরফে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের মোট ১৩টি রাজ্যকে চিঠি দিয়ে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাগিচা ফসলের পাশাপাশি নারকেল এবং পামকেও এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ওই প্রকল্পটির পোশাকি নাম রিস্ট্রাকচার্ড ওয়েদার বেসড ক্রপ ইনসুরেন্স স্কিম (আরডব্লিউবিসিআইএস)। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল।

এবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা ও কিষান ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা দেওয়া শুধু বাকি। আশা করছি কেন্দ্রীয় সরকার এটাও সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে।'

তুফানগঞ্জ পুর এলাকার কোনও স্কুলে নেই ডাইনিং হল!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
তুফানগঞ্জ

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, বারান্দা কিংবা মাঠই ভরসা! এমনই পরিস্থিতি তুফানগঞ্জ পুরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। মিড-ডে মিল খাওয়ার ডাইনিং হল না থাকায় সব ঋতুতে খুদেরা খাবার খায় স্কুলের বারান্দা কিংবা মাঠে বসে। কয়েকটি স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, একাধিকবার আবেদন করেও মেলেনি ডাইনিং হল। আবার কয়েকটি স্কুলে ডাইনিং হল করার মতো জায়গাই নেই। প্রশ্ন উঠছে, এর দায় কি পড়ুয়াদের? খুদেদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরাও। তুফানগঞ্জ পুরসভা এলাকায় ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু একটিতেও মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য ডাইনিং হল নেই। কোনও স্কুলে বারান্দায় লাইন করে বসে খুদেরা মিড-ডে মিল খায়। কোনও স্কুলে আবার অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষে। শ্রেণিকক্ষ, বারান্দা ভর্তি হয়ে গেলে মাঠে খোলা আকাশের নীচে বসে। হরিরধাম বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২১৫। স্কুলে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই। ডাইনিং হলের জন্য বারবার আবেদন করেও মেলেনি ডাইনিং হল। তাই বাধ্য হয়ে বারান্দায় মিড-ডে মিল খেতে দেওয়া হয়। বারান্দায় জায়গার অভাব হলে প্রাক প্রাথমিকের পড়ুয়াদের ছুটি হলে তাদের শ্রেণিকক্ষে খেতে বসে 'দাদা-দিদি'রা। স্কুলের টিআইসি নিতু পাল বললেন, 'ডাইনিং হলের জন্য অনেকবার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু আজও ডাইনিং হল পেলাম না। সেজন্য বারান্দায় বসেই মিড-ডে মিল খায় বাচ্চারা।' তাঁর সংযোজন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কোনওদিন বেশি হলে দু'বার-তিনবার করে খেতে দেওয়া হয়। এতে তো সময় নষ্ট হয়।' ঝড়-বৃষ্টির দিনে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। বারান্দায় খেতে বসার পর হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া দিতে শুরু করলে ধুলোবালি উড়ে এসে খাবারে পড়ে। সেই খাবার খেয়ে পেটের সমস্যা হতে পারে। আর কোনওদিন বৃষ্টি হলে হাতে থালা তুলে দাঁড়িয়ে খেতে হয়। মাঠে খাওয়ার সময় গবাদিপশুদেরও ঘুরতে দেখা যায়। একই সমস্যা বাপুজি বিদ্যাপীঠ বিশেষ পর্যায় প্রাথমিক বিদ্যালয়েরও। ওই স্কুলে বর্তমানে ১৭৬ জন পড়ুয়া রয়েছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কল্পনা সাহা বললেন, 'বারান্দায় বসে গাদাগাদি করে মিড-ডে মিল খেতে সমস্যা হলে কেউ কেউ মাঠে, ঘরের ভেতরে গিয়ে খায়। শিশুদের স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়ার পাশাপাশি বসে খাওয়ার জন্য স্বাস্থ্যকর জায়গারও প্রয়োজন রয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।' অভিভাবক সবিতা সরকার, লক্ষ্মী বর্মনেরও একই দাবি। অন্যদিকে, ডাইনিং হল তৈরি করার মতো জায়গাই নেই, জানালেন তুফানগঞ্জ নিউটাউন আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অপূর্বকুমার সেন। ফলে সেখানেও পড়ুয়াদের মিড-ডে মিল খেতে হয় বারান্দায় কিংবা মাঠে। তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান (ডিপিএসসি) রজত বর্মা বললেন, 'স্কুলগুলিতে ডাইনিং হল তৈরির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

ড্রপআউট বন্ধে ফর্ম্যাটের ব্যবহার কোচবিহারে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

ড্রপআউট বন্ধ করার লক্ষ্যে এবার জোর উদ্যোগ নিল শিক্ষা দপ্তর। জেলার স্কুলগুলিকে এবার অনলাইন ফর্ম্যাট দেওয়া হচ্ছে। স্কুলের কোনও স্টুডেন্ট বেশ কিছুদিন স্কুলে না এলে কেন স্কুলে আসছে না, কী সমস্যা- এই সমস্ত কিছু ফর্ম্যাটের নির্দিষ্ট ঘরে পূরণ করে স্কুলকে বাংলা শিক্ষা পোর্টালে আপলোড করতে হবে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে ড্রপআউট বন্ধ করার লক্ষ্যে কোচবিহার জেলায় এ ধরনের ফর্ম্যাটের ব্যবহার এই প্রথম। বুধবার এই বিষয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার (ডিইও) মহাদেব শৈব। এছাড়াও বৈঠকে আধার কার্ড আপলোড, অডিট ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে কোচবিহার জেলায় ১৮৫৩টি প্রাথমিক, ৩০০টির মতো সক্রিয় উচ্চপ্রাথমিক, ৪১টি মাধ্যমিক ও ২০৯টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। সরকারি ও সরকার পোষিত এই স্কুলগুলিতে সবমিলিয়ে পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তবে দেখা যায় এদের মধ্যে কিছু পড়ুয়া ধীরে ধীরে স্কুলে আসা বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ যাকে বলা হয় ড্রপআউট। কোচবিহার জেলাতেও প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে এ ধরনের বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তবে গতবার সমীক্ষা না হওয়ায় ড্রপআউটের সংখ্যাটা জেলায় এই মুহূর্তে ঠিক কত তা সঠিক জানা নেই জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের। সবমিলিয়ে জেলায় এই ড্রপআউট নিয়ে যথেষ্টই চিন্তিত শিক্ষা দপ্তর। তারা চাইছে জেলায় এই ড্রপআউটকে যতটা সম্ভব কমিয়ে নিয়ে আসতে। বুধবার এই নিয়ে ডিইও মহাদেব শৈব জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন। তাতে অতিরিক্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (এডিআই) লক্ষ্মণা গোলে ছাড়াও মহকুমার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে বৈঠকে জেলায় ড্রপআউট বন্ধে বা কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর থেকে পাঠানো অনলাইন ফর্ম্যাট স্কুলগুলিতে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ড্রপআউট সংক্রান্ত এই ফর্ম্যাটে ৭টি ঘর রয়েছে। তার মধ্যে পড়ুয়ার নাম, ক্লাস এনরোলড ইন, গত মাসে কতদিন অনুপস্থিত ছিল, চিহ্নিত পড়ুয়া ঝুঁকিপূর্ণ কি না, কবে থেকে সেটা চিহ্নিত করা হয়েছে, পড়ুয়া আবার কবে স্কুলে ফিরে এসেছে, যদি সেই পড়ুয়াকে আর স্কুলে ফিরিয়ে আনা না যায় তাহলে তার পেছনে কী কারণ রয়েছে- ফর্ম্যাটের ঘরগুলিতে এইসব জানতে চাওয়া হয়েছে। বাংলা শিক্ষা পোর্টালে স্কুলগুলিকে সেইসব তথ্য জানাতে হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এরজন্য প্রথমে স্কুলে না আসা পড়ুয়াদের চিহ্নিত করে তাদের বন্ধুবান্ধব সহ বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ নেবে। প্রয়োজনে শেষে শিক্ষককে তার বাড়িতে যেতে হবে। গোটা বিষয়টি নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাদেব শৈব বলেন, 'ড্রপআউট বন্ধ করা তথা কমানোর লক্ষ্যে এ ধরনের ফর্ম্যাটের ব্যবহার জেলায় এই প্রথম।

দিদিমণিদের নিয়মিত 'লেট'-এ বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা নিয়মিত দেরি করে স্কুলে আসেন। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাইশগুড়ি এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মাথাভাঙ্গা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিকারা নিয়মিত দেরি করে স্কুলে আসেন। সেই অভিযোগকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব বাইশগুড়ি এলাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন গ্রামবাসীরা। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা বেজে গেলেও প্রধান শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষিকারা কেউই স্কুলে উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ। স্কুলের দরজা বন্ধ দেখে ঈশিতা দাস, রিয়া দাস, শ্রেজা দাস, সংকেত দাসের মতো আরও পড়ুয়া গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হয়। বিষয়টি পড়ুয়াদের অভিভাবকদের নজরে আসে। দ্রুত তাঁরা স্কুলে জমায়েত করতে শুরু করেন। খবর পেয়ে গ্রামের অন্য বাসিন্দারাও সেখানে উপস্থিত হন। তারপর ১১টা ৩৫ মিনিট নাগাদ প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে পৌঁছোতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পৌঁছোতেই পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুন্তী বর্মন, উপপ্রধান কল্যাণী রায় সহ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা দ্রুত স্কুলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। পরে মাথাভাঙ্গা-১ চক্র সম্পদ কেন্দ্রের এডুকেশন সুপারভাইজার ধ্রুবজ্যোতি রায় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। দীর্ঘ আলোচনার পর প্রধান শিক্ষিকাকে লিখিতভাবে জানাতে বাধ্য করা হয় যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না। বিদ্যালয় পরিদর্শক মুনমুন রায় বলেন, 'আমি বিষয়টি শুনেছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।' মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের বিডিও শুভ্রজিৎ মণ্ডল জানান, শিক্ষা পর্ষদের নিয়ম অনুসারে সঠিক সময়ে স্কুল খোলা এবং বন্ধ করা উচিত। আজকের ঘটনার খবর এসেছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা বিভাগ স্কুলটির শৃঙ্খলা ফেরাতে সক্রিয় হয়েছে। গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, প্রাথমিক শিক্ষায় নিময়শৃঙ্খলার এই চিত্র দেখলে আগামী প্রজন্ম কী বার্তা পাবে? শিক্ষিকাদের আচরণে স্কুলের পরিবেশ এবং শিশুদের মনোবল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে স্কুলটির পড়ুয়ার সংখ্যা কমছে বলেও অভিযোগ ওঠে। এক স্থানীয় বাসিন্দা বাবাই দাস বলেন, 'দিদিমণিরা কখন স্কুলে আসেন আর কখন চলে যান তার ঠিক ঠিকানা নেই।' বিক্ষোভকারীদের মধ্যে রিঙ্কি কর, বিদ্যুৎ দাসদেরও একই মত। রিঙ্কি বলেন, 'শিক্ষিকারা নিয়মিত স্কুলে আসেন না। স্কুলের রেজিস্টারে ৪৩ জন পড়ুয়া থাকলেও গড়ে ২০ জনের বেশি পড়ুয়া স্কুলে উপস্থিত হয় না। শিক্ষিকাদের মধ্যে পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করার কোনও উদ্যোগ নেই। পাশাপাশি স্কুলের মিড-ডে মিলে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়াদাওয়াও ঠিকঠাক হয় না।'

এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, একাধিকবার এবিষয়ে অভিযোগ জানানো হলেও শিক্ষিকারা কর্ণপাত করেননি। অবিলম্বে তাঁদের স্কুল থেকে অন্যত্র বদলির দাবিও করা হয়। যদিও প্রধান শিক্ষিকা গীতা প্রামাণিক নিয়মিত স্কুলে দেরি করে আসার অভিযোগ অস্বীকার করেন। এদিনের জন্য তাঁর সাফাই, 'প্রচণ্ড গরমে আমার শরীর ভালো না থাকায় ভেবেছিলাম স্কুলে আসব না। কিন্তু স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা রুবি মণ্ডল আমাকে ফোন করে জানান, তিনি শরীর খারাপের জন্য ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছেন। তখন আমি তড়িঘড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে আসি। ১১টা ২৫ মিনিটে স্কুলে পৌঁছে দেখি গ্রামবাসীরা স্কুলে দাঁড়িয়ে আছে।'

ডাইনি অপবাদে দম্পতিকে মার, খাওয়ানো হল মল!

জঘন্য ঘটনার সাক্ষী থাকল বাসুরিয়া গ্রাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
গঙ্গারামপুর

মধ্যযুগীয় বর্বরতার চিত্র ধরা পড়ল গঙ্গারামপুরে। ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক দম্পতি সহ তার পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক মারধোর করলেন গ্রামবাসীদের একাংশ। এমনকি জলে মল-মূত্র গুলিয়ে খাওয়ানোর মত চরম অমানবিক কাজও করা হল তাদের সঙ্গে। গোটা ঘটনায় স্বতঞ্জ প্রণোদিতভাবে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি গ্রেফতা করা হয়েছে ৬ জনকে। গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভাদ্রা এলাকায় আক্রান্ত দম্পতি ও তার ছেলে বৌমা নিয়ে তাদের পরিবার। গত এক বছর আগে এই পরিবারের পঞ্চাশোর্ধ গৃহবধূ ও তার স্বামীকে ডাইনি বলে অপবাদ দেন গ্রামবাসীদের একাংশ। সম্প্রতি গ্রামে অসুস্থতাজনিত কারনে পরপর তিনজনের ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এরপর ওই দম্পতিকে পুনরায় ডাইনি বলে ঘোষণা করেন গ্রামবাসীদের একাংশ। গত বৃহস্পতিবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গ্রামবাসীদের একাংশ আক্রান্ত দম্পতিদের বাড়িতে আসেন। ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাদের বেঁধে রেখে ব্যাপক মারধর করা হয়। এমনকি গৃহবধূকে মারতে মারতে স্থানীয় মন্দিরে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। আক্রান্তদের উদ্ধার করতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশকে বাধা সহ হেনস্থা করা হয়।

এরপর পুনরায় গঙ্গারামপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থালে পৌঁছায়। অবশেষে স্থানীয় বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানদের সহযোগিতায় আক্রান্তদের উদ্ধার করা হয় এবং তিনজন আক্রান্তকে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে আশঙ্কাজনভাবে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আক্রান্ত গৃহবধূ। এবিষয়ে আক্রান্ত গৃহবধূর ছেলে ও খোদ আক্রান্ত জানান, 'গত এক বছর ধরে আমার মা এবং বাবাকে ডাইনি হিসেবে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার শ্মশানকালী পুজো ছিল। সেখানে আমাদের যেতে বলেছিল ।আমরা বিপদ হতে পারে ভেবে যাইনি। এরপর রাতেরবেলা গ্রামবাসীদের একাংশ বাড়িতে এসে আমাদের ব্যাপক মারধর করে। পুলিশি সহায়তায় আমাদের প্রাণ বেঁচেছে। আমরা এই নারকীয় ঘটনার বিচার চাই।' এই ঘটনায় প্রেক্ষিতে স্বতঞ্জ প্রণোদিত মামলার রুজু করে ৬ জন গ্রামবাসীকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। এদিন তাদের গঙ্গারামপুর আদালতের পেশ করা হয়। এ বিষয়ে মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'এটা অত্যন্ত নোংরা ঘটনা। এই ধরনের জঘন্য ঘটনার ক্ষেত্রে কাউকে বিন্দুমাত্র রেয়াত করা হবে না। কঠোর হাতে এসবের মোকাবিলা করা হবে।' এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের গঙ্গারামপুর বিজ্ঞান কেন্দ্রর সম্পাদক ড. অমিত ঘোষ জানান, 'সম্প্রতি এই ধরনের ঘটনা পতিরাম ও বালুরঘাটে ঘটেছে। মূলত যে সমস্ত পরিবার বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেন বা একা বাস করেন, তাদেরকে লক্ষ্য করে এবং তাদের সম্পত্তি হাতানোর জন্য এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়। আবার অনেক সময় কোনও পরিবারের সদস্যদের মানসিক সমস্যা থাকলে সেটাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো হয় ।কুসংস্কারের জন্য একঘরে করে দেওয়া হয়। যেসব পরিবারের উপরে এসব ঘটানো হয়, তারা মানসিক বিপর্যয়ের শিকার হন। এনিয়ে জনসচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা আগামী দিনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জনসচেতন বৃদ্ধি করতে কাজ করব।'

পুরসভার কর্মী ইউনিয়ন রবির হাতছাড়া হতে চলেছে?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

সম্প্রতি ট্রেড লাইসেন্স ফি, মিউটেশন ফি সহ বিভিন্ন কর বাড়ানো নিয়ে কোচবিহার পুরসভায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এমনকি সেই বিতর্কের ঢেউ পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রীর কানেও। তবে পুরসভার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ উঠলেও পুরসভার কর্মীরা বা পুরকর্মী ইউনিয়ন কিন্তু সবসময় পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের পাশেই ছিলেন। এবার কি পুরসভার সেই কর্মী ইউনিয়নও রবি ঘোষের হাতছাড়া হতে চলেছে। আগামী ২২ জুন হতে চলা কোচবিহার মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভা নিয়ে তেমনই গুঞ্জন ছড়িয়েছে।

কোচবিহার পুরসভার বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের (হিপ্পি) সঙ্গে চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে। পুরসভা ব্যবসায়ীদের কাছে কনজারভেন্সির চার্জ বাবদ নতুন যে করের তালিকা পাঠিয়েছিল, হিপ্পি গোষ্ঠীর চাপে চেয়ারম্যান কার্যত বাড়তি কর চাপানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন। বৃহস্পতিবার পুরসভায় ঢুকতে গিয়েই বড় ব্যানার চোখে পড়ে। তাতে ২২ জুন উৎসব অডিটোরিয়ামে মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সভার উল্লেখ রয়েছে। ওই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে অভিজিৎ দে ভৌমিকের (হিপ্পি) নাম রয়েছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫ মাসেও আসেনি আইসিএআর-এর অনুমোদন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কোচবিহার

১৫ মাস পার হয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আইসিএআর)-এর অনুমোদন পেল না। ফলে আইসিএআরের ফান্ডও পায়নি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এতদিন পার হওয়ায় পরও কেন উত্তরের এই বিশ্ববিদ্যালয় আইসিএআরের অনুমতি পাচ্ছে না বলে প্রশ্ন উঠেছে। এপ্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবব্রত বসু বলেন, 'প্রায় সাত মাস আগে আমাদের কাগজপত্র জমা করা হয়েছে। কিন্তু ওদের কিছু গাফিলতির কারণে, ওদের টিম এখনও ভিজিট করতে আসেনি।' যদিও বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২৮ তারিখ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিএআর,এর মেয়াদ শেষ হয়। দেবব্রত বসু উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিএআরের কাজ শুরু করেন। সেসময় আইসিএআরের কাছে সমস্ত তথ্য পাঠানোর পাশাপাশি নির্ধারিত টাকাও কর্তৃপক্ষ জমা দিয়েছিল। এরপর অবশ্য এক বছর পেরিয়ে গিয়েছে। এরফলে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎ পালের কথায়, 'খুব শীঘ্রই অনুমোদনের জন্য আইসিএআর দল গঠন করবে এবং পরিদর্শনে আসবে বলে আমরা জেনেছি।'পাঁচ বছর পর পর আইসিএআর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে, তাদের ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে শুরু করে আইসিএআরের পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রেও নানান সমস্যা হয়। এদিকে, এক বছর ধরে এই অনুমোদন না পাওয়ায় ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট ফান্ড একেবারেই পায়নি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে পরিকাঠামোগত নানান সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি আইসিএআর অনুমোদিত চাকরির পরীক্ষাগুলিতে পড়ুয়াদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন পড়ুয়াদের অধিকাংশ। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে পুণ্ডিবাড়িতে অবস্থিত। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের মাঝিয়ানেও এই বিশ্ববিদ্যায়ের একটি ক্যাম্পাস রয়েছে। এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্যানপালন, কৃষিবিদ্যা, কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন বিষয় মিলিয়ে আনুমানিক এক হাজার পড়ুয়া পড়াশোনা করেন। ফান্ড না এলে সমস্যায় পড়বেন বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে।

বিমান দুর্ঘটনায় জীবিত যাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মোদীর !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ছোট শরীরটা পুড়ে কঙ্কাল হয়ে গিয়েছে। কয়লার মতো হাড় ছাড়া কিচ্ছু নেই! গুজরাতের অহমদাবাদের সিভিল হাসপাতালে বাইরে বসে আর্তনাদ করছেন সুরেশভাই পাটনি। বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১৫ বছরের পুত্র আকাশের দেহ শনাক্ত করতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু শ'য়ে শ'য়ে স্বজনহারা সেটুকুও পারেননি। দুর্ঘটনায় নিহতদের দেহ এতটাই পুড়ে গিয়েছে যে, শনাক্ত করতে পারছেন না প্রিয়জনেরাও। সরকারি সূত্র বলছে, শুক্রবার মাত্র আটটি দেহ শনাক্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাকি দেহ শনাক্তকরণের জন্য নিহতদের আত্মীয়ের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। গুজরাত সরকার জানিয়েছে, শুক্রবার ২১৯ জনের ডিএনএ এবং রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে নিহতদের ডিএনএ।

মিললে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে দেহ।এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বৃহস্পতিবার দুপুরে অহমদাবাদের মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গিলে খায় আগুন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পরে শুক্রবার জানান, ওই বিমানে ছিল ১.২৫ লক্ষ লিটার জ্বালানি। সেই জ্বালানি জ্বলার ফলে তাপমাত্রা ছিল অত্যধিক। ফলে বিমানের সওয়ার আরোহীদের বাঁচানোর সুযোগ পাওয়া যায়নি।

ঝলসে গিয়েছে যাত্রীদের লাশ। উদ্ধারকারীদের একাংশ বলছেন, সে কারণে দেহ শনাক্তকরণ কঠিন হয়ে পড়েছে। শেষ ভরসা এখন ডিএনএ পরীক্ষা।মেঘানিনগরে বিজে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলের কাছেই ছিল আকাশের মা সীতাবেনের চায়ের দোকান (এখন শুধুই পোড়া ছাই)। বৃহস্পতিবার দুপুরে মা-কে দোকানে খাবার দিতে গিয়েছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তখনই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। কিছু বোঝার আগেই আগুনের গোলা গ্রাস করে আকাশের শরীর। তাকে বাঁচাতে গিয়ে তার মায়ের শরীরের ৫০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। তিনি এখন সিভিল হাসপাতালে ভর্তি। বাবা পাটনি জানিয়েছেন, ছেলের মৃত্যুর খবর পেলে আর বাঁচানো যাবে না স্ত্রীকে। আপাতত তাই সিভিল হাসপাতালে বাইরে অপেক্ষা করছেন তিনি।পাটনির সঙ্গেই অপেক্ষা করছেন প্রহ্লাদ ভাই। বিমানটি যে ডাক্তারদের হস্টেলে ভেঙে পড়েছিল, সেখানেই রুটি তৈরি করতেন তাঁর স্ত্রী সরলা। বৃহস্পতিবার মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল ছোট্ট আদ্যা। দুর্ঘটনার পর থেকে প্রহ্লাদ আর খোঁজ পাননি দু'জনের। মর্গে রাখা সারি সারি পোড়া লাশের মধ্যে মা-মেয়েকে চিনতে পারেননি। শুক্রবার ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নিজের রক্তের নমুনা দিয়েছেন প্রহ্লাদ।

তার পর থেকে শুধুই অপেক্ষা। ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআইএমএ) জানিয়েছে, বিমান ভেঙে পড়ে হস্টেলের ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চার জন ডাক্তারি পড়ুয়া, ছ'জন পড়ুয়াদের আত্মীয়। যদিও হস্টেলের কর্মীদের মৃত্যু হয়েছে কি না, সেই পরিসংখ্যান নেই।শাহ বৃহস্পতিবারই জানিয়েছিলেন, নিহতদের পরিজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। বিমানের চালক সুমিত সভরওয়ালের বাড়িতে গিয়েও তাঁর বাবার ডিএনএর নমুনা সংগ্রহ করে এনেছে সরকারি দল।দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন বিমানকর্মী ও যাত্রী-সহ ২৪২ জন। তাঁদের মধ্যে এক জনের প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

১১এ আসনের ওই যাত্রীর নাম বিশ্বাসকুমার রমেশ। তিনি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শুক্রবার তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে এলাকায় বিমানটি ভেঙে পড়েছে, সেই মেঘানিনগরে অনেকে আহত হয়েছেন। আহত প্রায় ৫০ জনকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে শুক্রবার দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী।দুর্ঘটনার ২৮ ঘণ্টার মাথায় উদ্ধার হয়েছে বিমানের একটি ব্ল্যাকবক্স। অহমদাবাদের মেঘানিনগরে চিকিৎসকদের যে হস্টেলে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, তার ছাদ থেকে শুক্রবার উদ্ধার হয়েছে সেই ব্ল্যাকবক্স। এই ব্ল্যাকবক্সের মধ্যে বিমানের প্রয়োজনীয় তথ্য বন্দি থাকে। সেই নথি, তথ্য বিশ্লেষণ করে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ জানা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। কী কারণে ভেঙে পড়ে ওই বোয়িং বিমান, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

হস্টেলে মৃত্যু

বিজে মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। অনেকের সঙ্গেই ছিলেন পরিবারের সদস্যেরা। সে সময় বাড়িটির উপর ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় বিমানের আরোহীদের সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছেন হস্টেলের কয়েক জন। শুক্রবার ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআইএমএ) জানিয়েছে, বিমান ভেঙে পড়ে হস্টেলের ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চার জন ডাক্তারি পড়ুয়া, ছ'জন পড়ুয়াদের আত্মীয়।

বিমানে বিস্ফোরণের জেরে তাপমাত্রা পৌঁছয় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে !

একাধিক সারমেয় এবং পাখির অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

ভেঙে পড়ার পরেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয় এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানে। কিছুক্ষণের জন্য আশপাশের তাপমাত্রা পৌঁছয় ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ভয়ংকর এই বিমান দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়নি ঘটনাস্থলে থাকা পশুপাখিরাও। সূত্রের খবর, যে অঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়ে, তার আশপাশে একাধিক সারমেয় এবং পাখির অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। কী কারণে এই ভয়াবহ বিস্ফোরণ? বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, তবিমানে ১.২৫ লক্ষ লিটার জ্বালানি ছিল। ফলে আগুন লাগার পর কারও বাঁচার কোনও রাস্তা ছিল না।দ বৃহস্পতিবার টেক অফের খানিকক্ষণের মধ্যেই আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান। লন্ডনগামী উড়ানের দুর্ঘটনায় অন্তত ২৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। জীবিত অবস্থায় ১জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধারকাজে নেমে প্রাথমিকভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, তবিমানের জ্বালানির ট্যাঙ্কটিতে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই একটি অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হয়। মুহূর্তেই তাপমাত্রা ১,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। পালানোর কোনও রাস্তা ছিল না।দ তিনি আরও বলেন, তআমরা পিপিই কিট পড়ে দুর্ঘটনাস্থলে এসেছিলাম। কিন্তু তাপমাত্রা এত বেশি ছিল যে কাজ করা কঠিন হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল ধ্বংসাবশেষ। দিকে দিকে জ্বলছিল আগুন।দ রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর আরও এক আধিকারিক বলেন, তগোটা ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যায় যে পশুপাখিরাও ঘটনাস্থল থেকে পালাতে ব্যর্থ হয়।

গুডবাই ইন্ডিয়া' পোস্টের পরই আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনা, জীবনের মঞ্চেও বিদায় ব্রিটিশ যুগলের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আহমেদাবাদে লন্ডনগামী বিমান দুর্ঘটনায় মর্মাহত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার। এই বিমানে প্রায় ৫৩ জন ব্রিটিশ নাগরিকও ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটেনে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তওই বিমানে বহু ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন। বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার দৃশ্যগুলি ভয়াবহ। পাশাপাশি, তিনি বিমানে থাকা যাত্রীদের পরিবারের প্রতিও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত আপডেট দিচ্ছে প্রশাসন। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ বিষয়ক সচিব ডেভিড ল্যামিও। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের আমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার খবরে গভীরভাবে শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমার সমবেদনা। ভারতের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছে ব্রিটেন। জরুরি ভিত্তিতে তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে এবং সহায়তা প্রদানের জন্য।'

জেমি মিক তাঁর গুজরাট সফর শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ভারতে তাঁর 'মন ছুঁয়ে যাওয়া' স্মৃতিগুলি পোস্ট করেছিলেন। লিখে ছিলেন, 'ভারতে শেষ রাত'। কিন্তু সেই রাত যে তাঁর জীবনেরও শেষ রাত হতে চলেছে, ভাবতেও পারেননি। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্লেনে ওঠার আগে শেষ ভিডিও পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'গুডবাই ইন্ডিয়া'।

কিছুক্ষণের মধ্যে জীবনকেই 'গুডবাই 'করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সরকারি স্তরে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। মৃত ব্রিটিশ নাগরিকদের দেহ দেশে ফেরানোর বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এখানেই শেষ নয়।

এর পর কী কারণে দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্ত রিপোর্টও চাইতে পারে ব্রিটিশ সরকার। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের উপর চাপ বাড়তে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ, কোনওভাবেই এত বড় দুর্ঘটনার নেপথ্য রহস্য ও আসল কারণ ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হবে না। লন্ডনভিত্তিক যোগব্যায়ামপ্রেমী

জেমি মিক তাঁর গুজরাট সফর শেষে দেশে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় ভারতে তাঁর 'মন ছুঁয়ে যাওয়া' স্মৃতিগুলি পোস্ট করেছিলেন। লিখে ছিলেন, 'ভারতে শেষ রাত'। কিন্তু সেই রাত যে তাঁর জীবনেরও শেষ রাত হতে চলেছে, ভাবতেও পারেননি। বৃহস্পতিবারের দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্লেনে ওঠার আগে শেষ ভিডিও পোস্ট করে লিখেছিলেন, 'গুডবাই ইন্ডিয়া'। কিছুক্ষণের মধ্যে জীবনকেই 'গুডবাই 'করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সরকারি স্তরে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। মৃত ব্রিটিশ নাগরিকদের দেহ দেশে ফেরানোর বিষয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। এরপর কী কারণে দুর্ঘটনা, তা জানতে তদন্ত রিপোর্টও চাইতে পারে ব্রিটিশ সরকার। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের উপর চাপ বাড়তে পারে বলে অনেকে মনে করছেন। কারণ, কোনওভাবেই এত বড় দুর্ঘটনার নেপথ্য রহস্য ও আসল কারণ ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব হবে না।

ইরানে হামলা করেই মোদিকে ফোন নেতানিয়াহুর ! কী কথা দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে ?

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

শুক্রবার সকালে আকাশপথে ইরানে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনা। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। নিজেই এক্স হ্যান্ডলে এই কথা জানিয়েছেন মোদি।

মোদিকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ফোন পেয়েছি। তিনি আমাকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। আমিও ভারতের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি এবং দ্রুত ওই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরানোর প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যক্ত করেছি।' শুক্রবার সকালে থেকে ইরানে 'অপারেশন রাইজিং লায়ন' শুরু করে ইজরায়েলি সেনা। সামরিক ঘাঁটি এবং পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লক্ষ্য করে আকাশপথে হামলা চালানো হয়। অন্তত ২০০টি মিসাইল আছড়ে পড়ে। যার জেরে মৃত্যু হয়েছে ইরান সেনার চিফ অফ স্টাফ মহম্মদ বাঘেরি, রেভোলিউশনারি গার্ডসের কমান্ডার

হোসেন সালামি এবং ইরানের এমার্জেন্সি কমান্ডের কমান্ডারের। তেহরানের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে এই হামলা কয়েকদিন চলবে বলে হুঙ্কার দিয়েছে ইজরায়েল। এই পরিস্থিতিতে ভারত আগেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছিল, পুরো বিষয়টির দিকে কড়া নজর রাখছে নয়াদিল্লি। দুই দেশের কেউই যেন কোনও চরম পদক্ষেপ না করে, সেই আর্জিও জানিয়েছিল ভারত। এর মধ্যেই ফোনে কথা হল মোদি ও নেতানিয়াহুর।

'চুক্তি না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে', ইজরায়েলের হামলার পর ইরানকে হুমকি ট্রাম্পের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে ডামাডোলের মাঝেই ইরানে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। এই ঘটনার জন্য এবার ইরানকেই দায়ী করলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প। কার্যত বুঝিয়ে দিলেন, আমেরিকার দাবি না মানার জন্যই এমন হামলার মুখে পড়তে হয়েছে তেহরানকে। শুরু তাই নয়, আগামী দিনে ইরানের মাটিতে আরও বড় হামলা হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। এই হামলার পর সোশাল মিডিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন, 'এরই মধ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে, বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। তবে এই হত্যা ও হামলা রোখার সময় এখনও রয়েছে ইরানের হাতে। সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগে এবং একসময় পরিচিত ইরান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখতে ইরানকে অবশ্যই চুক্তি করতে হবে।' শুধু তাই নয় ট্রাম্প আগেই জানিয়েছিলেন, ইজরায়েল যে ইরানে হামলা চালাবে সে তথ্য আগে থেকেই ছিল তাদের কাছে। সেই সূত্র ধরেই সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় অসাধারণ হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। আমরা ইরানকে অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এরপর যেটা হওয়ার সেটাই হয়েছে। তবে এটা কেবল শুরু, আরও অনেক কিছু হতে বাকি।' তবে হামলায় যে আমেরিকার কোনও যোগ নেই সে কথাও স্পষ্ট করে দেন ট্রাম্প। উল্লেখ্য, ইরান পরমাণু শক্তিধর হোক, তা কোনওভাবেই চায় না পশ্চিমী বিশ্ব। আপত্তিকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে ইরানের পরমাণু হওয়ার প্রচেষ্টার জেরে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ক্ষুব্ধ আমেরিকা। এই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালে একটি পরমাণু চুক্তি করে ইরান।

আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় শয়ে শয়ে প্রাণহানি

একাধিক কর্মসূচি বাতিল বঙ্গ বিজেপির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

আহমেদাবাদে বিমান বিপর্যয় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এখনও পর্যন্ত ২৬৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে একাধিক কর্মসূচি বাতিল করল বঙ্গ বিজেপি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, আমরা এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। এখন রাজনীতির সময় নয়। তাই আপাতত সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।দ বলে রাখা ভালো, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় দক্ষিণ কলকাতা জেলা অফিসে রবীন্দ্রনগরের আহতদের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। তবে তা তিনি করেননি। এছাড়া শুক্রবার রবীন্দ্রনগর নিয়ে বিধানসভায় অবস্থান কর্মসূচি ছিল গেরুয়া শিবিরের। রবীন্দ্রনগর নিয়ে আবার পৃথক কর্মসূচি ছিল বিজেপির পরিষদীয় দলের। অগ্নিমিত্রা পল এবং দীপক বর্মনের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বিধায়কের এদিন রবীন্দ্রনগর যাওয়ার কথাও ছিল। সম্ভবত সে কর্মসূচিও বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখনও পাওয়া খবর অনুযায়ী, দলীয় কর্মসূচি ফের শনিবার থেকে শুরু করবে বিজেপি। আর বিজেপির পরিষদীয় দল আগামী ১৬ জুন অর্থাৎ সোমবার থেকে নিজেদের কর্মসূচি শুরু করবে। উল্লেখ্য, গত ১২ জুন, মেঘানিনগরের বিজে মেডিক্যাল কলেজের ক্যান্টিনের উপর ভেঙে পড়ে এ আই ১৭১ এয়ারবাসটি। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের তালিকায় রয়েছেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। প্রাণ বেঁচেছে উড়ানে থাকা মাত্র একজনের। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক বিশ্বাসকুমার রমেশ। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকাল সকাল তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই আতঙ্কের সেই মুহূর্তের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন বিশ্বাসকুমার। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার এয়ারবাস উড়ানের জন্য যথেষ্ট নিরাপদ। ২০১১ সাল থেকে যাত্রা শুরুর পর এ যাবৎ এই বিমানটি কোথাও দুর্ঘটনার কবলে পড়েনি। কীভাবে এমন অভিশপ্ত ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়নি এখনও। তা পেলেই সম্ভবত মিলবে উত্তর।

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
১৪ জুন ২০২৫ শনিবার

পুরনো খেলা, নতুন নিয়ম ?

তিনি প্রথমে রাজ্যে কোনও সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধনে যাবেন। সঙ্গে জনসভা থাকবে। তার পর প্রতি মাসে অন্তত এক বার, কখনও দু'বার করেও সেই রাজ্যে যাবেন। কোনও না কোনও সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস। সেই সঙ্গে জনসভা। এ রকম চলতেই থাকবে। যত দিন না ভোট ঘোষণা হয়। ভোট ঘোষণা হলে সরাসরি নির্বাচনী প্রচারে যাবেন।যে কোনও রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটাই নরেন্দ্র মোদীর 'ক্লাসিক প্লেবুক'। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের দশ মাস মতো বাকি। নরেন্দ্র মোদী গত ২৯ মে আলিপুরদুয়ারের প্রায় হাজার কোটি টাকার শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প উদ্বোধনের পরে জনসভা করে এসেছেন। ধরে নেওয়া যায়, আগামী বছর এপ্রিলে বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এখন থেকে প্রায় প্রতি মাসেই অন্তত এক বার করে রাজ্যে যাবেন।প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে এই প্রচারযজ্ঞের শুরুতে যে ইঙ্গিত মিলেছে, তাতে স্পষ্ট, তৃণমূলের জমানায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের তোষণ ও মুর্শিদাবাদের হিংসার উদাহরণ সামনে রেখে হিন্দুদের উপর আক্রমণের অভিযোগ বিজেপির প্রধান হাতিয়ার হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটকে বিজেপি শুধু তৃণমূলকে সরিয়ে নবান্ন দখলের লড়াই বলে তকমা দিচ্ছে না। একে হিন্দুদের জীবন, জীবিকা ও সম্মান রক্ষার লড়াই হিসেবেও তুলে ধরতে চাইছে।নরেন্দ্র মোদীর উত্তরবঙ্গ সফরের তিন দিন পরেই অমিত শাহ কলকাতায় গিয়েছিলেন। বিজেপির প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ সফর থেকে মোটামুটি স্পষ্ট, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তাঁরা মূলত পাঁচটি হাতিয়ার বেছে নিয়েছেন। এক, সংখ্যালঘু তোষণ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ। দুই, দুর্নীতি। তিন, বেকারত্ব। চার, গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ। পাঁচ, মহিলাদের উপর অত্যাচার ও নিরাপত্তার অভাব। বলা বাহুল্য, প্রথম হাতিয়ারই বিজেপির সব থেকে বড় অস্ত্র হতে চলেছে।ভারতের আর পাঁচটা রাজ্যের থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতি বরাবরই আলাদা। এই রাজ্যে ধর্ম, জাতপাতের ভিত্তিতে মেরুকরণ হয় না। মেরুকরণ হয় রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে। উত্তর ভারতের মতো পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রার্থী খাড়া করলে তিনি সিংহভাগ ব্রাহ্মণদের ভোট পাবেন, ওবিসি প্রার্থীর দিকে ওবিসিরা ঝুঁকে থাকবেন, এমন নয়। বাংলায় হিন্দু প্রার্থী মুসলিম-বহুল এলাকা থেকে জিতে আসেন। দলিত বা অনগ্রসর এলাকা থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতার ভোটে জিততে অসুবিধা হয় না। কে কোন পার্টি করেন, কে কোন দলের সমর্থক, মূলত তার ভিত্তিতে ভোটের সময় সামাজিক বিভাজন হয়। শুধু জাত বা ধর্ম দেখে কে কাকে ভোট দেবেন, তা বোঝা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের ভোটে জিততে হলে তাই সংগঠন ও ক্যাডার বাহিনী প্রয়োজন। পার্টির অনুগত আঞ্চলিক নেতা প্রয়োজন। সিপিএমের পরে তৃণমূল এই সংগঠন, ক্যাডার বাহিনী ও আঞ্চলিক নেতাদের জোরেই টেক্কা দিচ্ছে।বিজেপি এই খেলার নিয়ম বদলে দিতে চাইছে। পশ্চিমবঙ্গের চিরাচরিত রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ভোটের অঙ্কের বদলে ধর্মের ভিত্তিতে ভোটের অঙ্ক কষছে। বিজেপি ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে ভোট করাতে চায়। মুসলিম ভোট যে এককাট্টা হয়ে তৃণমূলের ঝুলিতে পড়বে, তা বিজেপি ধরে নিচ্ছে। তার মানে এই নয়, পুরো হিন্দু ভোট বিজেপির ঝুলিতে পড়ছে। গত লোকসভায় তৃণমূল ৪৩ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছিল। বিজেপির পেয়েছিল ৪০ শতাংশের মতো। বিজেপির অঙ্ক, যদি হিন্দু ভোটের আরও ৪ শতাংশ মতো গেরুয়া বাক্সে পড়ে, তা হলেই কেল্লা ফতে। সেই কারণেই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে হিন্দুদের জীবন, জীবিকা, সম্মান রক্ষার লড়াই হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এতে কোনও ভুল নেই, 'তৃণমূলের জমানায় মুসলিমদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে' বলে একটা ধারণা বিজেপি রাজ্যের বহু মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে। তাঁরা রাজ্যের যে কোনও সমস্যার জন্য মুসলিমদের দায়ী করেন। এটা বিজেপির সাফল্য। তৃণমূলের মুসলিম তোষণ নিয়ে ক্ষোভ আরও উস্কে দিতেই অমিত শাহ অভিযোগ তুলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম তোষণের জন্য অপারেশন সিঁদুর-এর বিরোধিতা করছেন। সিঁদুরের মতো হিন্দু ঐতিহ্যের অপমান করছেন।বিজেপির চ্যালেঞ্জ হল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতির দাবায় পাল্টা চাল দিতে রাহুল গান্ধীদের মতো দেরি করেন না। প্রতিপক্ষ বাউন্সার ছুড়লে তিনি সহজাত ভাবেই হুক করার ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। বিজেপি যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে হিন্দুত্বের রাজনীতি করবে, তা মমতার জানাই ছিল। তিনি খে াদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাকিস্তানের সন্ত্রাস নিয়ে সরব হতে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলে পাঠিয়েছেন। অভিষেক পাক সন্ত্রাস ও তার মোকাবিলায় অপারেশন সিঁদুরের পক্ষে সওয়ালে বিজেপির নেতাদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন। ফলে মমতা অপারেশন সিঁদুরের বিরোধিতা করছেন, এই অভিযোগ ধোপে টেকা মুশকিল।বিজেপির উগ্র হিন্দুত্বের মোকাবিলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত সরকারি খরচে জগন্নাথ মন্দির তৈরি করিয়েছেন। মমতা বিলক্ষণ জানেন, প্রতি বছর নিয়ম করে পুরী বেড়াতে যাওয়া আম বাঙালির কাছে জগন্নাথকে নিয়ে আবেগ অযোধ্যার রামের থেকে অনেক বেশি। আর সেই মন্দির দিঘায় হলে, সরকারি খরচে মন্দির নির্মাণ সংবিধান সম্মত কি না, ও নিয়ে বাঙালি মাথা ঘামাবে না। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে জগন্নাথ মন্দির তৈরি করিয়ে মমতা বিজেপির হিন্দুত্বকে ঘরের মাঠে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। বিজেপি ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দারুণ ফল করে ২০২১-এ জয় নিশ্চিত বলে ধরে নিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভোটের প্রচারে জনসভায় চণ্ডীপাঠ করতে শুরু করেছিলেন। বিজেপির হিন্দু ভোটে 'সুইং' করিয়ে 'উনিশে হাফ, একুশে সাফ'-এর ভাবনা দিবাস্বপ্ন হয়েই থেকেই গিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, পনেরো বছর সরকারে থাকলে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জন্মাবে। লেখক ঃ প্রেমাংশু চৌধুরী।

যুদ্ধ থেকে পঁচিশে বৈশাখ

দ্বেষপ্রেমে সবই যেন বিনোদন

লিখেছেন মৃন্ময় সেনগুপ্ত

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০) ছবিতে এক যুক্তির পৃথিবীর কথা বলেছিলেন চার্লস চ্যাপলিন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় যুক্তিবোধকে তিনি বড় হাতিয়ার মনে করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান যখন যুক্তিবর্জিত এক উন্মাদনায় আমাদের মাতিয়ে রাখতে চায়, তখন প্রশ্ন করার অভ্যাস ও স্পর্ধার প্রয়োজন সবথেকে বেশি। তেমন অশান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন চ্যাপলিন।বোধবুদ্ধিহীন উন্মাদনার হাত থেকে হিমাংশী নারওয়ালও মুক্তি পাননি। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা। পহলগামে নৃশংস গণহত্যার পর হিমাংশীর নামের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত হয়ে গেছি। নৌসেনা আধিকারিক বিনয় নারওয়াল ও তাঁর স্ত্রী হিমাংশী বিয়ের কদিন পরেই মধুচন্দ্রিমা করতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে জঙ্গিদের আক্রমণে শহিদ হন বিনয়। তাঁর মরদেহের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা শোকার্ত হিমাংশীর ছবি আমরা দেখেছি।হিমাংশী বলেছেন, এই ঘটনার জন্য পুরো মুসলিম সম্প্রদায় বা কাশ্মীরি জনগণকে দায়ী করা উচিত নয়। এটাই তাঁর অপরাধ। দেশপ্রেমকে যারা মুসলমানবিদ্বেষের সঙ্গে সমার্থক বলে মনে করেন, কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললেও যারা কাশ্মীরের জনগণকে দেশের শত্রু মনে করেন, তাদের মতে মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছেন হিমাংশী। যতই তিনি সদ্য শহিদ হওয়া সেনা আধিকারিকের স্ত্রী হোন। দ্বেষপ্রেমে সহানুভূতি, সহমর্মিতার কোনো মূল্য নেই। তাই হিমাংশীর চরিত্র, দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুরু হয় কুৎসার বন্যা। উন্মাদনা এমনই ভয়ংকর, বোধহীন আপদ।যে আপদকে আমরা সাদরে বারবার বরণ করি। হিমাংশী যদি দ্বেষপ্রেমীদের সুরে সুর মিলিয়ে সূক্ষ্মভাবেও মুসলিম ও কাশ্মীরিদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতেন, তাহলেই তাঁকে বীরাঙ্গনা বলে বরণ করা হত। কিন্তু শোক তাঁকে বিচারবোধহীন করে দেয়নি। তাই তিনি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। বিগত এক দশকে 'দ্বেষপ্রেম' শব্দটা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। নির্মিত হয়েছে দেশপ্রেমের অন্য ভাষ্য। অপরকে বিদ্বেষের মধ্যেই দেশপ্রেমের সার্থকতা খুঁজতে নেমেছে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান তত্ত্বের রাজনৈতিক কারবারীরা। সেই উন্মাদনায় অনেক মানুষকে মাতিয়ে রাখতেও তারা সক্ষম হয়েছে। মুসলমান আর কাশ্মীরিরাই শুধু নন। ধর্মনিরপেক্ষ, উদারমনা, মুক্তমনারাও এখন তাদের নিশানা। এভাবেই ফ্যাসিবাদের নিশানায় চলে আসে নানা পক্ষ। যত শত্রু বাড়বে, তত তার ভাল।

পহলগামের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর তাই ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের বিরুদ্ধেও সংগঠিতভাবে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মনিরপেক্ষদেরই দেশছাড়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। বাংলার মাটিতে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। করছেন টিভি চ্যানেলের একজন অ্যাংকর। মৃদু প্রতিবাদ ছাড়া কিছুই হয়নি। এরপরেও আমরা সেই অ্যাংকরের চেল্লামিল্লি পয়সা দিয়ে গিলছি। উন্মাদনার গ্রহণযোগ্যতা এতটাই যে বাংলায় বসে নজরুলকে অপমান করেও খবর বেচার ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন করতে হয় আমরা ভয় পাচ্ছি, নয়ত ভুলে গেছি। মগজ জুড়ে জারি হয়েছে কারফিউ। যারা ধর্মনিরপেক্ষদের দেশছাড়ার হুমকি দিচ্ছে, মনে প্রাণে তারা কতটা ভারতীয়? দেশটা তো এখনো ধর্মনিরপেক্ষ রয়েছে। ধর্মীয় রাষ্ট্রের পরিণতি পাকিস্তানকে দেখেই বোঝা যায়। সম্পূর্ণ ব্যর্থ একটি রাষ্ট্র। জন্মের দুই দশক পার করেই ধর্মীয় রাষ্ট্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে দেশ ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার লড়াই আজও সে দেশে জারি আছে। ধর্ম আর রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমিয়ে রাখা যায়নি। নির্বাচিত সরকারের মেয়াদ ফুরোবার আগেই পতন, রাষ্ট্রনেতাকে হত্যা, সামরিক অভ্যুত্থানে অভ্যস্ত এই দেশে গণতন্ত্র এখনো ভিত খুঁজে পায়নি।বিদেশি ঋণে গলা অবধি ডুবে থাকা দেশটার অর্থনীতি একেবারেই বিধ্বস্ত। আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের মত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঋণের অর্থে চলছে পাকিস্তান। চীনের থেকেও তারা বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছে। বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার একেবারে তলানিতে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও খাদ্য সংকট সাধারণ মানুষের দুর্দশা আরও বাড়িয়েছে। অথচ জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ, আশ্রয়, প্রশ্রয় দিতে এই দেশের সরকারের জুড়ি মেলা ভার। মৌলবাদ আর স্বৈরাচারের চরম পরিণতির নিদর্শন পাকিস্তান।আজ যারা ধর্মনিরপেক্ষ, মুক্তমনা, বামপন্থী মানুষকে ভারত ছাড়ার হুমকি দিচ্ছে তারা ভারতের এমন পরিণতিই কি চায়? পাকিস্তানের স্বৈরাচারী রাষ্ট্র আর তার দ্বারা নিপীড়িত সেদেশের নাগরিক সমার্থক নন। যেমন সমার্থক নন ভারতে বিদ্বেষের রাজনীতির কারবারীরা আর সাধারণ ভারতবাসী। যুদ্ধের উন্মাদনায় যেন ভুলে না যাই , যুদ্ধ মানেই দুই দেশের শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার সংকট বৃদ্ধি। যুদ্ধ মানে রুজিতে টান, অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে পাকিস্তান, ভারত , কোনো দেশের অবস্থানই কিন্তু গৌরবজনক নয়।ভারত সরকারের তরফ থেকে পরিমিত আক্রমণের কথা যখন বলা হচ্ছে, তখন ভুয়ো খবর, ভিডিও দেখিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম কেন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে? সহজ কথা , ব্যবসা। দেশপ্রেম ওদের কাছে পণ্য। মূল স্রোতের অনেকগুলো সংবাদমাধ্যম একযোগে গত ৮ মে রাত থেকে যেভাবে ভুয়ো খবর দেখিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করল, তাতে অনেক তথাকথিত উদার বা মুক্তমনাও আবেগে ভেসে গেলেন। কেন্দ্র বিবৃতি দিতে বাধ্য হল। এই সময়ে ভুয়ো খবর ছড়ালে ভারতের লাভের থেকে ক্ষতিই বেশি। তবুও দেশপ্রেমের মুখোশ পরে নাগরিকদের আবেগে ভাসিয়ে ব্যবসা ভাল জমে উঠল।বাংলার এক নিউজ চ্যানেলের অতিপরিচিতা অ্যাংকর সোশাল মিডিয়ায় যুদ্ধবিরোধী প্রচারকদের গণপিটুনির উস্কানি দিলেন। গণতন্ত্রের উপর এই আক্রমণ যুদ্ধোন্মাদনার অঙ্গ। স্রেফ ব্যবসার জন্য যারা ভুয়ো খবর পরিবেশন করে, উস্কানি দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আসামী করে, সংবিধানের বিরোধিতা করে গৃহযুদ্ধ লাগাতে চায়, তাদের কোনো শাস্তি হচ্ছে না। তারা সরকারের প্রশ্রয় পাচ্ছে। উলটে স্রোতের বিপরীতে চলা বিকল্প সংবাদমাধ্যম, ইউটিউব চ্যানেলগুলোকে আক্রমণের নিশানা করা হচ্ছে। এক দশক ধরে সরকার আর দেশ, সরকারের প্রতি অন্ধ আনুগত্য আর দেশপ্রেম , সমার্থক হয়ে গেছে। এখন বোধহয় ভারতবাসীকে কর্পোরেট মালিকানাধীন মিডিয়া সাম্রাজ্যেরও অনুগত হতে হবে।সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠী অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গুজরাটে পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে ২৫,০০০ হেক্টর জমি সরকারের থেকে পেয়েছে। পাকিস্তান সীমান্তের থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরের এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রতিরক্ষা দফতরের নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, দেশের নিরাপত্তার বিচারে এমন জায়গায় বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি কতখানি যুক্তিসম্মত? সীমান্তে গৌতম আদানি প্রকল্প গড়ছেন আর জম্মু-কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাক আক্রমণে সাধারণ ভারতবাসী শহিদ হচ্ছেন।অপারেশন সিঁদুরের ট্রেডমার্ক ব্যবহার করার অধিকার পেতে কন্ট্রোলার জেনারেল অফ পেটেন্টস, ডিজাইন্স অ্যান্ড ট্রেডমার্কসের দফতরে ইতিমধ্যেই একাধিক আবেদন জমা পড়েছে। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজও আবেদন করেছিল, হইচই বেধে যাওয়ায় প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। এক জুনিয়র কর্মচারি অসাবধানতায় নাকি এই আবেদন করে ফেলেছিলেন , এমনই বয়ান দিতে বাধ্য হয়েছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী।বলিউডে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হত্যাকাণ্ড, যুদ্ধ নিয়ে অতীতে একাধিক ছায়াছবি তৈরি হয়েছে। এইসব ছবি বাণিজ্যিকভাবে সফলও হয়েছে। পহলগাম নিয়েও হয়ত ভবিষ্যতে সিনেমা হবে। স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন বিনোদনমূলক চ্যানেলে এইসব ছবি দেখানো হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত সিনেমা এসবের কাছে এখন অনেকটাই কোণঠাসা। আমরা দেশপ্রেমে উদ্বেল হই কেবল প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের উত্তেজনায়। যুদ্ধোন্মাদনা কেবল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিরই নয়, কর্পোরেট ব্যবসারও বড় রসদ। রাষ্ট্রের সীমানা অনেকসময় বদলে যায়, বদলে যাওয়া সীমানা কূটনীতির সমীকরণ বদলায়, যুদ্ধোন্মাদনা থেকেই যায়।আইএমএফের কাছে পাকিস্তানকে আর ঋণ না দেওয়ার দাবি তুলেছে ভারত। ভারতের অভিযোগ, ঋণের অর্থ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে পুষ্ট করতে কাজে লাগায়। গত ৯ মে পাকিস্তানের ২৩০ কোটি ডলার ঋণের অনুমোদন নিয়ে আইএমএফের কার্যকরী পরিষদের বৈঠক ছিল। সেখানেও ভারত এই দাবি তোলে।ঋণের অর্থ যে পাকিস্তানিদের ভালর জন্য ব্যবহার করা হয় না, বড় অংশই জঙ্গিদের কাজে লাগে , একথা কারোর অজানা নয়। ঋণ দেওয়াও হয় কোনো দেশকে আরও ঋণের জালে জড়াতে। সেই দেশে বিদেশি শক্তি, প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণ বাড়ে। পাকিস্তান যত জঙ্গিদের মদত দেবে, তত অস্ত্রের ব্যবসা বাড়বে। আইএমএফের টাকা ঘুরপথে পাবে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা, আর ঋণগ্রহীতা দেশ আরও ঋণের জালে জড়াবে। ভূ-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মহলের নাক গলানোর সুযোগ বাড়বে। দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অনেকের লাভ। ১০ মে দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করেছে। যদিও তা লঙ্ঘনের অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। এই গোটা পর্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক নানা টানাপোড়েন, কূটনীতি, অর্থনীতি।আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে, আন্তর্জাতিক পুঁজির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বরাবর বামেরা সরব থেকেছে। ভক্তের দল যখন আমেরিকায় 'অব কি বার ট্রাম্প সরকার' স্লোগান দিয়েছে, বামেরা তখন মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজপথে থেকেছে। অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেক বামই বড় বেশি সতর্ক। বেশ কয়েকটি বাম দলের বিবৃতিতে সেই সতর্কতা ফুটে উঠেছে। প্রকাশ্যে যুদ্ধের বিরোধিতা করতে, যুদ্ধের সঙ্গে পুঁজির সম্পর্ক নিয়ে বলতে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। সরকারকে প্রশ্ন করতেও অনেকখানি হিসাবী। এই সংকটের মুহূর্তে তাদের বড় দায় রয়েছে।জঙ্গি নেতা, সংগঠনকে নিকেশ করেও সন্ত্রাসবাদ দমন করা যায়নি। নতুন নতুন নেতা, নতুন সংগঠন গজিয়ে উঠেছে। বলা ভাল, তৈরি করা হয়েছে। প্যালেস্তাইনে একসময় হামাসকে মদত দেওয়া, আফগানিস্তানে বামেদের রুখতে তালিবানদের মদত দেওয়ার খলনায়ক আন্তর্জাতিক পুঁজির মাতব্বররাই। পুঁজির স্বার্থেই সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেওয়া হয়, তাকে লালনপালন করা হয়। যুদ্ধোন্মাদনায় সেই কথা আবার সোচ্চারে বলা দরকার।আমাদের জাতীয় পতাকার মাঝে রয়েছে অশোক চক্র। অশোকের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষকে জাতীয় প্রতীক করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন ধুমধাম করে পালিত হবে। কিন্তু তাঁকে জানা বোঝা, আত্মস্থ করার কাজটা হবে না। আমরা নজরুলকে অপমান করা চ্যানেলও দেখ ব, আবার দুদিন পরে নজরুল জয়ন্তী পালন করে বাঙালিয়ানার ঢেঁকুরও তুলব। যেমন করে যুদ্ধ উন্মাদনায় নিজেদের সেঁকে এবার পঁচিশে বৈশাখ পালন করলাম। সবই যেন বিনোদনের রসদ।জাতীয়তাবাদ কীভাবে মানবতা ধ্বংস করে সেই সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং সভ্যতার পক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। তিনিই তো বলেছিলেন তদেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা ভূমির কথা যতই উচ্চকণ্ঠে রটাব ততই জবাবদিহির দায় বাড়বে। প্রশ্ন উঠবে প্রাকৃতিক দান তো উপাদান মাত্র, তা নিয়ে মানবিক সম্পদ কতটা গড়ে তোলা হল। মানুষের হাতে দেশের জল যদি যায় শুকিয়ে, ফল যদি যায় মরে, মলয়জ যদি বিষিয়ে ওঠে মারীবীজে, শস্যের জমি যদি হয় বন্ধ্যা, তবে কাব্যকথায় দেশের লজ্জা চাপা পড়বে না। দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী।

দ্য গ্রেট ডিক্টেটর (১৯৪০) ছবিতে এক যুক্তির পৃথিবীর কথা বলেছিলেন চার্লস চ্যাপলিন। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, ফ্যাসিবাদ মোকাবিলায় যুক্তিবোধকে তিনি বড় হাতিয়ার মনে করেছিলেন। প্রতিষ্ঠান যখন যুক্তিবর্জিত এক উন্মাদনায় আমাদের মাতিয়ে রাখতে চায়, তখন প্রশ্ন করার অভ্যাস ও স্পর্ধার প্রয়োজন সবথেকে বেশি। তেমন অশান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন চ্যাপলিন।বোধবুদ্ধিহীন উন্মাদনার হাত থেকে হিমাংশী নারওয়ালও মুক্তি পাননি। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা। পহলগামে নৃশংস গণহত্যার পর হিমাংশীর নামের সঙ্গে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত হয়ে গেছি। নৌসেনা আধিকারিক বিনয় নারওয়াল ও তাঁর স্ত্রী হিমাংশী বিয়ের কদিন পরেই মধুচন্দ্রিমা করতে কাশ্মীরে গিয়েছিলেন। সেখানে জঙ্গিদের আক্রমণে শহিদ হন বিনয়। তাঁর মরদেহের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা শোকার্ত হিমাংশীর ছবি আমরা দেখেছি। হিমাংশী বলেছেন, এই ঘটনার জন্য পুরো মুসলিম সম্প্রদায় বা কাশ্মীরি জনগণকে দায়ী করা উচিত নয়। এটাই তাঁর অপরাধ। দেশপ্রেমকে যারা মুসলমানবিদ্বেষের সঙ্গে সমার্থক বলে মনে করেন, কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বললেও যারা কাশ্মীরের জনগণকে দেশের শত্রু মনে করেন, তাদের মতে মারাত্মক অপরাধ করে ফেলেছেন হিমাংশী। যতই তিনি সদ্য শহিদ হওয়া সেনা আধিকারিকের স্ত্রী হোন। দ্বেষপ্রেমে সহানুভূতি, সহমর্মিতার কোনো মূল্য নেই। তাই হিমাংশীর চরিত্র, দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলে শুরু হয় কুৎসার বন্যা। উন্মাদনা এমনই ভয়ংকর, বোধহীন আপদ। যে আপদকে আমরা সাদরে বারবার বরণ করি। হিমাংশী যদি দ্বেষপ্রেমীদের সুরে সুর মিলিয়ে সূক্ষ্মভাবেও মুসলিম ও কাশ্মীরিদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়াতেন, তাহলেই তাঁকে বীরাঙ্গনা বলে বরণ করা হত। কিন্তু শোক তাঁকে বিচারবোধহীন করে দেয়নি। তাই তিনি সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন। বিগত এক দশকে 'দ্বেষপ্রেম' শব্দটা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গেছে। নির্মিত হয়েছে দেশপ্রেমের অন্য ভাষ্য। অপরকে বিদ্বেষের মধ্যেই দেশপ্রেমের সার্থকতা খুঁজতে নেমেছে হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান তত্ত্বের রাজনৈতিক কারবারীরা। সেই উন্মাদনায় অনেক মানুষকে মাতিয়ে রাখতেও তারা সক্ষম হয়েছে। মুসলমান আর কাশ্মীরিরাই শুধু নন।

মহেশতলার ঘটনার প্রতিবাদে দুর্গাপুরে তুলসী মায়ের পূজো দিলেন বিজেপি নেতৃত্ব

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

মহেশতলার ঘটনায় রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদের নেমেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের ভবনের সামনে তুলসী মাতার পুজো করলেন বিশ্ব সনাতনী ঐক্য মঞ্চের সদস্যরা। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই তুলুসি মায়ের পুজো করলেন এদিন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা সুমন্ত মন্ডল, অভিজিৎ দত্ত, যুবনেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। পাশাপাশি আমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের শান্তি কামনা করতে মোমবাতিও জ্বালানো হয়। বিজেপি বিধায়ক লক্ষণ ঘরুই বলেন, ভবিষ্যতে যদি হিন্দু দেব দেবীর উপর আঘাত করা হয় তাহলে আমাদের আন্দোলন বৃহত্তর হবে। তারই প্রতীকি বিক্ষোভ হলো সারাদিনভর।

ন্যাশনাল গোল্ডেন আইকন প্রতিযোগিতার পোস্টার লঞ্চ দুর্গাপুরে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

আগামী জুলাই মাসে দুর্গাপুরে হতে চলেছে ন্যাশনাল গোল্ডেন আইকন নামক শীর্ষক জাতীয় স্তরের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা। জুলাই মাসের ১৩ তারিখ এই প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করেছেন দুর্গাপুরের ফ্যাশন সংস্থা লেডি ফাউন্ডেশন। এই উপলক্ষে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হোটেলে শুক্রবার অনুষ্ঠানটির পোস্টার লঞ্চ থিম সং প্রকাশ অনুষ্ঠিত হলো। পোস্টারটি লঞ্চ করলেন লেডি ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার তথা ন্যাশনাল গোল্ডেন আইকন ফ্যাশন প্রতিযোতার মূল আয়োজক ড পারোমি গোস্বামী। তিনি জানান, তিনি যেমন নিজে জাতীয় এবং এক আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় খেতাব জয় করেছেন, ঠিক পাশাপাশি তার প্রশিক্ষণে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই দুর্গাপুরের বুকে এই প্রথমবার একজন আয়োজক হিসেবে তিনি এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। এখনো পর্যন্ত ১০৫ জন বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। শুধুমাত্র বাংলা নয় সুদূর মুম্বাই গুজরাট এবং দিল্লি তথা বিভিন্ন রাজ্যের থেকে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবেন। মূলত সাতটি বিভাগে এই প্রতিযোগিতা হবে। শিশুদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বিচারক তথা অতিথির আসনে থাকবেন টলিউডের খ্যাতনামা অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত ও অভিনেতা জন ভট্টাচার্য। এছাড়াও জুরির আসন অলংকৃত করবেন স্পেনের বিখ্যাত মডেল ইউগলেডি পেরেজ, কলকাতা থেকে চন্দনা জানা,শুভ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট মডেলরা। এই অনুষ্ঠানে ফ্যাশন সংক্রান্ত একটি ম্যাগাজিনও প্রকাশ করতে চলেছেন ড পারমি গোস্বামী। সেই ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ প্রকাশ হয় এদিন। মূলত সৌন্দর্যায়ন এবং ফ্যাশন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে এই ম্যাগাজিনে তুলে ধরা হবে বলে জানান তিনি।

হাওড়ার শিশু নিগ্রহ কান্ডের ছায়া এবার পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

বুধবার আউসগ্রামের প্রোগ্রামে একটি দোকানে চুরির সন্দেহে বছর দশেকের এক বালককে গাছে বেঁধে বেধরক মারধরের অভিযোগ উঠল এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর সন্ধ্যায় গ্রামের শিবতলায় ফের সভা ডাকা হয়। সেখানে গ্রামবাসীর একাংশের উপস্থিতিতে ওই বালকটিকে হাজির করানো হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার স্থানীয় বননবগ্রাম ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই নাবালকের চিকিৎসা করিয়ে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আউশগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ করেন পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া ওই নাবালকের মা। পুলিশ জানিয়েছে, সুব্রত গাঙ্গুলী নামের ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালকের বাবা চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রীর কাজ করে। তার মায়ের অভিযোগ, ওদের দোকানে ঢুকে চুরি করেছে সন্দেহে তার ছেলেকে ওরা কদম গাছের সাথে বেঁধে বাঁশ দিয়ে বেধরক মেরেছে। এতে ছেলের দুই পায়ে কালশিটে পড়ে গিয়েছে। সারা রাত ছেলে ঘুমাতে পারেনি। যদিও এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা কটা মেটে সহ আরো অনেকে। তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ওকে মেরে মেরে দুটো লাঠি ভেঙে ফেলেছে। ছেলেটির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এভাবে একটা ছোট ছেলেকে মারবে কেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কাটোয়া থেকে দিঘা ও পুরুলিয়াগামী যাত্রীবাহী বাস চালু এসবিএসটিসি'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাটোয়া

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। এবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহর থেকে সরাসরি যাওয়া যাবে রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়।

একটি দিঘা অপরটি পুরুলিয়া। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা চালু করল দুটি দূরপাল্লার নতুন যাত্রীবাহী বাস পরিষেবা। যার ফলে কাটোয়ার সঙ্গে প্রথমবারের মতো সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হল এই দুই শহরের।

শুক্রবার কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাস দুটির শুভ সূচনা করেন জেলা শাসক আয়েষা রানি এ, দখিনবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং পুরপ্রধান সমীর কুমার সাহা। ফ্ল্যাগ নাড়িয়ে বাসদুটির যাত্রা শুরু হয় এদিন। একটি বাস কাটোয়া থেকে দিঘা (ভায়া বর্ধমান, আরামবাগ)। অন্যটি কাটোয়া থেকে পুরুলিয়া (ভায়া দুর্গাপুর, বাঁকুড়া)। প্রতিদিন এই বাসগুলি কাটোয়া থেকে ছাড়বে এবং দিঘা ও পুরুলিয়া থেকে ফিরে আসবে। দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়া থেকে সরাসরি এই রুটগুলিতে কোনও সরকারি বা বেসরকারি বাস পরিষেবা ছিল না। নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা শহরের মানুষের জন্য যেমন সহায়ক, তেমনই পর্যটন শিল্পেরও বড়সড় সম্ভাবনা তৈরি করল।

২১ শে জুলাইয়ের সমর্থনে বৈঠক ও দেয়াল লিখন শুরু তৃণমূলের

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

২১শে জুলাই কে সফল করার উদ্যেশ্যে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা হয়।

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জেলার যুব সহ সভাপতি শাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব, সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি ওয়াসিম সরকার, জেলা পরিষদের দুই সদস্যা কল্পনা সাঁতরা ও শোভা দে সহ প্রতিটি পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধান এবং অঞ্চল সভাপতিরা। এদিনের এই আলোচনা সভায় আগামী ২১ শে জুলাই ধর্মতলায় শহীদ স্মরণে যে সমাবেশের আয়োজন করা হয় সেই সমাবেশকে সফল করতে কি কি করনীয় তা প্রত্যেক অঞ্চল নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়াল লিখনও সুরু হয়েছে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন জানিয়েছেন, ২১শে জুলাই প্রত্যেকটা তৃণমূল কর্মীর একটি আবেগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত কে শক্ত করতে ওই দিন রাজপথকে ভরিয়ে দিতে হবে। ঐদিন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের যে নির্দেশ দেবেন সেই নির্দেশও অক্ষরে অক্ষরে তাদের মেনে চলতে হবে বলে জানান। কোন অঞ্চল থেকে কতজন মানুষ যাবেন, কিভাবে যাবেন, তার সমস্ত ব্যবস্থাও এদিন বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তারই সঙ্গে তারা বলেন সরকারি যে সমস্ত কাজ বা প্রকল্প।

সেগুলোকে সফলভাবে রূপায়ণ করতে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে হবে। সভার পর একুশে জুলাই এর সমর্থনে একটি দেওয়াল লেখায় অংশ নেন ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

বেশি মুনাফা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে জালিয়াতি, টাকা উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বারাসাত

বাজার দরের থেকে বেশি টাকা মুনাফা পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা জালিয়াতি হয়। অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্তে নেমে টাকা উদ্ধার করল বারাসাত সাইবার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মাসখানেক আগে অজানা নাম্বার থেকে ফোন আসে গোবরডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা সুশোভন মন্ডলের কাছে। ওই ব্যক্তি জানায় ট্রেড ইনভেস্টমেন্টে অর্থ বিনিয়োগ করলে স্বল্পদিনে দ্বিগুণ অর্থ লাভ হবে। প্রথম অবস্থায় কিছু টাকা বিনিয়োগে পর সুশোভনের মুনাফা পাওয়ায়। পরবর্তীতে প্রায় দফায় দফায় ১২,৩৮,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেন বিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টে। এরপর মুনাফার টাকা সহ আসল তুলতে চাইলে ওপারে থাকা ব্যক্তিরা তাকে জানায় আরো প্রায় ২০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ করতে হবে তবেই তার মুনাফা সে তুলতে পারবে। একথা শোনার পরই সুশোভন বুঝতে পারে কোনভাবে প্রতারিত হয়েছেন। পরবর্তীতে ১২মার্চ, গোটা বিষয়টির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বারাসাত সাইবার থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে সুশোভন যে সমস্ত অ্যাকাউন্টে এই টাকা পাঠিয়েছে। সেগুলি ভিন রাজ্য থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তদন্ত নেমে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে প্রায় ৪,৫১,৩৬০ টাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে সুশোভনের হাতে পুনরুদ্ধার করা টাকা তুলে দেয়া হয় বারাসাত সাইবার থানার পক্ষ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে, এখনো তদন্ত জারি সমস্ত টাকা উদ্ধার করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। টাকা ফেরত পাওয়ায় পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুশোভন বাবু।

ট্রেন আসছে দেখে নদীতে ঝাঁপ দাদু ও নাতনির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কাকদ্বীপ

ট্রেন আসছে দেখে রেলব্রীজের উপর দিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন দাদু ও নাতনি।

দুজনেই আহত হয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতরা হলেন, সাধন দাস (৬০) ও দীপশিখা দেবনাথ (৬)। বাড়ি কাকদ্বীপের হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানার অক্ষয়নগর শিবপুরে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার অক্ষয়নগর থেকে রেলব্রীজ পেরিয়ে দাদু ও নাতনি পায়ে হেঁটে কাকদ্বীপ স্টেশনে যাচ্ছিলেন। সেই সময় কাকদ্বীপ স্টেশন থেকে একটি ট্রেন ছেড়ে নামখানার দিকে যাচ্ছিল। ট্রেনটি যখন রেলব্রীজের কাছে চলে আসে, তখনই দাদু ও নাতনি হকচকিয়ে যান। তাঁরা জীবন বাঁচানোর তাগিদে রেলব্রীজ থেকে কালনাগিনী নদীতে ঝাঁপ দেন। তাঁদের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা নদীতে নেমে দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমান দুজনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই সময় নদীতে ঝাঁপ না দিলে দুজনেই ট্রেনে কাটা পড়তো।

৪২ দিনের জনসচেতনতা কর্মসূচি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল স্পোর্টস এন্ড কালাচারাল ক্লাবস কো-অর্ডিনেশন সোসাইটি'র উদ্যোগে এবং পরিবেশ রক্ষার্থী সংগঠন আসার এর সহযোগিতায় 'প্লাস্টিক দূষণকে পরাস্ত করো' ও 'আমরা চাই নির্মল বাতাস'র সমর্থনে ১ জুন থেকে ১১ জুলাই ২০২৫ অবধি ৪২ দিন ব্যাপী জনসচেতনতা কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে গ্রীনোভেশন ক্লাব অফ ডি.এস.এম.এস কলেজ এর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে সচেতনা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার আবেদন সহ আমরা চাই নির্মল বাতাস শীর্ষক স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে ৪০ জন ছাত্র -ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছেন। বহু ছাত্র ছাত্রী স্বাক্ষর করেছেন। এই কাজ চলবে। জুলাই মাসে জেলা শাসকের কাছে সংগৃহীত সমস্ত স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন জেলা শাসকের কাছে জমা দেওয়া হবে। পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী কবি ঘোষ, গ্রীনোভেশন ক্লাবের পক্ষে কৌশানী গুন সবুজের অভিযানে সামিল সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সেতুর রাস্তা সারাইয়ের দাবি স্থানীয়দের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেমারি

মেমারি-তারকেশ্বর রোডের পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের চৌবেরিয়া পুলের রাস্তা খানা খন্দে পরিণত হওয়ায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে প্রশাসনিক আধিকারিকরা যাতায়াত করলেও কোনরকম মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি জামালপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে। গুরুত্বপূর্ণ এই রাজ্য সড়কটি তারকেশ্বর থেকে জামালপুর, জামালপুর থেকে মেমারি এই রুটে কয়েক হাজার হাজার গাড়ি প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে।

দীর্ঘদিন ধরে চৌবেরিয়া পুল অর্থাৎ ব্রিজটির রাস্তা অতীব বেহাল পরিণত হয়েছে। গর্ত সৃষ্টি হয়েছে ব্রিজের মাঝখানে, যেখানে বাইক ও টোটো সহ ছোট যান চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। প্রায়শই দুর্ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে বলে জানা যায়। এই দুর্ঘটনা কমাতে দ্রুত প্রশাসন যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই দাবি তুলেছেন এলাকাবাসী ও নিত্যযাত্রীরা।

গুজরাতে বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের শ্রদ্ধা নিবেদন আইনজীবীদের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বনগাঁ

বৃহস্পতিবার গুজরাতের আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা শোকোস্তব্ধ গোটা দেশ। নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে আইনজীবীরা আদালত চত্বরে কালো কালো ব্যাচ পরিয়ে নিহতদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে নীরবতা পালন করে। আইনজীবীদের পাশাপাশি আদালতের বিচারকরাও উপস্থিত ছিলেন এই শোক সভায়। বনগাঁ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সমীর দাস বলেন, এমন বিমান দুর্ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এই ঘটনায় আমরা শোকস্তব্ধ। নিহতদের সম্মান জানাতে আদালত চত্বরে আমরা উপস্থিত হয়েছি।

ওয়াকফ সম্পত্তি কালা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে উস্থিতে মানব বন্ধন

সকালের শিরোনাম
বাইজিদ মন্ডল
ডায়মন্ড হারবার

শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর সারা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন যায়গায় মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এর ডাকে ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন সারা পশ্চিম বাংলার পাশাপাশি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভাবে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। পাহাড় থেকে সাগর ব্লক পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করেছেন পশ্চিম বঙ্গের শান্তি প্রিয় মুসলিম উম্মাহ ও সাধারণ মানুষ। এদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট পশ্চিমের উস্তি থানা এলাকায় শান্তি প্রিয় মুসলিম উম্মাহর মানুষ ওয়াকফ সম্পত্তি কালা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। তারা ব্যানার ফেস্টুন ও ফ্লাক নিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করতে রাস্তায় নেমেছেন। ঠিক জুম্মার নামাজের পর পর ওয়াল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এর নির্দেশ মেনে এই কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মগরাহাট পশ্চিমের জামিয়াত উলামায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম সর্দার এবং মাস্টার আবদুর রাজ্জাক সর্দার, মাস্টার সুজাউদ্দিন সাহেব এবং ফ্যাটারনিটি মুভমেন্ট এর রাজ্য সভাপতি মানোয়ার হোসেন মোল্লা সহ আরো অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রমুখ। এদিন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিভিন্ন যায়গায় জুম্মার নামাজ আদায় পর মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রত্যেক এলাকার মসজিদ এর ইমাম মুয়াজ্জিন ও অন্যান্য সকল মুসল্লিরা এই মানববন্ধন কর্মসূচি তে ভাগ নেয়। প্রত্যেক মুসলিম উম্মাহর শান্তি প্রিয় মানুষ হাতে ব্যানার ফেস্টুন ও ফ্লাক নিয়ে ওয়াকফ সম্পত্তি কালা আইন প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান।

সার্ভিস রোডে জঞ্জাল আবর্জনা, পদক্ষেপ বিডিও'র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় সার্ভিস রোডে দীর্ঘদিন ধরে জমা হয়েছে জঞ্জাল ও আবর্জনা। আর সেই ছবি নজরে আসতেই পদক্ষেপ নিলেন বিডিও। এই রাস্তা ধরে একদিকে যেমন শান্তিপুরে যাওয়া যায় ঠিক তেমনি রানাঘাট এবং অন্যদিকে বাদকুল্লা, তাহেরপুর যাওয়ার জন্য এই রাস্তা ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রতিদিন হাজার হাজার সাধারণ মানুষ চলাফেরা করে। অভিযোগ দিনের পর দিন সার্ভিস রোডের পাশে জমা হওয়া জঞ্জাল থেকে বের হচ্ছে দুর্গন্ধ, যার ফলে মানুষকে নাক ঢেকে চলাফেরা করতে হয়। আর এই ছবি নজরে আসতেই শান্তিপুর বিডিও, ফুলিয়া পুলিশ প্রশাসন এছাড়াও নবলা, বেলঘড়িয়া ১ টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহ ফুলিয়া রেল বাজার এবং ফুলিয়া কোপারেটিভ বাজারের সদস্যদের নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন শান্তিপুরের বিডিও সন্দীপ ঘোষ। জানা গেছে ফুলিয়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে কোনরকম নোংরা আবর্জনা না ফেলার আবেদন করেন পাশাপাশি সেখানে বসানো হয়েছে একটি সাইনবোর্ড। এ বিষয়ে শান্তিপুরের বিডিও সন্দীপ ঘোষ জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে সকলকেই জানানো হয়েছে, সেখানে নজরদারি চালানো হবে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে।

জীবনকৃতি সম্মান পেলেন নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতীক দে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রখ্যাত বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতীক দে-কে গণপতি বসু জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি এবং গণপতি বসু স্মৃতি সমাজকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর বাসভবনে গিয়ে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হলো। এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি তথা সঙ্গীতগুরু জয়ন্ত সাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব দুলাল আঢ্য, সঙ্গীতশিল্পী আলোকবরণ মাইতি, আর সি এফ সি-র সভাপতি চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, আয়োজক সংস্থার কার্যকরী সভাপতি কৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি, সংস্থার সম্পাদক তারাপদ দে এবং গণপতি বসুর পুত্র চন্দন বসু প্রমুখ। প্রসঙ্গত, গত বছর ২০ আগষ্ট প্রয়াত সমাজসেবী, মেদিনীপুরে সবুজ বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃৎ গণপতি বসুর জন্মশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সংস্থার পক্ষে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতি ব্যক্তিদের সংস্থার পক্ষ থেকে জীবনকৃতি সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছিল। প্রতীক দে বার্ধক্য জনিত কারণে এবং অসুস্থতার কারণে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তাই এদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে সম্মানিত করা হলো। সম্মাননা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ৮৪ বছর বয়স্ক নাট্যব্যক্তিত্ব প্রতীক দে।

অসহায় রোগীর পাশে শিক্ষক অমল সরেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

গত ৩১ মে সকালবেলা বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয় ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের মৌপাল গ্রামের প্রায় ৩০ বছর বয়সী যুবক শ্রীরাম টুডু। ওখানে চিকিৎসার পরে গত ৩ জুন উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অথবা চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজে রোগীকে রেফার করা হয়। ঐ দিনই কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী শ্রীরাম টুডু কে ভর্তি করা হয়। শ্রীরাম টুডু খ

ুব দরিদ্র পরিবারের ছেলে, তার স্ত্রী ও দুটো ছোট ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। শ্রীরাম টুডুর বাবা বছর তিনেক আগে মারা যান, ওর মা আছে। পরিবারের একমাত্র অর্থ উপার্জন কারী সে। পেশায় গাড়ির চালক। তাই ওই অসহায় পরিবারের যুবক শ্রীরাম টুডুর চিকিৎসার জন্য তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় জামবনি ব্লকের বালিবাঁধ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক অমল সরেন। তিনি শ্রীরাম টুডুর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি কলকাতায় গিয়ে রোগীর পাশে থেকে তার খে াঁজ খবর নিচ্ছেন। তবে ওই রোগীর অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। শিক্ষক অমল সরেন বলেন, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব ওই রোগীকে সুস্থ করে তোলার জন্য যাবতীয় সহযোগিতা করার। খুশি ওই অসহায় রোগীর পরিবারের সদস্যরা।

রবীন্দ্র-নজরুল শিক্ষা সংস্কৃতির মেলবন্ধন অনুষ্ঠান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কল্যাণী

রবীন্দ্র-নজরুল শিক্ষা সংস্কৃতির মেলবন্ধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো নদিয়ার কল্যানী ঋত্বিক সদনে। শুক্রবার দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নদীয়া দক্ষিণ রানাঘাট সাংগঠনিক জেলার আয়োজনে সেই সঙ্গে কল্যানী চক্র ও কল্যানী ২ নম্বর চক্রের ব্যবস্থাপনায় বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কে স্মরণ করা হয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠান শুরু হয় দুপুরে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মেন্টর বানী কুমার রায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ দীপক কুমার বসু, কল্যানী পৌরসভার পৌরপতি নীলিমেশ রায়চৌধুরী , উপ পৌরপতি, সংঘটনের রাজ্য সহ সভাধিপতি অনুপম পাল সহ স্থানীয় নেতৃত্ব এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা। অনুষ্ঠানটি সার্থক করতে নদীয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি নবীন ঘোষ, সন্তু ভদ্র শঙ্কর মৈত্রের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বাল্য বিবাহ রুখতে সচেতনতা প্রচার

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক অফিসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার জোতশ্রীরাম হাই স্কুলে বাল্য বিবাহ নিয়ে একটি সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও রুদ্রেন্দু নন্দী, জোতশ্রীরাম অঞ্চল প্রধান আরিফা মন্ডল, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্যামচাঁদ হেমব্রম সহ অন্যান্যরা। বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা অংশ নেয় এদিনের এই সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায়। মূলত অল্প বয়সে বিবাহ করার কী কী অসুবিধা, কী খ ারাপ ফল হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়। অল্প বয়সে মা হলে কী ক্ষতি হতে পারে ।সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। রাজ্য সরকার মেয়েদের জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছে। সেই প্রকল্পের সুবিধা নিয়েই মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। নির্দিষ্ট বয়সের পর তাদের বিবাহ করতে হবে এবং তার জন্যও রুপশ্রী প্রকল্প আছে। বিডিও পার্থ সারথী দে বলেন ডি এম ম্যাডামের নির্দেশে তিনি ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে স্কুল গুলিতে বাল্য বিবাহ রোধে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান করছেন। সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক বলেন রাজ্যের মুখ ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁর কন্যাশ্রীদের জীবন প্রতিষ্ঠিত করার। সে জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছেন তিনি। যে কোনো মূল্যে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে তাঁদের।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু দুই বাইক আরোহীর, আহত টোটো চালক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেস্বর

বেপরোয়া গতির বলি হলো দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেস্বরের মধ্যমগ্রাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার বিকালে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে টোটোর পিছনে ধাক্কা মারে একটি বাইক। এর পরেই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হয় দুই বাইক আরোহী সহ টোটো চালক।

আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। হাসপাতালের চিকিৎসকরা বাইক আরোহী দুই জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত টোটো চালক এখনো চিকিৎসাধীন হাসপাতালে। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের মধ্যমগ্রাম পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় মেমারী মালডাঙ্গা রাস্তায়। জানা গিয়েছে, মন্তেশ্বরের ভাগড়া মূলগ্রাম পঞ্চায়েতের তাজপুর গ্রামের দুই যুবক দ্রুতগতির বাইক চালিয়ে সাতগাছিয়া থেকে কুসুমগ্রামের দিকে আসছিল। সেই সময় সাতগাছিয়া অভিমুখে যাওয়া একটি টোটোকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনাসামনি সজোরে ধাক্কা মারে। দুই বাইক আরোহী ছিটকে পরে রাস্তায়। হেলমেট বিহীন অবস্থায় ছিল দু'জনেই। ফলে মাথায় গুরুতর চোট লাগে।ধাক্কা'র জেরে টোটো চালকও পরে যায় রাস্তায়। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা গুরুতর জখম দুই বাইক আরোহীকে মন্তেশ্বর ব্লক হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান। পাশাপাশি জখম টোটো চালককে পাহাড়হাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। টোটোতে চালক একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। মন্তেশ্বর হাসপাতাল থেকে দেহ দুটি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। শুক্রবার কালনা মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য।

বাইক সহ টোটো উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত দুজনের নাম আলমগীর মোল্লা ও মজিবুল হক মোল্লা। দুই জনেরই বয়স আনুমানিক ১৯ থেকে ২০ বছর।

দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাল চুরির অভিযোগ কর্মীর বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আরামবাগ

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চাল চুরির অভিযোগ উঠল অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর বিরুদ্ধে।

সেন্টারে মজুত চাল পলিথিনে ভরার সময় অভিভাবকরা হাতেনাতে ধরলেন ওই কর্মীকে।

শুক্রবার সকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোঘাটের মান্দারণ পঞ্চায়েতের কাটাগড়িয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। এই ঘটনায় অভিভাবক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে আটকে রাখেন।

খবর পেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সেখানে হাজির হলে অভিযুক্ত কর্মীকে সিডিপিও অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ, প্রতিদিনই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে চাল, ডাল চুরি করে ওই কর্মী বাড়ি নিয়ে যান। শিশুদের পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হয় না। রান্নার গুণগত মানও খুব খ ারাপ। এমনকী সেন্টারের জ্বালানি পর্যন্ত বাড়ি নিয়ে চলে যান বলে অভিযোগ। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী।

২২ রোহিঙ্গা গ্রেপ্তার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাদুড়িয়া

মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে এসেছিল রোহিঙ্গারা। হায়দরাবাদ সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তারা থাকছিল। ফের তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ ফেরার চেষ্টা করছিল। সেই সময় তাদের গ্রেপ্তার করা হল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাটের বাদুড়িয়া থানার শায়েস্তানগর এলাকায়। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে রাষ্ট্র সংঘের রিফিউজি পরিচয়পত্র। ধৃতরা কী কারণে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে থাকছিল? কী কারণে তারা এদেশে ঘাঁটি গেড়েছিল? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে শায়েস্তানগর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের লবঙ্গ এলাকায় ২২ জনকে ইতস্তত ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। স্থানীয়দের তাদের দেখে সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। বাদুড়িয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তাদের কথায় একাধিক অসঙ্গতি পাওয়া যায়। কোনও বৈধ কাগজপত্রও ছিল না তাদের কাছে। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ ফেরার পরিকল্পনা ছিল তাদের। সেজন্যই গভীর রাতে তারা ওই এলাকায় পৌঁছেছিল। এরপরই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা, চার পুরুষ ও ১৩ জন শিশু রয়েছে। ধৃতরা জানিয়েছে, মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল ১০ বছর আগে। দেশেরই বিভিন্ন বড় শহরে তারা এই এক দশক থেকেছে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। তারপর থেকে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের ধরতে অভিযানও চলছে। সেই থেকেই তারা বাংলাদেশ ফেরার পরিকল্পনা করে। একাধিক রাজ্য পেরিয়ে তারা বসিরহাটে এসে পৌঁছয়। দালালের মাধ্যমে তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বলে অনুমান তদন্তকারীদের। কারও কাছে এই বিষয়ে কোনও তথ্য ছিল না! কী কারণে তারা এদেশে ছিল? নাশকতা-সহ অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল কি তাদের? সেসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শুক্রবার ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

২০০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

গাঁজার পর এবার কফ সিরাপ উদ্ধার ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় থানার বৈতা এলাকা থেকে। প্রায় দুই হাজার বোতল কফ সিরাপ উদ্ধার করে পুলিশ। মেদিনীপুর হয়ে ঝাড়গ্রাম যাওয়ার সময় লালগড় থানার বৈতায় একটি ট্রাক আটক করে তল্লাশি অভিযান চলায় ঝাড়গ্রামের এসডিপিও সামিম বিশ্বাস এর নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা। তখনি ৬ টি ব্যাগে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমান নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। প্রায় দুই হাজার বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সহ দুজন যুবককে আটক করে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। সুত্র মারফৎ লালগড় থানায় খবর আসে একটি ট্রাক মেদিনীপুর হয়ে ঝাড়গ্রামের দিকে যাচ্ছে সেই গাড়িতে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ রয়েছে। সেই সূত্র মারফত শুক্রবার লালগড় থানার পুলিশ বৈতা তে সে গাড়িটি কে চিহ্নিত করে আটক করে এবং তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় দুই হাজার বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ । সেই ঘটনায় ওই ট্রাকটিকে সিজ করে এবং দুজন যুবককে গ্রেফতার করে লালগড় থানার পুলিশ। এই নিষিদ্ধ কফ সিরাপ চক্রে আরো কে বা কারা রয়েছে এবং এই কফ সিরাপ কোথায় পাচার করা হচ্ছিল তা জানতে পুলিশ ধৃত দুই যুবক কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

বার্নপুর নেতাজি সুভাষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদের ১৫ তম সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বার্নপুর

বার্নপুর নেতাজি সুভাষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ বার্নপুরের ত্রিবেণী মোড়ের সম্প্রীতি ভবনে শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আসানসোল পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা সংগঠনের আহ্বায়ক অশোক রুদ্রের উদ্যোগে হওয়া এই অনুষ্ঠানে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ২১৫ জন কৃতি পড়ুয়া ও যুব ক্রীড়া প্রতিভার জন্য সম্মানিত করা হয়।

নেতাজি সুভাষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি ছিল ১৫ তম বছরের। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সংগঠনকেও তাদের কাজ ও সেবার জন্য সম্মানিত করা হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। ছিলেন আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র ওয়াসিমুল হক, মেয়র পারিষদ গুরুদাস ওরফে রকেট চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই অনুষ্ঠানে সকলেই অশোক রুদ্র এবং নেতাজি সুভাষ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদের প্রশংসা করেন। তারা বলেন, এই সংগঠন গত ১৫ বছর ধরে এই এলাকার কৃতি পড়ুয়া, ক্রীড়া প্রতিভা সহ অন্যদেরকে যেভাব উৎসাহিত করে আসছে, তা কোন অংশেই কম নয়। গুজরাটে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোক প্রকাশ করে শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে। তাই দুর্ঘটনা কেন ঘটেছে সে সম্পর্কে এখনই কিছু বলা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তবে তিনি এই দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট তদন্তের দাবি জানিয়েছেন যাতে দুর্ঘটনার আসল কারণ উদঘাটিত হয়। এর পাশাপাশি তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন।

নীল ছবি দেখিয়ে নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণ, অভিযোগ সৎ বাবার বিরুদ্ধে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বসিরহাট

অশ্লিল ভিডিও দেখিয়ে নাবালিকা কন্যাকে লাগাতার ধর্ষণের অভিযোগ সৎ বাবার বিরুদ্ধে।

বসিরহাটের হাড়োয়া থানা এলাকার ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩ বছরের নাবালিকা কন্যাকে ভিডিও দেখিয়ে এবং বিভিন্ন ভাবে আকর্ষণ করে নাবালিকা কন্যাকে তিন থেকে চার মাস ধরে লাগাতার ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো সৎ বাবার বিরুদ্ধে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্ষণ করার পরেও বিষয়টি যাতে জানাজানি না হয় তার জন্য লাগাতার হুমকি দিতেন ওই গুণধর সৎ বাবা। তারপর পরে বিষয়টি জানাজানি হতেই নাবালিকা কন্যার মাসি হাড়োয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ পক্সো আইনে একটি মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ইতিমধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আব্দুল্লা মন্ডল। অন ্যদিকে বিষয়টি ১০৯৮ এর মাধ্যমে চাইল্ড লাইনে জানালে জেলা শিশু সুরক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকেও বিষয়টি নজরে রাখা হয়েছে এবং তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে বিষয়টি ইতিমধ্যে খোঁজখবর শুরু করেছেন। চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি তমাল রায় বলেন, এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করছি এবং নাবালিকা কন্যার পাশে আমরা আছি যতক্ষণ পর্যন্ত এই দোষী ব্যক্তি শাস্তি না পাচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ধৃতকে শনিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

জঙ্গল থেকে এক নাবালক উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর এলাকা থেকে শুক্রবার প্রায় পাঁচ বছর বয়সী এক নাবালককে উদ্ধার করল ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ।শিশুটি তার নাম পরিচয় ঠিকানা কিছুই বলতে পারছে না।

ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ উদ্ধার হওয়া নাবালক কে শিশু সুরক্ষা কল্যাণ দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছে। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে শুক্রবার সকালে ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর এলাকার এক বাসিন্দা স্থানীয় জঙ্গলে শুকনো কাঠ কুড়োতে গিয়ে দেখতে পায় জঙ্গলের ভিতরে একটি নাবালক ছেলে বসে রয়েছে। তার সাথে আর কেউ নেই। যার ফলে ওই ব্যক্তি জঙ্গলে থাকা নাবালককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং বিষয়টি পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ এবং শিশু সুরক্ষা কল্যান দপ্তরের আধিকারিকরা রাধানগর গ্রামে গিয়ে ওই শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

উদ্ধার হওয়া শিশুটির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশের পক্ষ থেকে শিশুটির পরিচয় জানার জন্য খোঁজ খবর শুরু করা হয়েছে।

তবে শিশু সুরক্ষা কল্যাণ দপ্তরে ছেলেটি সুস্থ ও ভালো রয়েছে। হাসি খুশি মনে খেলাধুলা করছে।

কিন্তু কথা বলতে পারলেও নিজের নাম ও তার বাড়ি কোথায় সে বলতে পারছে না।

মহিলা ও প্রতিবন্ধী কোচে অনুমোদনহীন ভ্রমণ আটকাতে কড়া নজরদারি

তিন বছরে গ্রেফতার প্রায় ২১ হাজার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশন মহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন বা প্রতিবন্ধীদের কোচে অনুমোদনহীন বা আইন ভেঙে ভ্রমণ আটকাতে তাদের চেষ্টা জোরদার করেছে। যার ফলে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ ভ্রমণ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যকে আরো জোরদার করা হয়েছে। মহিলা এবং দিব্যাঙ্গজনদের (প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের) জন্য সংরক্ষিত এই কোচগুলি নির্দিষ্ট করা লোকদের নিরাপদ এবং আরামদায়ক ভ্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রেল আইনের ধারা ১৬২ নং ধারা অধীনে ধারাবাহিক প্রয়োগের অংশ হিসাবে, আসানসোল ডিভিশন গত তিন আর্থিক বছরে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ২০২২-২০২৩ সালে মোট ৪,৬১০টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৭,২১৬ জনকে গ্রেফতার এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে। তাদের কাছ থেকে ১১,০৬, ৮২৪/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছিল। ২০২৩-২০২৪ সালে মামলার সংখ্যা বেড়ে ৫,২০৪ তে দাঁড়ায়। যার মধ্যে ৭,০৮৪ জনকে গ্রেফতার এবং দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে ১২, ৭২,১৫০/- টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছিল। ২০২৪-২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত ৪,৬৩৫টি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। ৬,৩৯৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারমধ্যে ৬,৩৯২ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ও তাদের কাছ থেকে ১২,০০,৭০০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানগুলি প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণের উপর অব্যাহত মনোযোগ নির্দেশ করে। এই সংরক্ষিত কোচগুলির নিরাপত্তা ও নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিত করার জন্য আসানসোল ডিভিশন একটি বিস্তৃত কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত পরিদর্শন, আকস্মিক চেকিং এবং রেল আইনের অধীনে অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তি। এছাড়াও, যাত্রীদের এই নির্ধারিত কোচগুলিকে সম্মান করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার শুরু করা হয়েছে। পোস্টার, জনসাধারণের ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রচার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের সংরক্ষিত প্রকৃতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের রেল হেল্পলাইন নম্বর ১৩৯ বা অন্যান্য অভিযোগ প্রতিকার প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লঙ্ঘনের প্রতিবেদন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সতর্কতার সংস্কৃতি প্রচারের মাধ্যমে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য নারী এবং দিব্যাঙ্গ যাত্রীদের ক্ষমতায়ন করা, ভ্রমণের সময় তাদের আত্মবিশ্বাস এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলে রেলের তরফে বলা হয়েছে।

কালিগঞ্জে জনসংযোগে তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি

জ্যৈষ্ঠের দাবদাহ। তাপমাত্রার পারদ চড়ছে নিয়মিত। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপের তুলনায় সে যেন কিছুই নয়। সামনে ১৯ জুনের উপনির্বাচন। তার আগেই প্রচারের চরমে কালীগঞ্জ। শুক্রবার সকাল হতেই দেবগ্রামের অলিগলি চষে ফেললেন তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। কোথাও হুড খোলা গাড়িতে, কোথাও আবার পায়ে হেঁটে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে হাত মেলানো , কথা বলা , সবই ছিল তালিকায়। কর্মী-সমর্থকদের স্লোগানে জমজমাট এলাকা। অন্যদিকে, এক ইঞ্চিও জমি ছাড়ছেন না বিজেপির আশীষ ঘোষ।

সকাল থেকে শুরু করে একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচারে ঘুরেছেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন স্থানীয় নেতৃত্ব এবং কর্মী বাহিনী।

তবে নজর কেড়েছে বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী কাবিলউদ্দিন শেখ -এর প্রচারও।

১৪ জুন ২০২৫ শনিবার

নয়নজুলী থেকে উদ্ধার বাসকর্মীর মৃতদেহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দত্তপুকুর

দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত বারাসাত রিজেন্ট গার্মেন্টিস পাশে সাঁতরাগাছি নিউ টাউন বাস স্ট্যান্ড পাশে নয়নজুলীর থেকে উদ্ধার হল প্রশান্ত সিংহ রায়(৫৫) নামক এক ব্যক্তির মৃতদেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রশান্তে ্সর বাড়ি বনগাঁর বয়রা গ্রামে। সাঁতরাগাছি - নিউ টাউন বাস রুটের একজন বাস চালক ছিলেন প্রশান্ত। গতকাল দুপুরের পরে থেকে তাকে আর দেখা যায়নি স্ট্যান্ডে। অন্যান্য বাস কর্মীরা ভেবেছিল তিনি বাড়িতে চলে গিয়েছেন। শুক্রবার তার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন । এই ঘটনার পরই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় দত্তপুকুর থানায় । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য বারাসাত মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি প্রশান্তের বাড়িতেও খবর দেয়া হয়েছে বাসস্ট্যান্ডের পক্ষ থেকে। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনা তদন্ত শুরু হয়েছে।

আগুনের গোলায় আহত হাতি, নিন্দায় মুখর পশুপ্রেমীরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

ফের হুলা পার্টির অদক্ষতায় বিপদের মুখে পড়তে হলো এক দাঁতালকে। হাতির পাল কে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হুলা পার্টির সদস্যর ছোঁড়া আগুনের গোলায় আহত হয়েছে একটি দাঁতাল। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে হাতির পালকে কলাইকুন্ডা বনাঞ্চল থেকে ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া বনাঞ্চলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। এদিন ২৫ টি হাতিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এক বছর আগে ঝাড়গ্রামে একই ভাবে হাতির পালকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হুলা পার্টির সদস্যরা একটি হাতি কে বর্শা ছুঁড়ে মারেন । তা গেঁথে যায় এক মাদি হাতির পেটে। ওর পেটে বাচ্চা ছিল। কয়েকদিন পর ওই হাতি ও তার পেটে থাকা বাচ্চা মারা যায়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো বুধবার। বন্য প্রাণী সুরক্ষা নিয়ে কাজ করা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে এনিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে। হাতি তাড়ানোর কাজে অদক্ষ হুলা পার্টির সদস্যদের জন্য জীবনের চরম মূল্য চোকাতে হচ্ছে নিরীহ বন্য প্রাণী দের। বন বিভাগের এক আধিকারিক জানান , ইতিমধ্যে এ ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই হাতির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পিঠের উপর কিছুটা অংশ পুড়ে গেছে। যার ফলে ওই ঘটনার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন পশুপ্রেমীরা। তারা ওই ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি জানান।

শেষ হলো এসএফআই-এর দুদিনের পদযাত্রা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পশ্চিম মেদিনীপুর

শুক্রবার বিকেলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লকের ভাদুতলায় আয়োজিত প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হলোএস এফ আই এর ১৮ তম সর্বভারতীয় সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রাক্তন এস এফ আই নেতা নাড়াজোল রাজকলেজের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শহিদ জুলফাই মল্লিক ও এস এফ আই নেতা শহিদ তিলক টুডু'র স্মৃতিতে আয়োজিত দুদিনের শহিদ স্মরণে পদযাত্রা। শুক্রবার সকালে ১০ টা নাগাদ মেদিনীপুর কলেজ গেটে নেতাজী মূর্তির পাদদেশ থেকে দ্বিতীয় দিনের পদযাত্রা শুরু হয় মেদিনীপুর কলেজের কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত বিপ্লবীদের ও মনীষীদের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য দানের মাধ্যমে। সূচনা লগ্নে পদযাত্রী দের পাশাপাশি এস এফ আই এর প্রাক্তনীরা ও শুভানুধ্যায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। পদযাত্রা সিপাই বাজার, কেরানী চটি হয়ে ভাদুতলা পৌঁছায় ।কেরানীচটিতে সিধু-কানুর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয় এস এফ আই এর পক্ষ থেকে ।তিলক টুডু ব্রিগেড নামের অপর একটি পদযাত্রা শহীদ তিলক টুডুর জন্মভূমি শালবনীর ব্লকের বেঁউচা গ্রাম থেকে শুরু হয়ে এদিন বিকেলে ভাদুতলা পৌঁছায়। এদিনের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দীপ্সিতা ধর, রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে, জেলা সম্পাদক রণিত বেরা ,জেলা সভাপতি সুকুমার মাঝি প্রমুখ। বক্তারা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈরাজ্যের তীব্র সমালোচনা করেন। পাশাপাশি কলেজ গুলিতে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানান, সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি বিভাজনের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন এস এফ আই নেতৃত্ব। দুদিনের এই পদযাত্রার সূচনা হয় বৃহস্পতিবার সকালে জুলফাই মল্লিকের গ্রাম কেশপুর ব্লকের উচাহার গ্রামে সংক্ষিপ্ত সভার মধ্য দিয়ে। উচাহার থেকে পদযাত্রা কেশপুরে আসে। সেখান থেকে পাঁচখুরি, এলাহীগঞ্জ হয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধর্মা হয়ে মেদিনীপুর শহরে প্রবেশ করে। এরপর সেখান থেকে গোলকুঁয়া, বটতলা কেরানিতলা, ক্ষুদিরাম মোড় হয়ে রাত্রি আটটা নাগাদ পঞ্চুর চকে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে পৌঁছায় এই পদযাত্রা। সেখানে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ।সান্ধ্যকালীন সমাবেশে দীপ্সিতা ধরের বক্তব্য শুনতে হাজির হয়েছিলেন বহু মানুষ। পঞ্চুর চকের সভায় এস এফ আই এর বর্তমান নেতৃত্বদের পাশাপাশি সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব গোপাল প্রামাণিক, কুন্দন গোপ, শুভাশিস পাইন, সৌগত পান্ডা, প্রসেনজিৎ মুদি প্রমুখ ।সভা শুরুর আগে গুজরাট বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ব্যাক্তিবর্গকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

দুদিনের এই পদযাত্রার ছাত্রছাত্রীদের দৃপ্ত মিছিল দেখে খুশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বামপন্থী মহল।

নয়ানজুলিতে উল্টে গেল চার চাকা গাড়ি, রক্ষা চালকের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্ব বর্ধমান

শুক্রবার বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে ঘটলো এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শুক্রবার আরামবাগ থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার পথে মিরেপোতা বাজার এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় একটি চার চাকার গাড়ি। স্থানীয় সূত্রে খবর, অতিরিক্ত গতি এবং চালকের অসাবধানতার জেরেই ঘটে এই দুর্ঘটনা। গাড়িটি রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে পড়ে গেলেও সৌভাগ্যবশত বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পান চালক। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেহারাবাজার ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে উদ্ধার করে গাড়ি ও চালককে।

গাড়িটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চালক সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালেও বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে বলেই মত স্থানীয়দের।

পর্নকাণ্ডের শ্বেতাকে চড়-থাপ্পড় মারলেন তৃণমূলের বিক্ষোভকারী মহিলাকর্মীরা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

হাওড়ায় পর্নকাণ্ডের সেই শ্বেতা খ ানকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় তৃণমূলের বিক্ষোভ ঘিরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হল। শ্বেতাকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় তাঁকে চড়-থাপ্পড়ও মারলেন তৃণমূলের বিক্ষোভকারী মহিলাকর্মীরা। সেখানে ধৃতকে কোনওমতে বাঁচিয়ে অবশেষে হাওড়া আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে আপাতত হাওড়া কোর্ট লকআপে রাখা হয়েছে।

হাওড়ার বাঁকড়া অঞ্চলের বিক্ষোভকারী তৃণমূলকর্মীদের অভিযোগ, দলের নেতাদের সঙ্গে ছবি তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে দলকে কালিমালিপ্ত করেছেন শ্বেতা। তৃণমূলকর্মী শেখ আব্দুল সালাম বলেন, ও (শ্বেতা) তৃণমূলের কেউ নয়। ওর ফাঁসি হওয়া উচিত ।শ্বেতার যদিও দাবি, তআমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। একটু যাচাই করে দেখা হোক ঘটনাটা। অভিযোগকারিণী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, তওই মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। সন্তানও আছে।পর্নকাণ্ড এবং সোদপুরের তরুণীকে নির্যাতনের ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বেতা খানকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আলিপুরে ভবানী ভবনের নিকটবর্তী একটি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, হাওড়ার বাঁকড়া এলাকার ফকিরপাড়ার ফ্ল্যাটে উত্তর ২৪ পরগনার সোদপুরের বাসিন্দা এক তরুণীকে আটকে রেখে শারীরিক অত্যাচার ও যৌন নির্যাতন চালিয়েছেন শ্বেতা এবং আরিয়ান। তরুণীর

পরিবারের অভিযোগ, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের চাকরি দেবেন বলে তাদের মেয়েকে জোর করে পানশালায় কাজ করিয়েছিলেন আরিয়ান এবং তাঁর মা শ্বেতা। পরে পর্ন ভিডিয়োয় অভিনয় করানোর চাপ দেওয়া হত। রাজি না-হওয়ায় তরুণীকে অকথ্য অত্যাচার করেছেন মা-ছেলে। দিনের পর দিন তাঁকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয় বলেও অভিযোগ।গত শুক্রবার লুকিয়ে ওই ফ্ল্যাট থেকে কোনও ভাবে পালিয়ে বাড়ি ফেরেন তরুণী। তার পর থেকে তিনি চিকিৎসাধীন। বর্তমানে সাগর দত্ত হাসপাতালের আইসিসিইউ-তে রাখা হয়েছে তাঁকে। পরিবার সূত্রে খবর, তরুণীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। এর মধ্যে অভিযুক্ত শ্বেতা এবং পুত্র আরিয়ানের নানা কীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে।

বাঁকড়ায় শ্বেতার প্রতিবেশীরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করেছেন। প্রোডাকশন হাউস খুলে পর্ন ভিডিয়োর ব্যবসা করার অভিযোগ মা-ছেলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কাজ দেওয়ার নাম করে তরুণীদের নিয়ে গিয়ে দেহব্যবসা করানোর।

নজরুল সৈকতে ইমারতির কারবার, ক্ষতির মুখে বাঁধ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
টাকি

ইছামতী নদীর পাড় দখল করে সরকারি পার্কের উপরে অবাধে চলছে ইমারতি ব্যবসা। ইট, বালি, পাথর,

খোয়া রাখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, পুরপ্রধান গুরুত্ব না দেওয়ায় ভাঙনপ্রবণ এলাকায় রমরমিয়ে চলছে ইমারতি ব্যবসা। ফলে বাঁধ ভাঙছে। পুরসভার পক্ষে জানানো হয়েছে, দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ।টাকি পুরসভার ইছামতী নদীর পাড়ে কাজী নজরুল ইসলামের নামাঙ্কিত সৈকত দখল করে অবাধে চলছে ইমারতি ব্যবসা চলছে বলে অভিযোগ। যার জেরে নদীবাঁধে ভাঙ্গন বাড়ছে বলেও মনে করছেন স্থানীয় মানুষের একাংশ। ইতিমধ্যে এলাকার বাঁধের বড় অংশে বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। নদীর জলে তলিয়ে যেতে বসেছে বেশ কয়েকটি দোকান।

পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে হাসনাবাদ মধ্য বাজার সংলগ্ন নজরুল পার্ক। বহু বছর আগে পুরসভার উদ্যোগে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নজরুলের আবক্ষ মূর্তি বসিয়ে সূচনা হয়েছিল নজরুল সৈকতের। ২০১৭ সালে ফের সৌন্দর্যায়ন ও সংস্কারের কাজ হয়েছিল ।স্থানীয় অনেকে জানান, টাকির শোভা দেখ তে সারা বছর বহু পর্যটক আসেন। নজরুল সৈকত তাঁদের কাছে আকর্ষণীয় ।মিঠু ঘোষ, বন্দনা রায় বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনকে তোয়াক্কা না করে চলছে ইমারতি ব্যবসা।

আট চাকা, দশ চাকার লরি করে সেখ ানে ইট, বালি,পাথর, খোয়া এনে রাখছেন ব্যবসায়ীরা। নজরুল সৈকতের উপরে এ ভাবে চলছে ব্যবসা।

জল নেই

গরমে হাঁসফাস অবস্থার মধ্যে জলের সংকট

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দুর্গাপুর

চরম গরম। হাঁসফাঁস অবস্থা। বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে দুর্গাপুরবাসী। আর সগড়ভাঙার হাউসিং কলোনির বেশ কিছু এলাকার বাসিন্দারা তাকিয়ে জলের ট্যাপের দিকে। জল নেই সেখানেও। অভিযোগ সগড়ভাঙা হাউসিং কলোনির বেশ কিছু এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ নেই বললেই চলে। আবাসনের বাসিন্দাদের কথায় চানজলের মতো জল আসছে, মিনিট কুড়ির মতো বেশি থাকছে না জল। ব্যাস তারপরে ? তারপরে জলের চাহিদা মেটাতে কলসি বালতি নিয়ে জলের খোঁজে কিম্বা দোকানে জল কিনতে যাওয়া। এভাবেই চলছে সাত দিন ধরে। হাউসিং কলোনির বাসিন্দারা শুক্রবার দুপুর ১২ টায় দলবেঁধে ঘেরাও করলো আবাসনের কতৃপক্ষের অফিস। অবশ্য মিলেছে প্রতিশ্রুতি, সমস্যা সমাধানের নাকি চেষ্টা হচ্ছে। আবাসনের বাসিন্দাদের কথায়, হাউসিং কলোনির বেশ কিছু এলাকায় এটা দির্ঘ্যদিনের সমস্যা। এই সমস্যা নিয়েই কাটে আবাসিকদের দিন। কিন্তু প্রায় সাত দিন ধরে জল নেই এক্কেবারে। আর এই চরম গরমে জলের অভাবে চরম সংকটে আবাসিকেরা। আবাসিকদের হুঁশিয়ারি জলের সংকটের সমধান না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

বাদুড়িয়ায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা, মৃত ১ জখম ১০

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বাদুড়িয়া

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া থানা এলাকায় শুক্রবার সকাল ন'টা নাগাদ বাদুড়িয়ার কেওটশা বাসস্টপে যাত্রী বোঝাই বাস পিছন থেকে ধাক্কা মারে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ম্যাজিক গাড়িকে। ম্যাজিক গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যান কয়েকজন। মূল রাস্তায় পড়ে থাকা এক যুবকের উপর দিয়ে পিছন দিক দিয়ে দ্রুতগতিতে আসা একটি বালির লরি চলে যায়। পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান বছর ৩৯ এর ওই যুবক। যুবকের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার কেওটশা বাজারের চৌরাস্তার মোড়েই বাসস্টপে সাতসকালে এই বিপত্তি ঘটে। জখম দশ জন এবং দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাদুড়িয়া রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ম্যাজিক ও বাসটিকে চালক সহ আটক করেছে। লরিটিকে নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে যায় ।পুলিশ সন্ধান চালাচ্ছে ।এলাকার মানুষের দাবি, এই দুর্ঘটনা প্রথম নয়, প্রতিনিয়ত ঘটে। তেঁতুলিয়া- মসলন্দপুর রোড অত্যন্ত ব্যস্ততম। এই রোডে কেওটশা চৌরাস্তার মোড়ে যথাযথ ট্রাফিক পুলিশ মোতায়ন করা হয় না। যার ফলস্বরূপ দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রশাসনের কাছে স্থানীয়দের দাবী কেওটশা, রামচন্দ্রপুর, চাতরা এলাকায় দ্রুত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়ন করা হোক। তার সাথে সাথে তেঁতুলিয়া ব্রিজের কাছে মা নার্সিংহোম থেকে কুলিয়াগামী একটি রাস্তা রয়েছে। জায়গাটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, ওখানেও প্রশাসনের তরফ থেকে দ্রুত ট্রাফিক পুলিশ ও ব্যারিকেট করা হোক। প্রতিবছর তেঁতুলিয়া মসলন্দপুর রোডে একাধিক প্রাণ ঝরছে। দিনের পর দিন এর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ।প্রশাসন ও পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এদিন পুলিশকে ঘিরে স্থানীয় মানুষরা বিক্ষোভ দেখায়।

কলকাতায় যাচ্ছেন কেষ্ট

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বোলপুর

শনিবার বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটিকে নিয়ে বৈঠক তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ডাব্লুবিএসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল।

বোলপুর থানার আইসি ও অনুব্রত অডিও ক্লিপ ভাইরালের পর এই প্রথম কলকাতায় যাচ্ছেন কেষ্ট। শনিবার কলকাতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলার তৃণমূল নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করবেন রাজ্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। একুশে জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবস।

সেই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে। অনুব্রত -আইসি অডিও ক্লিপ ভাইরালের পর প্রথম কলকাতায় পা রাখছেন কেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই মেগা বৈঠকের দিকে নজর বীরভূমের রাজনৈতিক মহলের। শুধুমাত্র কেষ্ট মন্ডলই নয়, বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটি সকলেই সেই বৈঠকে থাকবেন। বৈঠকে বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব কে নিয়ে কি বার্তা দেন ? সেদিকেই তাকিয়ে বীরভূমের রাজনৈতিক মহল।

জলে ডুবে মৃত্যু শিশুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শান্তিপুর

পুকুরের জলে ডুবে মৃত্যু হল পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর। ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা পরিবারে। জল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে।

নদীয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর নিমতলা পাড়া এলাকার ঘটনা।

জানা যায় মৃত শিশুর নাম, অয়ন মুন্ডা। প্রতিবেশীদের দাবি, ওই শিশু খেলার ছলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি পুকুরের জলে স্নান করতে নামে, এরপরে তলিয়ে যায় পুকুরের জলে।

বেশ খানিকটা সময় বাদে জলে ভেসে উঠলে শিশুটিকে নিয়ে আসা হয় শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। হাসপাতালে ছুটে আসে শিশুর পরিবার, এরপর কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রত্যেকে। জানা যায়, বাবা কৌশিক মুন্ডা দিনমজুরের কাজ করে। বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও ছেলে যে কখ ন পুকুরে স্নান করতে গেছে তারা বুঝে উঠতে পারিনি। স্বাভাবিকভাবেই পাঁচ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় এখন শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

গাছ কাটা বন্ধ করলো পুলিশ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নবদ্বীপ

অবৈধভাবে গাছ কাটা বন্ধ করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে নদিয়ার নবদ্বীপে। সূত্রের খবর, নদিয়ার নবদ্বীপ পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দ দিঘীর পাড় এলাকায় একটি পুকুরের পাড়ে বাগানে থাকা বেশ কিছু গাছ অবৈধভাবে কাটছিল। জায়গার মালিকে স্থানীয়রা প্রথমে মৌখিক ভাবে বাধা দিলেও কোন কর্ণপাত করেনি জায়গার মালিক। পরবর্তীতে স্থানীয়রা খবর দেয় পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। গাছ কাটার কোন বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায়, পুলিশ রুখে দেয় গাছ কাটা। স্থানীয় বাসিন্দা প্রবির দাস জানান, পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে গাছ, যেখানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাছ লাগানোর কথা বলা হয়ে থাকে, সেখানে কিভাবে গাছ কাটতে পারেন। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উঠেছে প্রশ্ন ?

টোটো উল্টে জখম সাত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

জ্বালুইডাঙ্গা থেকে নৃসিংহপুর ঠাকুরতলা এলাকায় টোটো করে পুজো দিতে যাওয়ার পথে অপরদিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতিতে থাকা বাইকের ধাক্কায় টোটো উল্টে জখম সাতজন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার নিমতলা ফুটবল ময়দান সংলগ্ন এলাকায়। প্রথমে তাদের চাঁদপুর হসপিটাল, পরবর্তী সময় সেখান থেকে স্থানান্তর করে কালনা মহকুমা হসপিটালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। দুজন বাচ্চা সমেত মোট পাঁচজন বড়দের আঘাত লাগে। ঘটনাস্থল থেকে বাইক চালক পালিয়ে যায় বলেও দাবি আহতদের। এ প্রসঙ্গে কালনা হসপিটালে চিকিৎসাধীন থাকা ঝুমা দাস নামের এক মহিলা জানান, সকালেই যাচ্ছিলাম পুজো দিতে একই পরিবারের। আর সেই সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

চলন্ত ট্রেনে সাপের আতঙ্ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

চলন্ত ট্রেনে সাপ! বাথরুম সাফ করতে গিয়েছিলেন রেলের এক ঠিকা কর্মী। তখনই তাঁর নজরে আসে কমোডের সিট কভারে জড়িয়ে রয়েছে একটি সাপ। তবে অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরা যায়নি। শুক্রবার পুরুলিয়া-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের ওই ঘটনায় আতঙ্ক ছাড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। সূত্রের খবর, ট্রেন চন্দ্রকোনা স্টেশন রোড ছাড়ার পর বাথরুম পরিষ্কার করতে যান এক সাফাইকর্মী। কিন্তু বাথরুমে ঢুকেই আঁতকে ওঠেন তিনি। দেখেন, কমোডের সিট কভারে জড়িয়ে রয়েছে একটা সাপ। শুধু তার লেজ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাপের ভিডিয়ো তুলে পাঠিয়ে দেন সুপারভাইজারের কাছে। ভিডিয়ো দেখে ঘাবড়ে যান সুপারভাইজারও। তিনি সেই ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেন মেদিনীপুরের কন্ট্রোল রুমে। এখন কী করণীয়? নির্দেশ আসে, আগে বাথরুমের দরজা বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে জানানো হয়, সর্পবন্ধু পাঠানো হচ্ছে, চিন্তার কিছু নেই। ওই সাফাই কর্মী তাই করেন। দরজা বন্ধ করে দেন। দুরুদুরু বুকে সর্পবন্ধুর অপেক্ষা করতে থাকেন যাত্রীরা। ঠিক সেই সময়েই ট্রেন ঢোকে মেদিনীপুর স্টেশনে। কন্ট্রোল রুম থেকে খবর দিয়ে সর্পবন্ধু সুরজিৎ মাইতিকে ওই ট্রেনে পাঠানো হয়েছিল। মেদিনীপুর স্টেশনে তিনি ট্রেনে ওঠেন। শুরু হয় তল্লাশি। কিন্তু ৩৫ মিনিট খোঁজাখুঁজির পরেও সাপের খোঁজ মেলে না। অনুমান করা হচ্ছে, যে ফাঁক দিয়ে সাপ ঢুকেছিল, সেই পথ দিয়েই হয়তো বেরিয়ে গিয়েছে। সর্পবন্ধু সুরজিৎ জানিয়েছেন, ভয়ের কিছু নেই। ভিডিয়োতে যে সাপ তিনি দেখেছেন, সেটা বিষাক্ত নয়, নির্বিষ। খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম নিশান্ত কুমার বলেন, বাথরুমে সাপ ঢুকে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হয়। তবে মেদিনীপুর স্টেশনে আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পরেও সাপের হদিশ মেলেনি। ট্রেন যথাসময়েই হাওড়া স্টেশনে পৌঁছয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। রেলকর্মীদের অনুমান, সাপ সম্ভবত টয়লেটের গর্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তবে মেদিনীপুর স্টেশনে ট্রেন টি ৩৫ মিনিট দাঁড়ানোর পর ফের হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় যার ফলে পুরুলিয়া হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনে সাপের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বিমান দুর্ঘটনার মৃত যাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মেদিনীপুর

বৃহস্পতিবার দুপুর ১৩০ নাগাদ আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন গামী যাত্রীবাহী বোয়িং বিমান এআই ১৭১(ভিটি-এএনবি) রান ওয়ে থেকে মাত্র ৮০০ ফুট ওড়ার পর ই ভেঙে পড়লো আহমেদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের অন্তর্গত এক আবাসনে। এই দুর্ঘটনায় একজন বাদে বাকি ২৪১জন বিমান যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আবাসনে থাকা ডাক্তারি পড়ুয়াদের বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে কয়েক জন, তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এমন এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে নিজের বাড়ির ছাদেই মোমবাতি প্রজ্বলন করলেন মেদিনীপুরের রবীন্দ্রনগরের বাসিন্দা তথা এলাহিয়া হাই মাদ্রাসা (উঃ মাঃ)-এর শিক্ষক নরসিংহ দাস। মোমবাতি সাজিয়ে একটি বিমানের রূপ দিয়ে সেগুলি জ্বালিয়ে মৃত যাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন বি.এড. পাঠরতা ছাত্রী ঈশিতা সাউ। নরসিংহ দাস বলেন এই দুর্ঘটনা সত্যিই হৃদয়বিদারক। মানুষের জীবন সত্যিই ক্ষণিকের। তবে কি কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটলো, তার কারন অবশ্যই জানা উচিত। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো যাত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমার এই ভাবনা।

হুররেম সুলতান

দাসী থেকে সম্রাজ্ঞী, বিতর্ক আর রহস্যে ঘেরা এক নারী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ হুররেম সুলতান,যাকে নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নানা বিতর্ক রয়েছে, তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী, ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী শাসক সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের প্রিয় স্ত্রী এবং একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। যার লিগ্যাসি বা পরম্পরা নিয়ে এখনো লেখালেখি হচ্ছে, নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে, সেইসঙ্গে তকে নিয়ে হারানো অনেক তথ্য পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। খবর বিবিসি বাংলা।হুররেম সুলতান মারা যান ১৫৫৮ সালে। মৃত্যুর চারশ বছরের বেশি সময় পরে এখনো এই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসপ্রেমীদের মুগ্ধ করে চলেছেন। হুররেম সুলতান, যার আরেক নাম রক্সেলানা, তিনি কেবল সম্রাটের একজন উপপত্নী বা সঙ্গিনী বা স্ত্রী-ই ছিলেন না; বরং দাসত্ব থেকে সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অবস্থানের চূড়ায় ওঠার এক অসাধারণ যাত্রা পাড়ি দিয়েছেন তিনি।নিজেকে ভেঙেচুড়ে এমনই এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন যা ষোড়শ শতাব্দীর অটোমান রাজদরবারের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নতুন রূপ এনে দিয়েছিলো।

১৪শ শতক থেকে ২০শ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলো অটোমান সাম্রাজ্য।যা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত।অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হুররেমের উত্থানের মধ্য দিয়ে মূলত নারীদের সালতানাতের একটি পর্ব শুরু হয়েছিল যখন অটোমান বা উসমানীয়দের শাসনে রাজপরিবারের নারীদের নজীরবিহীন প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গিয়েছিল। তুর্কি ভাষায় একে 'কাদিনইয়ার সালতানাতে'বলা হতো। যার অর্থ নারীদের শাসন করার বা নেতৃত্বের জায়গায় পৌঁছানো।মূলত হুররেমের উত্থানের সঙ্গে রাজ্যের নারীদের এমন অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তার শুরু হয়েছিল। অটোমান বা উসমানীয় সাম্রাজ্যে সুলতানের প্রাসাদের ভেতরে হারেম ছিল। এই হারেম হলো প্রাসাদের আলাদা একটি অংশ যেখানে সুলতানের স্ত্রী, উপপত্নী, পরিবারের নারী সদস্য এবং নারী দাসীরা থাকতেন। এই অটোমান হারেমে হুররেমের থাকার সময়কাল এবং তার পরবর্তী সময় বিশদে নথিভুক্ত আছে।তবুও শত শত বছর পেরিয়ে গেলেও, হুররেমের প্রকৃত পরিচয় নিয়ে, অর্থাৎ তিনি কোথা থেকে এসেছিলেন সে নিয়ে রহস্য ও বিতর্ক এখনো রয়ে গিয়েছে। তিনি ইউক্রেন অঞ্চল থেকে অপহৃত কোনো বন্দি, অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা, নাকি ; অপ্রত্যাশিত তত্ত্ব অনুযায়ী; জলদস্যুদের দ্বারা অপহৃত কোনো ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন?

বন্দিদশা থেকে রাজদরবার পর্যন্ত

বেশিরভাগ ইতিহাসবিদদের মনে করেন, হুররেম সুলতান ১৫শ শতকের শুরুর দিকে রুথেনিয়া নামে এক ঐতিহাসিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন; আজকের দিনে যা ইউক্রেন, পোল্যান্ড এবং বেলারুশের কিছু অংশ জুড়ে ছিল। জন্মের পর হুররেমের নাম কী ছিল সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো রেকর্ড নেই। কিছু ইউক্রেনীয় সূত্র তাকে আলেকজান্দ্রা লিসোভস্কা বা আনাস্তাসিয়া হিসেবে উল্লেখ করে।অন্যরা মনে করেন, তিনি পশ্চিম ইউরোপে লা রোসা (লাল), রোজানা (মার্জিত গোলাপ), রোকসোলান (রুথেনিয়ান নারী), রোকসানা বা রোক্সেলানার মতো নামে পরিচিত ছিলেন। তবে, সরকারি অটোমান নথিতে তাকে হাসেকি হুররেম সুলতান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।ফার্সি ভাষায় 'হুররেম'অর্থ সুখী বা আনন্দময়, এবং 'হাসেকি'হলো সুলতানের সন্তানের মায়ের জন্য সংরক্ষিত একটি সম্মানসূচক উপাধি। কিছু সূত্র দাবি করে যে, হুররেম একজন অর্থোডক্স পুরোহিতের কন্যা ছিলেন, আবার অনেকে মনে করেন যে তিনি একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তুরস্কের অধ্যাপক ফেরিদুন এমেচেন এমন কিছু নথিপত্র পাওয়ার কথা বলেছেন যেখানে বলা হয়েছে, রোহাটিন নামের এক শহরে ; যা তখন পোলিশ রাজ্যের অংশ ছিল এবং বর্তমানে পশ্চিম ইউক্রেনে অবস্থিত ; সেখানে হুররেম ক্রিমিয়ান তাতার দস্যুদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন।এরপর, তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। কিশোর বয়সে হুররেমকে অটোমান সাম্রাজ্যে আনা হয় এবং তাকে যুবরাজ সুলেমানের মা-র কাছে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। আরেক তুর্কি অধ্যাপক জেইনেপ তারিম এমন ব্যাখ্যা দেন। এই যুবরাজ সুলেমান পরবর্তীতে সুলতান হন এবং সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট নামে পরিচিতি পান।ইতিহাসবিদরা বলছেন, হুররেম সম্ভবত ১৫২০ সাল নাগাদ হারেমে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ সুলেমানের সঙ্গে তার প্রথম সন্তান, প্রিন্স মেহমেদ, পরের বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শত বছরের প্রথা ভেঙে, সুলেমান হুররেমকে বিয়ে করেছিলেন , যা রাজদরবারকে বিস্মিত করেছিলো এবং হুররেমের অবস্থানকে নজিরবিহীন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলো। এর আগে অন্য কোনো অটোমান সুলতান কোনো উপপত্নীকে বিয়ে করেননি।

ইতালীয় পরিচয়

হুররেম রুথেনিয়ান বংশোদ্ভূত হতে পারেন এ বিষয়ে ব্যাপক একমত হওয়া সত্ত্বেও, হুররেমের পেছনের কাহিনী নিয়ে বিকল্প তত্ত্বগুলো এখনো রয়ে গেছে।(পূর্ব ইউরোপীয় এলাকার বাসিন্দাদের বোঝাতে পশ্চিম বা মধ্য ইউরোপীয়রা মধ্যযুগে এই রুথেনিয়ান শব্দটি ব্যবহার করতো) একটি বিশেষভাবে বিতর্কিত দাবি করেছেন গবেষক ড. রিনালদো মারমারা, যিনি বলেছেন যে তিনি ভ্যাটিকানের আর্কাইভে একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেয়েছেন, যেখানে বলা হয়েছে হুররেম আসলে একজন ইতালীয় অভিজাত নারী ছিলেন ; তিনি ছিলেন সিয়েনা অঞ্চলের মার্সিলি পরিবারের একজন সদস্য এবং তার নাম ছিলো মার্গেরিটা।

তিনি বলেন, এই নথি অনুযায়ী, তিনি এবং তার ভাইকে জলদস্যুরা বন্দি করেছিলো এবং পরে তাদের অটোমান দরবারে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। গবেষক মারমারা আরও বলেন, ওই পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে হুররেমের বংশধর সুলতান মেহমেদ চতুর্থ এবং পোপ আলেকজান্ডার সপ্তমের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল ; যা তার রুথেনিয়ান পরিচয় নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং এক গোপন অভিজাত বংশের ইঙ্গিত দেয়। তবে ইতিহাসবিদরা সন্দেহ প্রকাশ করেন। অধ্যাপক তারিম সতর্ক করে দেন যে এই দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য আরও অনেক তথ্য-প্রমাণ দরকার। তিনি উল্লেখ করেন, তৎকালীন ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো উল্লেখ নেই। সেই সময়ের রাজদরবারের গুজব ও কূটনৈতিক বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস ছিল এই ভেনিসীয় রাষ্ট্রদূতের রেকর্ড। তিনি বলছেন, যদি এমন কিছু থাকতো, তাহলে ওই রেকর্ডগুলোয় সেই তথ্য পাওয়া যেতো, আমরা অনেক আগেই তা জেনে যেতাম। অধ্যাপক এমেচেনও এই সন্দেহের সঙ্গে একমত, তিনি স্বীকার করেন যে হুররেম পোলিশ রাজপরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন ঠিকই, তবে সেটা সম্ভবত আনুষ্ঠানিক কূটনীতির অংশ ছিল; অভিজাত বংশের প্রমাণ নয়।

'রাশিয়ান ডাইনি'

বিভিন্ন সূত্রে হুররেম সুলতানকে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিয়ে বিভ্রান্তি আরও বেড়েছে। অটোমান যুগের নথি এবং কবিতাগুলোয় মাঝে মাঝে তাকে 'রাশিয়ান ডাইনি'হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা ছিল সমালোচকদের দেওয়া তার একটি অপমানজনক উপাধি। বিশেষ করে অন্য নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সুলেমানের বড় ছেলে প্রিন্স মুস্তাফার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাকে এই এমন কটাক্ষমূলক উপাধি দেওয়া হয়। প্রিন্স মুস্তাফা অটোমান সিংহাসনের প্রথম উত্তরসূরি ছিলেন। ধারণা করা হয়, হুররেমই তার এই মৃত্যুর নেপথ্যে ছিলেন, যেন তার নিজের ছেলেদের সিংহাসনে আরোহণের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।অধ্যাপক এমেচেন ব্যাখ্যা করেন, অটোমান প্রেক্ষাপটে 'রুস' শব্দটি শুধু জাতিগত রাশিয়ানদের বোঝাতে ব্যবহার করা হতো না। বরং, এটি ছিল একটি ভৌগোলিক উপাধি;উত্তরের যেকোনো এলাকা থেকে আসা লোকদের জন্য এটি ব্যবহৃত হতো, যার মধ্যে বর্তমান ইউক্রেন ও বেলারুশও পড়ে। সেই সময়ে, আজকের সীমানার মধ্যে কোনো রাশিয়া ছিল না। (তৎকালীন চিঠিপত্রে) তারা রাশিয়ান বলতে বোঝাতো 'রুশীয় অঞ্চল থেকে'।ইউক্রেনিয়ানের ভিতালি চেরভোনেঙ্কো বলছেন, ষোড়শ শতকে, পোল্যান্ডে যেখানে ইউক্রেনীয়রা বাস করতেন, সেই এলাকাগুলোকে বলা হতো 'রুস্কে' প্রদেশ, এবং রোহাতিন ছিল তার অংশ। সেই সময়ে ইউক্রেনীয়দের 'রুসিন'বলা হত, কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, হুররেম সুলতানের পরিচয় নতুন রাজনৈতিক গুরুত্ব পেয়েছে, বিশেষ করে ইউক্রেনে, যেখানে তিনি একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত।তার সম্মানে তার কথিত জন্মস্থান রোহাতিনে ভাস্কর্য রয়েছে এবং বর্তমানে রাশিয়া-অধিকৃত মারিউপোল শহরের একটি মসজিদে সুলেমানের নামের পাশাপাশি তার নাম রয়েছে।২০১৯ সালে, আঙ্কারায় ইউক্রেনীয় দূতাবাসের অনুরোধে, ইস্তাম্বুলের সুলেমানিয়ে মসজিদ কমপ্লেক্সে হুররেমের কবরের শিলালিপি থেকে তার 'রাশিয়ান বংশোদ্ভূত' সংক্রান্ত তথ্য মুছে ফেলা হয়।আপডেট করা শিলালিপিটি এখন তার ইউক্রেনীয় ঐতিহ্যকে তুলে ধরা হয়েছে, যার মাধ্যমে ধারণা পাওয়া যায় যে আধুনিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে হুররেমের উত্তরাধিকার কতোটা গুরুত্ব বহন করে।

জনহিতকর কাজ

হুররেমের প্রভাব হারেমের চার দেয়ালের বাইরেও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তবে সম্ভবত তার জনহিতকর কাজগুলো সবচেয়ে বেশি স্থায়ী হয়েছে।তিনি ইস্তাম্বুল এবং জেরুসালেমে (যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল) মসজিদ, বিনামূল্যে খাওয়ানোর কেন্দ্র বা স্যুপ কিচেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান চালু করেছিলেন, যা তখন অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল।ইস্তাম্বুলের হাসেকি এলাকা আজও তার নাম বহন করে আসছে। ঐতিহাসিক নথি অনুসারে, হুররেম সুলতান ১৫৫৮ সালের ১৫ই এপ্রিল ইস্তাম্বুলে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।তার দেহ সুলেমানিয়ে মসজিদে দাফন করা হয়েছিল। পরে, সুলতান সুলেমানের নির্দেশে তার কবরের স্থানে একটি সমাধি নির্মাণ করা হয়। হুররেমের মৃত্যুর মাধ্যমে একটি অসাধারণ জীবনের সমাপ্তি ঘটে, কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা প্রশ্নগুলো আজও ফুরায়নি। তিনি রুথেনিয়ান বন্দি হোন, ইতালীয় অভিজাত পরিবারের সদস্য হন, কিংবা ভুল বোঝা এক ক্ষমতাধর নারী; হুররেম সুলতান অটোমান ইতিহাসে এবং বৈশ্বিক ইতিহাসে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্বদের একজন হয়ে আছেন।

হুররেম সুলতান,যাকে নিয়ে ইতিহাসের পাতায় নানা বিতর্ক রয়েছে, তবে সব বিতর্কের ঊর্ধ্বে তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারী, ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী শাসক সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের প্রিয় স্ত্রী এবং একজন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। যার লিগ্যাসি বা পরম্পরা নিয়ে এখনো লেখালেখি হচ্ছে, নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হচ্ছে, সেইসঙ্গে তকে নিয়ে হারানো অনেক তথ্য পুনরুদ্ধারের কাজও চলছে। খবর বিবিসি বাংলা।হুররেম সুলতান মারা যান ১৫৫৮ সালে। মৃত্যুর চারশ বছরের বেশি সময় পরে এখনো এই ব্যক্তিত্ব ইতিহাসপ্রেমীদের মুগ্ধ করে চলেছেন। হুররেম সুলতান, যার আরেক নাম রক্সেলানা, তিনি কেবল সম্রাটের একজন উপপত্নী বা সঙ্গিনী বা স্ত্রী-ই ছিলেন না; বরং দাসত্ব থেকে সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী অবস্থানের চূড়ায় ওঠার এক অসাধারণ যাত্রা পাড়ি দিয়েছেন তিনি।নিজেকে ভেঙেচুড়ে এমনই এক ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিলেন যা ষোড়শ শতাব্দীর অটোমান রাজদরবারের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে নতুন রূপ এনে দিয়েছিলো। ১৪শ শতক থেকে ২০শ শতকের শুরুর দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিলো অটোমান সাম্রাজ্য।যা ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত।অনেক ইতিহাসবিদের মতে, হুররেমের উত্থানের মধ্য দিয়ে মূলত নারীদের সালতানাতের একটি পর্ব শুরু হয়েছিল যখন অটোমান বা উসমানীয়দের শাসনে রাজপরিবারের নারীদের নজীরবিহীন প্রভাব বিস্তার করতে দেখা গিয়েছিল। তুর্কি ভাষায় একে 'কাদিনইয়ার সালতানাতে' বলা হতো।

অনবদ্য ও'ডাউড, ওয়ানডে ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয় নেদারল্যান্ডসের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

কথায় আছে, সেরের ওপর সোয়া সের। কিন্তু জর্জ মানসি ও ম্যাক্স ও'ডাউডের ইনিংস দুটি দেখলে কথা উল্টোও মনে হতে পারে। সোয়া সেরের ওপর সের !ডান্ডিতে গতকাল ওয়ার্ল্ড কাপ লিগ টু,এর ম্যাচে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা স্কটল্যান্ডের হয়ে ১১ ছক্কা ও ১৬ চারে ১৫০ বলে ১৯১ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার জর্জ মানসি। পুরো ৫০ ওভার খেলে স্কটল্যান্ডও ৬ উইকেটে ৩৬৯ তোলার পর মনে হয়েছিল, এই লক্ষ্য তাড়া করে ডাচদের না জেতার সম্ভাবনাই বেশি। মানসি একাই যা করেছেন, তাতে তো পরের ইনিংস শুরুর আগেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল স্কটিশরা।কিন্তু নেদারল্যান্ডসের ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড ভেবেছিলেন অন্য কিছু। ৪ ছক্কা ও ১৩ চারে ১৩০ বলে ১৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ও'ডাউড। তাতে ৪ বল হাতে রেখেই ওয়ানডে ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের কীর্তি গড়েছে নেদারল্যান্ডস। বিফলে যায় মাত্র ৯ রানের জন্য মানসির ডাবল সেঞ্চুরি না পাওয়া ইনিংসটি। কিন্তু তাঁর চেয়েও কম রানের ইনিংস খেলে ও'ডাউড তাঁর দলকে এনে দিয়েছেন অবিস্মরণীয় এক জয়। সহযোগী দেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলার রেকর্ড গড়েছেন মানসি।ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড মোটামুটি সবারই জানা। ২০০৬ সালে জোহানেসবার্গে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৪৩৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এক দশক পর সেই দক্ষিণ আফ্রিকাই ডারবানে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া ৩৭২ রানের লক্ষ্য তাড়া করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের নজির গড়ে। আর স্কটল্যান্ড ২০১৯ সালে ব্রিজটাউনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে

ইংল্যান্ডের ৩৬১ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জয়ের কীর্তিকে পেছনে ফেলে তৃতীয় স্থানে উঠে এল ।ওয়ানডেতে আইসিসি সহযোগী দেশগুলোর মধ্যে এটি সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ডও। পাশাপাশি সহযোগী দেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলার রেকর্ডও গড়েছেন মানসি ।আয়ারল্যান্ডের পল স্টার্লিংয়ের ১৭৭ রানের ইনিংসকে পেছনে ফেলে রেকর্ডটি গড়লেন মানসি। আয়ারল্যান্ড তখনো টেস্ট মর্যাদা পায়নি। তবে ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার সুযোগ তাঁর ছিল। ৪৮.৪ ওভারে ভিভিয়ান কিংমার বলে বোল্ড হন মানসি। পুরো ৫০ ওভার খেলতে পারলে হয়তো ডাবল সেঞ্চুরি পেতেও পারতেন। ও'ডাউডের পাশাপাশি তেজা নিদামানুরু ও নোয়া ক্রোয়েসের ফিফটিতে অবিশ্বাস্য রান তাড়ায় জয় পেয়েছে ডাচরা। ৪২ বলে ৫১ করেন নিদামানুরু ও ক্রোয়েস করেন ২৯ বলে ৫০। জয়ের জন্য হাতে ৫ উইকেট রেখে শেষ ৫ ওভারে ৪৯ রান দরকার ছিল ডাচদের। এরপর শুধু ক্রোয়েসকে হারালেও জয়টা সহজেই পেয়েছে তারা। শেষ ওভারে দরকার ছিল ৩ রান ।ছেলেদের ওয়ানডেতে এ নিয়ে ১৬তমবার ব্যক্তিগত ইনিংসে ১৯০ রান পেরোতে দেখা গেল। তবে ১৯০ থেকে ২০০ রানের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তিগত রানের ইনিংস এটি। আগের তিনটি স্কোর ছিল ফখর জামানের ১৯৩, সাঈদ আনোয়ারের ১৯৪ ও চার্লস কভেন্ট্রির অপরাজিত ১৯৪।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি অতীত! নাপোলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ডি ব্রুইনা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

নতুন ঠিকানা খুঁজে নিলেন বেলজিয়ান প্লে-মেকার কেভিন ডে ব্রুইনে। ম্যানচেস্টার সিটিতে সাফল্য মাখা ১০ বছরের ক্যারিয়ার শেষে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ন নাপোলিতে যোগ দিলেন তিনি ।নাপোলি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডে ব্রুইনেকে দলে নেওয়ার খবর জানিয়েছে।২০১৫ সালে সিটিতে যোগ দেওয়ার পর এক দশকে ১৯টি শিরোপা জিতেছেন ডে ব্রুইনে। এর মধ্যে আছে ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ এবং একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা। দুইবার হয়েছেন প্রিমিয়ার লিগের মৌসুম সেরা খেলোয়াড়।

প্রিমিয়ার লিগের সেরা মিডফিল্ডারদের একজন হিসেবে বিবেচিত ৩৩ বছর বয়সী ডে ব্রুইনের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় সদ্য

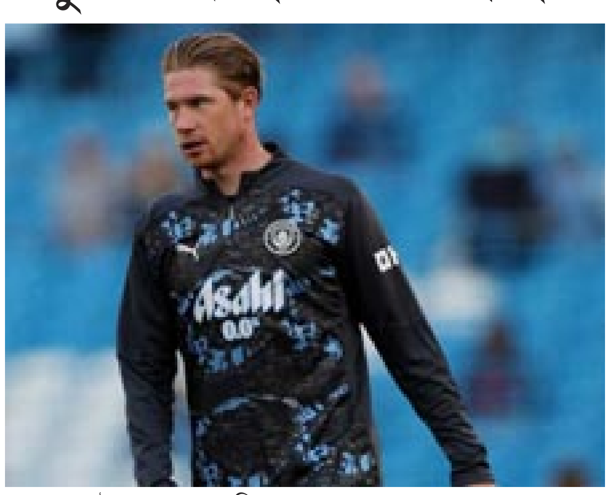

সমাপ্ত মৌসুমে। বেলজিয়াম অধিনায়ক সিটির হয়ে এবার সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪০ ম্যাচ খেলে করেন ৬ গোল, অবদান রাখে ৮ গোলে। সবশেষ দুই মরশুম ধরে চোট খুব ভোগাচ্ছে ডে ব্রুইনেকে। সে কারণে নিয়মিত খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না ।সিটির হয়ে সব মিলিয়ে ৪২২ ম্যাচ খেলেছেন ডে ব্রুইনে, করেছেন ১০৮ গোল, অবদান রেখেছেন ১৭৭ গোলে। প্রিমিয়ার লিগে ডে ব্রুইনের (১১৯) চেয়ে বেশি গোলে অবদান রেখেছেন কেবল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গ্রেট রায়ান গিগস (১৬২) ।ইন্টার মিলানের সঙ্গে দারুণ লড়াইয়ের পর তিন বছরের মধ্যে দ্বিতীয় সেরি আ শিরোপা জিতেছে নাপোলি।

WTC ফাইনালে বিমান দুর্ঘটনায় মৃতদের শ্রদ্ধা, নীরবতা পালন করলেন ক্রিকেটাররা

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

লর্ডসে চলছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনালের তৃতীয় দিনের খেলা শুরুর আগে দুই দেশের ক্রিকেটাররা আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন করেন। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, উভয় দলের ক্রিকেটাররাই কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন। আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে টেক অফের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীবাহী বিমান। উড়ানটিতে মোট ২৪২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৩২ জন যাত্রী এবং ১০ জন ক্রু সদস্য। এই ঘটনায় যে ব্যথিত হয়েছে ক্রিকেট জগৎও। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে টিম ইন্ডিয়া নেমেছিল ইন্টার-স্কোয়াড

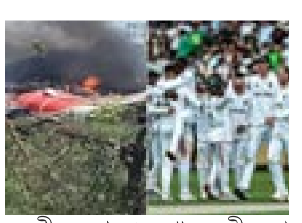

অনুশীলন ম্যাচে। সেখানেও নীরবতা পালন করা হয়। ক্রিকেটাররা কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া রান ছিল ৮ উইকেটে ১৪৪। সব মিলিয়ে ২১৮ রানে এগিয়ে থেকে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে অজিরা। নবম উইকেট পেতে দেরি হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকার। রাবাডা ফেরান নাথান লিওঁকে। মাত্র ২ রানে সাজঘরে ফেরেন এই অফ স্পিনার। তবে, উইকেটের অন্যপ্রান্তে থিতু হয়ে লড়াই জারি রাখেন মিচেল স্টার্ক। হ্যাজেলউডও স্টার্ককে সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়া ২১২ রানের বেশি তুলতে পারেনি। মনে করা হচ্ছিল প্রোটিয়ারা দারুণ জায়গায় রয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছয় ৪ উইকেটে ৪৩ রানে। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হয়। ম্যাচে ফিরতে গেলে দ্বিতীয় দিনের শুরুতে একটা পার্টনারশিপ দরকার ছিল প্রোটিয়াদের। সেই লক্ষ্য নিয়েই নেমেছিলেন বাভুমা এবং বেডিংহ্যাম। তাঁদের জুটিতে উঠল ৬৪ রান। এরপর এক প্রকার সেট হয়েই সাজঘরে ফেরেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। ৩৬ রানের মাথায় তাঁকে ফেরান প্যাট কামিন্স। ডেভিড বেডিংহ্যামের (৪৫) ইনিংসও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তাঁকেও ফেরান কামিন্স। এরপর আরও দু'টো উইকেট পড়ে কম সময়ের মধ্যে। কামিন্স সেই সময় রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছেন। তিনি নেন ছয় উইকেট। টেস্ট ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটের মালিকও হন অজি অধিনায়ক। মাত্র ১৩৮ রানে শেষ হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস। অস্ট্রেলিয়া ৭৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে নামে।

জার্মানিতে শুটিং বিশ্বকাপে সিফ্ট কৌরের ব্রোঞ্জ জয়

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

শেষ কয়েক বছরে ভারতীয় শুটিং বিশ্ব পর্যায়ে আলাদা একটা জায়গা তৈরি করেছে। অলিম্পিক সহ সমস্ত বিশ্ব পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় তাদের পারফরম্যান্স সেই কথাই বলছে। সম্প্রতি জার্মানিতে শুটিং বিশ্বকাপে ভারতীয় শুটাররা সেই কথা যে কতটা সত্যি তাই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ।ভারতের শীর্ষ শ্যুটার সিফ্ট কৌর সামরা আইএসএসএফ বিশ্বকাপে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে দুর্দান্ত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছেন। ২৩ বছর বয়সী এই শ্যুটার, যিনি ২০২২ সালের এশিয়ান গেমসে স্বর্ণপদক জিতে মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টে বর্তমান বিশ্ব রেকর্ড ধারণ করছেন, আটজন প্রতিযোগীর ফাইনালে ৪৫৩.১ স্কোর করেন। নরওয়ের জিনেট হেগ ডুয়েস্টাড ৪৬৬.৯ স্কোর নিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন, এবং সুইজারল্যান্ডের এমেলি জেগি ৪৬৪.৮ স্কোর নিয়ে রূপো পদক অর্জন করেছেন। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল প্রতিযোগিতায় ভারতের অঙ্কুশ যাদব ফাইনালে প্রবেশের সুযোগ থেকে সামান্য পিছিয়ে কোয়ালিফিকেশনে ৬৩১.৭ স্কোর নিয়ে ১১তম স্থানে থেমেছেন। উমামহেশ মদ্দিনেনি ৬৩২.৩ স্কোর নিয়ে সপ্তম স্থান অধিকার করলেও, তিনি শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টের জন্য শুট করছিলেন বলে ফাইনালে প্রবেশের যোগ্য ছিলেন না। অর্জুন বাবুতা ৬২৯.১ স্কোর নিয়ে ৪৩তম এবং সন্দীপ সিং ৬২৮.৩ স্কোর নিয়ে ৫৩তম স্থানে ছিলেন ।দিনের শুরুতে, মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশন ইভেন্টের কোয়ালিফিকেশনে এমেলি ৫৯০ স্কোর নিয়ে নবম স্থানে ছিলেন। কিন্তু শীর্ষ আটজনের মধ্যে দুজন শ্যুটার র‍্যাঙ্কিং পয়েন্টের জন্য শুট করছিলেন বলে তিনি ফাইনালে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের ফরিদকোটের বাসিন্দা সিফত কৌর সামরা নিলিং, প্রোন এবং স্ট্যান্ডিং; এই তিনটি পর্যায়ে মোট ৫৯২ স্কোর নিয়ে কোয়ালিফিকেশনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

আইসিসি ফাইনালে নজির মিচেল স্টার্কের, সর্বাধিক উইকেট শিকারির নজির অজি পেসারের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

আইসিসি ফাইনালে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি এখন স্টার্ক ।আইসিসি ফাইনালে এখন পর্যন্ত ১১ উইকেট নিয়েছেন মিচেল স্টার্ক ।লর্ডসের ঐতিহাসিক মঞ্চে বুধবার আরও একটি মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা পেসার মিচেল স্টার্ক। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ গড় ২৬.৬৩ এবং ইকোনমি রেট ৫.১৭। ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের বিপক্ষে ৫৫ রানে ৩ উইকেট ছিল তার সেরা ফাইনাল পারফরম্যান্স ।অন্যদিকে, ভারতের শামি চারটি ফাইনালে ১০টি উইকেট নিয়ে এখন দ্বিতীয় স্থানে ।তার গড় ৩৮.৯০ এবং ইকোনমি রেট ৩.৯৫। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ২০২১ সালের ডব্লিউটিসি ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৬ রানে ৪

(ডব্লিউটিসি) ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বল হাতে নেমেই তিনি গড়লেন নতুন ইতিহাস। আইসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্টের ফাইনালে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন এই বাঁহাতি গতির জাদুকর ।ফাইনালের প্রথম দিনেই স্টার্ক তুলে নেন ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট। এর মধ্য দিয়ে আইসিসি ফাইনাল ম্যাচে তার মোট উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১টি, ফলে তিনি পেছনে ফেলেছেন ভারতের মোহাম্মদ শামির ১০ উইকেটের রেকর্ডকে। এখন পর্যন্ত পাঁচটি আইসিসি ফাইনালে স্টার্কের বোলিং উইকেট শিকার ।প্রথম দিনের খেলায় ব্যাটসম্যানদের জন্য দিনটি ছিল এক দুঃস্বপ্নের। উভয় দলের বোলাররা আধিপত্য বিস্তার করেন। দিনের শেষে দুই দলের মিলে পড়ে যায়মাত্র ২৫৫ রানেই ১৪টি উইকেট ।অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ২১২ রানে অলআউট হয়ে যায়। কাগিসো রাবাদা ৫ উইকেট এবং মার্কো ইয়ানসেন নেন ৩ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ আফ্রিকাও ব্যাট হাতে শুরু থেকেই বিপর্যয়ে পড়ে। স্টার্ক, কামিন্স এবং হ্যাজলউডের ত্রিমুখী আগুনে বোলিংয়ে তারা ৪৩ রানেই হারায় ৪টি উইকেট।

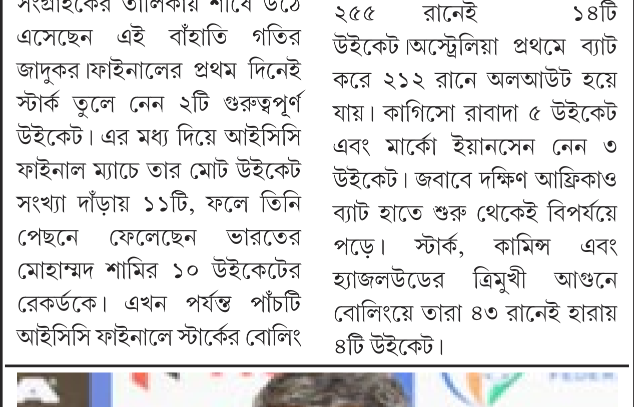

ভালো দেশীয় স্ট্রাইকার নেই, মেনে নিলেন কল্যাণ, উপায়ও 'অজানা' ফেডারেশনের!

এইডেন মার্করামের অনবদ্য শতরান, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিততে প্রোটিয়াদের প্রয়োজন ৬৯ রান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

লর্ডসে ঝলমলে রোদে উঁকি দিচ্ছে একটা স্বপ্নও। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বৈশ্বিক শিরোপা তো আসলে তার চেয়েও বেশি কিছু। টেম্বা বাভুমা আর এইডেন মার্করাম একটু একটু করে তাঁদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বহু বছরের আরাধ্য সেই 'চ্যাম্পিয়ন' তকমার দিকে। যদিও নামটা দক্ষিণ আফ্রিকা বলেই যা ভয়। তবে আজ ২ উইকেটে ২১৩ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রানটা যখন ৬৯,এ নেমে এসেছে আর হাতে আছে ৮ উইকেট, চাপে ভেঙে পড়ার ভয়টাও বাদ দেওয়াই যায় !লর্ডসের উইকেট এমনিতে তৃতীয় দিনেও ব্যাটিং করার জন্য ভালো। আজ কতটা ভালো ছিল, এর একটা প্রমাণ হতে পারে কাল সকালে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। নাথান লায়নকে (১) নিয়ে দিনটা শুরু করেছিলেন আগের দিন ১৬ রানে অপরাজিত মিচেল স্টার্ক। দিনের তৃতীয় ওভারেই রাবাদা লায়নকে ফিরিয়ে দিলেও এরপর স্টার্ক ও জশ হ্যাজলউড শেষ উইকেট জুটিতে ২২.২ ওভার ব্যাটিং করে যোগ করে ফেলেন ৫৯ রান। আইসিসি টুর্নামেন্টের ফাইনালে শেষ উইকেটে এটাই সর্বোচ্চ রানের জুটি। সব মিলিয়েই লর্ডসে অতিথি কোনো দলের দশম উইকেটে পঞ্চম সর্বোচ্চ।

৫৩ বলে ১৭ রান করা হ্যাজলউডের আউটে শেষ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। স্টার্ক তখন ১৩৬ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত। ৯ নম্বরে নেমে এটি তাঁর অষ্টম ফিফটি। টেস্ট ইতিহাসে নয় বা তার নিচে নামা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফিফটি করার রেকর্ডটা আগেই তাঁর ছিল। সেটিকে আরেকটু বাড়িয়ে নিলেন এই বাঁহাতি।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস থেমেছে ২০৭ রান, প্রথম ইনিংসে ৭৪ রানে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে লক্ষ্য দাঁড়ায় তাই ২৮২ রানের। যেকোনো ম্যাচেই তা বড় লক্ষ্য, ফাইনালে তো আরও বেশি। তবে একটা রেকর্ড থেকে হয়তো অনুপ্রেরণা খুঁজে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টেস্ট ক্রিকেটে যে পাঁচবার ২৫০ রানের বেশি তাড়া করে জেতার কীর্তি আছে দক্ষিণ আফ্রিকার, তার তিনবারই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। এর মধ্যে ২০০৮ সালে পার্থে সর্বশেষটি জিতেছিল তারা ৪১৪ রান তাড়া করে।

আজ তৃতীয় ওভারেই ওপেনার রায়ান রিকেলটন আউট হয়ে যাওয়ার পর মুল্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ৬১ রানের জুটি গড়েছেন মার্করাম। ওই ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন তাঁর পরের সঙ্গী টেম্বা বাভুমাও। ২ রানেই অবশ্য ক্যাচ দিয়েছিলেন, স্লিপে যা ফেলে দেন স্টিভ স্মিথ। জীবন পাওয়ার পর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়েই লড়াই চালিয়ে গেছেন বাভুমা (৬৫*), টেস্ট ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরি করা মার্করাম অপরাজিত আছেন ১০২ রানে। আর বাভুমার ক্যাচ ফেলে দেওয়ার সময় আঙুলে চোট পাওয়া স্মিথকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে কিছুদিন

বাবার মতন অটো চালাও! ভারতীয় পেসার সিরাজকে চরম অপমান

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের এখন তারকা তিনি। একসময়ের হায়দরাবাদের গলির ছেলে আজ দেশের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী। হ্যাঁ, কথা হচ্ছে মোহাম্মদ সিরাজকে নিয়ে। তবে ক্রিকেটজীবনের এই উত্থানের পথটা তার জন্য ছিল না একেবারেই মসৃণ। অটোচালক পিতার অনুপ্রেরণায় কঠিন পরিশ্রম আর আত্মনিবেদনের মাধ্যমে আজকের এই জায়গায় পৌঁছেছেন সিরাজ ।সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে আবেগঘন পোস্টে জীবনের একাধিক অপমানের কাহিনি তুলে ধরেছেন ভারতীয় পেসার। লিখেছেন, 'কে ভেবেছিল এক অটোচালকের ছেলে ভারতের হয়ে খেলবে?' এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। কটাক্ষকারীদের বিদ্রুপের জবাবও দিয়েছেন সরাসরি ।বলেছেন, 'খারাপ খেললেই শুনতে হতো, 'যাও গিয়ে বাবার মতো অটো চালাও।' কিন্তু অটো চালানো কি কোনো অসম্মানের ?দপিতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সিরাজ জানান, কিভাবে বাবা মির্জা মোহাম্মদ ঘৌষ তার জীবনে প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিলেন। 'আমার বাবার পেশা কোনো লজ্জার নয়। বরং ওটাই আমার শক্তি,' বলেন সিরাজ। যোগ

করেন, 'বাবা শিখিয়েছিলেন মাথা নিচু করে পরিশ্রম করতে হয়, কে কী বলল তাতে কিছু যায় আসে না।'২০২০ সালের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় পিতার মৃত্যু সংবাদ পান সিরাজ। কভিডের কারণে দেশে ফিরতেও পারেননি। জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখানো পিতার মুখে নিজের সাফল্যের কথা শোনাতে পারেননি সিরাজ। তবে বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন ।দেশের জার্সিতে খেলেছেন তিন ফরম্যাটেই। আর ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি ।বর্তমানে ভারতের তিন ফরম্যাটের দলে নিয়মিত নন সিরাজ। তবে সাম্প্রতিক ইংল্যান্ড সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছেন তিনি। ফের নিজেকে প্রমাণের মঞ্চ পেয়ে প্রস্তুত পেসার। জানিয়ে দিয়েছেন, 'যত বার অপমান পেয়েছি, তত বার জেদে পরিশ্রম করেছি। এখন আর কারো কথায় পাত্তা দিই না।

মেজর লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে খুনে মেজাজে ব্যাটিং ফিন অ্যালেনের

সকালের শিরোনাম

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুখোমুখি তৃতীয় বলে ল্যাপ শটে লং লেগের ওপর দিয়ে ছক্কায় শুরু। সেই পথ ধরে ফিন অ্যালেন পরে বল হাওয়ায় ভাসিয়ে সীমানার ওপারে পাঠালেন আরও ১৮ বার। খুনে ব্যাটিংয়ে নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান উপহার দিলেন বিধ্বংসী ইনিংস। সেটি ঝড় তুলল রেকর্ড বইয়েও ।এবারের মেজর লিগ ক্রিকেটের (এমএলসি) উদ্বোধনী ম্যাচে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্ন্সের হয়ে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিপক্ষে ৫১ বলে ১৫১ রানের টর্নেডো ইনিংস খেলেন অ্যালেন। ওকল্যান্ডে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সকালের ম্যাচে ১৯ ছক্কা ও ৫ চারে গড়া এই ওপেনারের ইনিংসটি ।স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড এখন অ্যালেনের। এতদিন রেকর্ডটি যৌথভাবে ছিল ক্রিস গেইল ও সাহিল চৌহানের। ২০১৭ সালে বিপিএলের ফাইনালে মিরপুরে রংপুর রাইডার্সের হয়ে ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ৬৯ বলে অপরাজিত ১৪৬ রানের ইনিংসে ১৮ ছক্কা মেরেছিলেন গেইল। ২০২৪ সালে এস্তোনিয়ার হয়ে সাইপ্রাসের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সাহিলের ৪১ বলে অপরাজিত ১৪৪ রানের ইনিংসেও ছক্কা ছিল ১৮টি ।অ্যালেন দেড়শতে পা রাখেন ৪৯ বলে। টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম দেড়শ ছোঁয়ার রেকর্ড এটি। আগের রেকর্ড ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার ডেওয়াল্ড ব্রেভিসের। ২০২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় টাইটান্সের হয়ে নাইটসের বিপক্ষে ১৬২ রানের ইনিংসে ৫২ বলে দেড়শ ছুঁয়েছিলেন 'বেবি এবি' নামে পরিচিত এই ব্যাটসম্যান। ২৬ বছর বয়সী অ্যালেনের ১৫১ রানের ইনিংসে বাউন্ডারি থেকেই এসেছে ১৩৪, এর মধ্যে শুধু ছক্কা থেকে এসেছে ১১৪। টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে বাউন্ডারিতে (চার ও ছক্কা) অ্যালেনের চেয়ে বেশি রান করেছেন কেবল তিন জন ব্যাটসম্যান- গেইল, হাজরাতউল্লাহ জাজাই ও গ্রাহাম নেপিয়ার ।২০১৩ আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে অপরাজিত ১৭৫ রানের ইনিংস খেলার পথে বাউন্ডারি থেকে ১৫৪ রান করেন গেইল। ২০১৯ সালে আফগানিস্তানের হয়ে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে জাজাইয়ের অপরাজিত ১৬২ রানের ইনিংসে বাউন্ডারি থেকে আসে ১৪০। ২০০৮ সালে ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি কাপে এসেক্সের হয়ে সাসেক্সের বিপক্ষে অপরাজিত ১৫২ করার পথে বাউন্ডারি থেকে ১৩৬ রান করেন নেপিয়ার। অ্যালেনের ১৫১ রান এমএলসিতে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। ২০২৩ সালে প্রথম আসরে এমআই নিউ ইয়র্কের হয়ে নিকোলাস পুরানের অপরাজিত ১৩৭ ছিল আগের সর্বোচ্চ ।১৫৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে অ্যালেনেরও সর্বোচ্চ ইনিংস এটিই। কুড়ি ওভারের ক্রিকেটে সব মিলিয়ে তার সেঞ্চুরি হলো চারটি ।এ দিন তার ৩৪ বলে সেঞ্চুরি টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দ্বিতীয় দ্রুততম। ২০১৩ আইপিএলে গেইলের ৩০ বলে সেঞ্চুরি আছে এখানে চূড়ায় ।এমএলসিতে দ্রুততম সেঞ্চুরি এখন অ্যালেনের। প্রথম আসরে ১৩৭ রানের ইনিংসে পুরানের ৪০ বলে সেঞ্চুরি ছিল আগের দ্রুততম, তখন অবশ্য এই প্রতিযোগিতায় টি-টোয়েন্টির স্বীকৃতি ছিল না। বিস্মরকর হলেও সত্যি, বিধ্বংসী ব্যাটসম্যান হিসেবে ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত হলেও এখনও আইপিএলে খেলার সুযোগ পাননি অ্যালেন! ২০২১ আইপিএলে জশ ফিলিপের বদলি হিসেবে তাকে দলে নিয়েছিল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু। কিন্তু সেবার কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। পরের মৌসুমে নিলামে নাম দিলেও কেউ তাকে দলে নেয়নি। গত বছর মেগা নিলামে তার ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। সেখানেও অবিক্রিত রয়ে যান তিনি ।এবারের আইপিএল ফাইনাল শেষের দুই সপ্তাহ না যেতেই, সেই অ্যালেন খুনে ব্যাটিংয়ে তোলপাড় ফেলে দিলেন রেকর্ড বইয়ে।

স্বত্ত্বাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। নিউ সপ্রাটিভা লেজার প্রিন্টারস, উত্তরপল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর,৭১৩২১৩, কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং।।**

Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at New Saprativa Lesser Printers , Uttarpally, Benachity, Durgapur - 713213.
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com